জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন

(দশটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ)

কৃষি মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ভূমি মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট ঃ www.mof.gov.bd

মুখবন্ধ

এটা অনস্বীকার্য যে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ। বস্তুত এ চেতনাটি যতটা দৃঢ় হবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোও হবে ততটাই ব্যাপক ও টেকসই। সরকারের কার্যক্রমে তা যথাযথ প্রতিফলিত হতে হবে। তাহলেই সরকারের প্রয়াস জনগণের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। অবশ্য সমাজ বাস্তবতায় মানুষ বহুধা বিভক্ত। সুযোগ, সামর্থ সকলের সর্বাবস্থায় সমান নয়। প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতাও স্থান ও অবস্থাভেদে অসম। তাই অনেক সময় কোন কোন শ্রেণীর মানুষ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বঞ্চনাপীড়িত থাকে। এজন্যই দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল প্রণয়নে আমাদেরকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের এগিয়ে আসার পথে বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের প্রয়োজনকে অনুধাবন করতে হবে। অবারিত করতে হবে সকল সুযোগের দরজা। এলক্ষ্যে শুরুতেই ক্ষমতা বলয় থেকে দূরে অবস্থানকারী অবহেলিত, দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। এদের অনেকেই নারী, শিশু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী বা অন্য যে কোনভাবে বঞ্চিত মানুষ। সমাজের ভাঁজে ভাঁজে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করার মাধ্যমেই কেবল একটি মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যাপক ভিত্তিক সমৃদ্ধ ও টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এ উপলব্ধি থেকেই আমরা জেন্ডার বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছি এবং এ প্রচেষ্টাকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে একাত্ম করতে যত্নবান হয়েছি।

জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য ও বঞ্চনা দূর করতে আমরা একনিষ্ঠ ও বদ্ধপরিকর। পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও মানবসম্পদে পরিণত করে তাদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের চাকাকে গতিশীল করার চিন্তাতেই কেবল আমরা সীমাবদ্ধ থাকব না, নারী যাতে উন্নয়নের প্রকৃত সুফলভোগীও হতে পারে সে জন্য আমরা সর্বতো তৎপর থাকতে চাই। আমাদের সংবিধানে নারীর বঞ্চনা ও বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য নিশ্চিত করার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। সংবিধানের অনুচেছদ ২৮-এ সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।"

সংবিধানের এ নির্দেশনার ভিত্তিতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা একটি অর্থবহ জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। পর্যায়ক্রমে এ প্রক্রিয়াকে সংহত করা হবে। এ জেন্ডার বাজেট আমাদের জাতীয় বাজেটকে আরও গণমুখী করবে এবং একই সাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। আর এ প্রক্রিয়াকে সফল করতে আমাদের গতানুগতিক ধারণা ও মননে আনতে হবে ব্যাপক পরিবর্তন। সে জন্য আমরা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি, হাতে নিয়েছি বহুবিধ প্রকল্প ও কর্মসূচি।

গত অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের কলেবর বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এ বছর আমরা দশটি মন্ত্রণালয়ের বাজেট এবং তাদের উপকারভোগীদের তথ্য জেন্ডারভেদে আলাদা করেছি। এ পুস্তিকায় সে সবের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পুস্তিকাটি আমাদের প্রতিশ্রুতি ও তৎপরতা মূল্যায়নে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। একইসাথে জেন্ডার বৈষম্য নিরসনের অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জগুলো অনুধাবনে আমাদেরকে খানিকটা হলেও সক্ষম করবে। এটি প্রণয়নে যারা শ্রম ও মেধা ঢেলেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমরা ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে জেন্ডার বাজেট প্রণয়নে সম্পৃক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন
২০১০-১১

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ			
প্রথম অধ্যায়	ঃ	সূচনা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	কৃষি মন্ত্রণালয়	৫
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	১২
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৭
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	২৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৪
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪২
অস্টম অধ্যায়	ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫১
নবম অধ্যায়	ঃ	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৫৬
দশম অধ্যায়	ঃ	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬৩
একাদশ অধ্যায়	ঃ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭০

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ যার মাথাপিছু জিডিপি ইউএস ডলার ৬২১ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৯)। ২০০৯ এর (Human Development Index (HDI) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্থান ছিল ১৮২ টি দেশের মধ্যে ১৪৮ তম এবং Gender Development Index (GDI) অনুসারে অবস্থান ছিল ১২৩ তম। উপরন্তু Gender Empowerment Measure (GEM) অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০৯টি দেশের মধ্যে ১০৮তম (UNDP 2009)। তাই, এ পথে এখনও বাংলাদেশকে এমনকি অনেক স্বল্পোন্নত দেশের চাইতেও বেশী পথ পাড়ি দিতে হবে। এসকল তথ্য কোন দৈব ঘটনা নয় এবং এগুলো এটাই নির্দেশ করে যে, নারীদের প্রতি বৈষম্য এবং দারিদ্র্য সীমার মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই নারী ও পুরুষের সমতা বিধানের সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১.২ যদিও অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের বোঝা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ভোগ করে তবুও সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব তাদের সকলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা, প্রকল্প এবং গবেষণা কার্যক্রমে এ বিষয়টি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনার সাফল্য তাই অনেকাংশে নির্ভর করে দারিদ্র্যের জেন্ডারমুখী প্রবণতা এবং জেন্ডার সংবেদনশীল কার্যক্রমের ব্যাপ্তির উপর।

১.৩ কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্যের জন্য গৃহীত সরাসরি কার্যক্রমের মাধ্যমের দারিদ্র্য বিমোচনকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যের সফলতা নারী উন্নয়ন এবং তাদের অধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। নারীদের প্রতি বৈষম্য এবং তাদের বঞ্চনা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নির্মূল করা না গেলে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এ লক্ষ্যে সরকার তাই শুধু দারিদ্র বিমোচনকেই গুরুত্ব দেবে না, পাশাপাশি এমন একটি পথ অনুসরণ করবে যার ফলশ্রুতিতে গ্রহণযোগ্য সময়ের ভেতরে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়। এ স্বপ্ন ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত নিম্মোক্ত চারটি শর্ত পুরণ করা প্রয়োজনঃ

- গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য একাধারে টেকসই এবং উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন;
- দারিদ্র্য, বিশেষ করে চরম দারিদ্র্য বিমোচন এবং ধনী ও গরীবের ব্যবধান হ্রাসের মাধ্যমে সাম্য এবং ন্যায়নীতিভিত্তিক বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- দরিদ্র এবং নারীদের জন্য স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণ;
- দরিদ্র এবং নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিতকরণ।

১.৪ দীর্ঘ মেয়াদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্বল্পতম সময়ে অধিকার নিশ্চিত করবে এমন একটি সঠিক ব্যাপকভিত্তিতে কর্মকাঠামো গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ হলঃ চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা, আয়-বৈষম্য দূর করা, দ্রুত অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধি অর্জন করা, এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। জেন্ডার সাম্যতা অর্জনই উল্লেখিত কার্যক্রমের মূল লক্ষ হওয়া উচিত।

১.৫ জাতীয় এবং খাতভিত্তিক নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কি মাত্রায় নারীদের প্রতি বৈষম্য এবং তাদের বঞ্চনার বিষয়টি প্রাধান্য পবে তা নির্ধারণ করা জরুরী। কারণ, আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই দরিদ্র এবং দরিদ্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রয়েছে নারীরা। দরিদ্র নারীরা আবার সমাজের বিভিন্ন বাঁধা/প্রথার দ্বারা শৃঙ্খলিত হবার কারণে তার সমস্যার প্রকৃতি স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশী গভীর ও জটিল। তাদের রয়েছে অর্থনৈতিক সম্পদের প্রকট সীমাবদ্ধতা (যেমন- ভূমি এবং ঋণ)। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন তা প্রায়শঃই তাদের কাঙ্খিত মাত্রায় থাকে না (যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং তথ্য)। তাই বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে (জাতীয় এবং খাতভিত্তিক) নারী উন্নয়নের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে - নাহলে সরকারের গৃহীত নীতিতে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি থেকে যাবে এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

নারী উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার

১.৬ নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার তার গঠনতন্ত্র কর্তৃক নির্দেশিত। মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি বাংলাদেশে সর্বজনস্বীকৃত এবং তা সংবিধানে প্রতিফলিত। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই বাংলাদেশ সরকার নারীদের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

১.৭ বর্তমান সরকার ব্যাপক, মূল্য ভিত্তিক এবং টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে, যা শুধু সমাজের সকল স্তরে বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমেই সম্ভব। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় এবং জেন্ডারবৈষম্য ও অসমতাকে নিরুৎসাহিত করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা অর্জণে প্রচেষ্টা চালায়। সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদে সমাজের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং আইনের সুরক্ষা পাবার জন্য সমানভাবে দাবীদার। অনুচ্ছেদ ২৮(১) অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার অথবা স্থান ভেদে রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য গ্রহণযোগ্য নয়। নারীদের বিষয়ে অনুচ্ছেদ ২৮ আরও বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।" উপরন্তু, এও বলা আছে যে, নারীদের অথবা সমাজের অনগ্রসর অংশের জন্য কোন বিশেষ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে রাষ্ট্রকে কোন কিছুই নিবৃত্ত করতে পারবে না। এ অনুচ্ছেদ থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত অধিকারসমূহ, যেমন- জীবনের সুরক্ষা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পদ অর্জনের অধিকার, চলাচলের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি সব কিছুই নারীদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা বিধানের নিশ্চিত করবে। অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং সমান ভাবে আইনের সুরক্ষা পাবার দাবীদার। সুতরাং, জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য এবং বঞ্চনা দূর করতে হবে। এ লক্ষ্যে সকল প্রচেষ্টা সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

১.৮ সরকারের অঙ্গীকার এবং কার্যক্রমে তিন ধরনের কৌশল অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হলো- (১) উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন, প্রকল্প এবং কার্যক্রমে নারীদের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা এবং Gender Governance এর উন্নয়ন; (২) জাতীয় থেকে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা; এবং সর্বোপরি (৩) নারী সংশ্লিষ্ট এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ

সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য, NGO এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমম্বয়ে একটি কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন।

১.৯ বিগত কয়েক বছরে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত নীতি ও কার্যক্রমের সুফল ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে বহু ক্ষেত্রে নারীর বাস্তবতা ভালোর দিকে ধাবিত হয়েছে। সমাজে, রাজনীতিতে, দারিদ্র্য বিমোচনে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে এবং সক্ষমতা অর্জনে নারীদের লক্ষ্যনীয় উন্নতি অর্জিত রয়েছে। আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতেও অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ সকল বিবেচনায় প্রাথমিক ধাপে নারী উন্নয়ন ও তাদের অধিকার অর্জনে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১.১০ তবে, এ সকল অঙ্গীকার অর্জন সত্বেও নারী এখনও পুরুষের চাইতে অনেক ক্ষেত্রে কম অধিকার ভোগ করে এবং এ বৈষম্য পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয়নি। সমাজের প্রায় সকল স্তরে নারী-পুরুষের উল্লেখযোগ্য বৈষম্য এখনও পরিলক্ষিত হয়। নারী-পুরুষের বিদ্যমান ব্যবধানের কারণে নারীরা এখনও বৈষম্য, অন্যায় এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশে যত ধরণের বৈষম্য দেখা যায় তার মধ্যে নারীদের প্রতি বৈষম্যের স্বরূপ সবচাইতে প্রকট। গতানুগতিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই এর মূল কারণ।

১.১১ বাংলাদেশে নারীরা সমাজের সকল স্তরে শোষণ, বৈষম্য, বঞ্চনা, ঝুঁকি এবং অনগ্রসরতার মুখোমুখি হয়। এগুলোকে নিম্মোক্ত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

- সামাজিক শোষণ
- কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য
- উচ্চমাত্রার নিরাপত্তাহীনতা এবং ঝুঁকি
- আইন ব্যবস্থায় বৈষম্য
- সক্ষমতার মাপকাঠিতে বঞ্চনার পরিমাণ
- রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের মাপকাঠিতে অনগ্রসরতার পরিমাণ

১.১২ বাংলাদেশ সরকার জেন্ডার বৈষম্যের বিষয়টি মূল উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে আনার এবং তা দূর করার প্রচেষ্টায় আছে। সময়ের পরিক্রমায় নারীদের বিষয়সমূহ সরকারি কর্মকান্ডে উত্তরোত্তর প্রাধান্য পাচ্ছে এবং সরকারি পরিকল্পনা, নীতিমালা, প্রকল্প ও কর্মসূচিতে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট

১.১৩ জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে সরকার তার রাজস্ব নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় জন নীতি কি হবে এবং তা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সরকার বাজেট পরিকল্পনার মাধ্যমেই তা প্রকাশ করে থাকে। তাই জাতীয় বাজেট একই সাথে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করারও অন্যতম মাধ্যম। বাজেটে সরকার তার সম্ভাব্য আয়ের উৎস চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার অনুযায়ী ব্যয়ের খাতে বরাদ্দ দিয়ে থাকে। সরকার প্রতিবছর বাজেট প্রণয়ন করে জনগণের কাছে উপস্থাপন করে এবং এটি জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। সরকারি খাতের ব্যয় থেকে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে কিভাবে উপকৃত হয়, জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও উপস্থাপনের সময় তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের কার্যক্রম, কিভাবে নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে তাও জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

১.১৪ বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির আওতায় জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। মধ্যমেয়াদি বাজেটে সরকার একটি মধ্যমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে যাতে প্রথম অর্থবছরের

রাজস্ব আয়, অর্থায়ন এবং ব্যয়ের প্রাক্কলনসহ পরবর্তী দু'বছরের পূর্বাভাস থাকে। মধ্যমেয়াদি এই বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতিতে নারী বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহও অন্তর্ভুক্ত। মোট ৩৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতিতে তাদের ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট তৈরী করেছে।

১.১৫ মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিস্তারিত বাজেট প্রাক্কলনের পূর্বে কৌশলগত পর্যায়ে বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কৌশলগত পর্যায়ে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সেপ্টেম্বরের মাসের শেষ দিকে বাজেট পরিপত্র-১ জারি হয়। এই পর্যায়ে মন্ত্রণালয়সমূহ পরবর্তী তিন বছরের জন্য তাদের বাজেট পরিকল্পনা পেশ করে। মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতিবেদন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন কাঠামো তৈরী করে দিয়েছে। দারিদ্র্য ও জেন্ডারের উপর বাজেট কি প্রভাব ফেলবে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের বাজেট কাঠামোর ৩ নং অংশে দেখাবে। ৪নং ফরম-এ (বাজেট পরিপত্র-১ Part B) দারিদ্র্য এবং জেন্ডারের উপর মন্ত্রণালয়সমূহের প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহ কি প্রভাব ফেলবে তা বিবেচনায় নিতে বলা হয়েছে। এর ফলে NSAPR-এ বিবৃত দারিদ্র্য ও জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে তুলনা করে মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের নিজেদের কার্যক্রমের কার্যকারিতা যাচাই করতে পারে এবং নীতি, কৌশল ও বাজেট প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় তাদের বাজেট কাঠামো অর্থবহভাবে প্রণয়নে সক্ষমতা অর্জণ করে থাকে।

১.১৬ শিক্ষা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের নারীরা সাম্প্রতিক সময়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন করেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ দেশের নারীদের অর্জন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশী । নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের বিষয়টি এখন সামাজিকভাবে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে এ সকল অর্জনের বাইরে এখনও অনেক বাঁধা ও কৌশলগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। নারীরা এদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, কিন্তু দারিদ্র্যের অভিঘাত তাদের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অনেক বেশী। বাংলাদেশে যত ধরণের বৈষম্য দেখা যায় তার মধ্যে নারীদের প্রতি বৈষম্য সবচাইতে প্রকট। এ বৈষম্যের উৎস হল গতানুগতিক শ্রেণী এবং জেন্ডার ভেদে বিভক্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, যার ফলে এখনও সমাজের সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ কাঙ্খিত পর্যায়ে হয়নি।

১.১৭ এ ডকুমেন্টে আমরা পর্যালোচনা করব ১০টি মন্ত্রণালয় কিভাবে তাদের বাজেটে নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকারের বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়েছে। এ মন্ত্রণালয়গুলো হলো-

- কৃষি মন্ত্রণালয়
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
- মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ভূমি মন্ত্রণালয়
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষি মন্ত্রণালয়

ভূমিকা ঃ

২.১ "সবার জন্য খাদ্য" নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। সে কারণে বর্তমান সরকার অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাধ্যমে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হিসাবে চিহ্নিত। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জি.ডি.পি.তে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ছিল ২০.৬০ শতাংশ। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৮ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামালের প্রধান যোগানদাতাও এই খাত। খাদ্য ও পুষ্টির সুরক্ষা, আয়বর্ধক কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচনের মত বিষয়াদি কৃষি খাতের সাথে সম্পর্কিত বিধায় এ খাতকে সামাজিক খাত হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। প্রতি বছর জি.ডি.পি.র প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ অর্জন করতে হলে কৃষি খাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৪ থেকে ৪.৫ শতাংশ অর্জন আবশ্যক। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সাপ্লাই চেইন স্থাপনের মাধ্যমেই কৃষি ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনশীলতা অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং কৃষি খাতের সফলতা এবং এর অর্জিত প্রবৃদ্ধি গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসন এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.২ কৃষক পরিবারের নারীরা মাঠ এবং বাজার পর্যায়ে কাজ করে না এবং পুরুষেরা গৃহস্থালী উৎপাদনশীল কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেনা এমন একটি সাধারণ সামাজিক ধারনা বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, অতি দরিদ্র কৃষক পরিবারে শ্রমের এই নারী-পুরুষ ভিত্তিক বিভাজন সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পুরুষেরা মাঠে এবং নারীরা শস্য আহরণ পরবর্তী কাজ-কর্ম করে- এই সনাতন নারী-পুরুষ ভিত্তিক শ্রমের বিভাজন সময়ের আবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে। সম্প্রতি চরম দারিদ্র্য এবং খাদ্য সংকটের কারণে প্রচলিত সামাজিক নিয়ম ও ধারনা পরিবর্তিত হতে চলেছে এবং নারীরা মাঠ পর্যায়ের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে। ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীন পরিবারের প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ মহিলা কৃষি খাতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। যদিও বড় কৃষক পরিবারের মহিলারা মাঠে কৃষি কাজে অংশগ্রহণ করে না।

২.৩ গ্রামীণ বাংলাদেশে মহিলারা গৃহস্থালী পর্যায়ের যাবতীয় কৃষি কাজ করে। ঐতিহ্যগতভাবে তারা বাড়ীর সন্নিহিত বাগান পরিচর্যা করে থাকে। বীজ বাছাই এবং শস্য সংরক্ষণের মত খামারভিত্তিক কর্মকান্ডে এখনো নারীদেরই আধিপত্য বিদ্যমান। কৃষি খাতে নারীদের এই গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত সামাজিক ধ্যান-ধারনা ও অনুশাসন এবং পর্দা প্রথার কারণে নারীরা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সমতা এবং কৃষি সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণের ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবহার উন্নয়ন ও নারী পুরুষের মাঝে বিরাজমান বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি নারী দারিদ্র্য ও হ্রাস পায়।

২. মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নমুখী নীতি এবং প্রধান কার্যাবলিঃ

২.৪ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের কৃষিতে সম্পৃক্ততা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীদের সক্রিয় অবদান বেড়েছে যথা- শস্য আহরণ পরবর্তী কার্যাবলি, বীজ সংরক্ষণ, নার্সারী বাগান পরিচালনা, পাট আঁশ ছাড়ানো, শাকসব্জী ফলন, বসতবাটিতে বাগান সৃজন,

ফুলচাষ, হর্টিকালচার বীজ উৎপাদন এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল কুটিরশিল্প পরিচালনা। নারীদের প্রশিক্ষণ ও মূলধন সহায়তার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে এর আরো উন্নয়ন সম্ভব। কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে নারীদের যেহেতু সক্রিয় অবদান আছে, সে কারণে আগামী বছরসমূহে কৃষিনির্ভর আয়বর্ধক কর্মকান্ড এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সুযোগ থাকবে।

২.৫ নারীকে কৃষিনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা এবং কৃষিখাতের অন্যতম উৎপাদক হিসাবে গণ্য করা প্রয়োজন। এর জন্য বিভিন্ন নারীবান্ধব কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা যথা- কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সেবা, স্বাক্ষরতা এবং গণনা, বাজার স্থাপনার জন্য তাদের জন্য দোকান স্থান বরাদ্দ রাখা, নারী উদ্যোক্তামূলক কর্মকান্ডে ঋণ সহায়তা, উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে তাদের ন্যায্য মজুরী নিশ্চিতকরণ, কৃষি যান্ত্রীকিকরণের সুফল (যেমন- সহজ বহনযোগ্য শস্য মাড়াই এবং শক্তিচালিত শস্য আহরণ যন্ত্র যা কায়িক শ্রম লাঘব করে) প্রয়োজন। শস্য, গবাদিপশু, কৃষি সেচ এবং ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদ ব্যবহারে নারীর ভূমিকার বিষয়টি কেন্দ্র বিন্দুতে রাখা প্রয়োজন। শস্য উৎপাদনে নারীর অবদান বৃদ্ধি করা এবং এ ক্ষেত্রে তাদের অবদান সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন। ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে তাদের হিস্যা বাড়ানোর জন্য বিদ্যমান উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন, একইসঙ্গে সরকারি খাস জমি বন্টনের ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ প্রাধিকার বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২.৬ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কৃষি সহায়তা যথা- কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস,কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, শুল্ক এবং কর মওকুফ, কৃষি সেচ কাজে ব্যবহৃত ডিজেলে ভর্তুকি প্রদান এবং কৃষি ঋণের সুদ কমানো ইত্যাদির ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। তদুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সংঘটিত শস্যের ক্ষয়ক্ষতি লাঘবের উদ্দেশ্যে সরকার জরুরী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী চালু করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

২.৭ বর্তমান জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯ সালে গৃহীত হয়েছিল। কালের পরিক্রমায় কৃষিতে নতুন নতুন ইস্যু ও বিষয় নতুন আঙ্গিকে আবির্ভূত হয়েছে। সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বর্তমান কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মন্ত্রণালয় কৃষি নীতি সংশোধন ও হালনাগাদকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। খসড়া কৃষি নীতির সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ;
- উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং লাগসই প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং যথাযথ কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ;
- কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে এর প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ানো;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সহিত অভিযোজনক্ষম এবং কৃষকের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম এরূপ আত্মনির্ভরশীল এবং স্থায়ীত্বশীল কৃষি খাত গড়ে তোলা।

২.৮ প্রস্তাবিত খসড়া কৃষিনীতিতে নারীকেন্দ্রিক প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপঃ

- **নারীর ক্ষমতায়নঃ** নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং কৃষি খাতে তাঁদের অগ্রসরমান ভূমিকা প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা প্রদান করছে। একইসাথে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন- বীজ, সার, ঋণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, তথ্যাদি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সমান সুযোগ প্রদানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে;

- **উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নারীর অংশগ্রহণঃ** গ্রামীণ দরিদ্র নারী যাতে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি ব্যবসায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পার সেজন্য সরকার উৎসাহ প্রদান করছে। কৃষি প্রযুক্তিতে সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার নারীদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে সরকার বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম যথা প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে নারী অংশগ্রহণ উৎসাহিত করছে।

- **আয় বৃদ্ধি করাঃ** বিভিন্ন কৃষি উদ্যোগ যথা- বসতবাটিতে বাগান সৃজন, শস্য আহরণোত্তর কার্যক্রম, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, নার্সারী, মৌমাছি পালন, খাবার প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি খাতে সরকার নারীদের ঋণ সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার ক্ষুদ্র আকারের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, মজুদকরণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। নারী-পুরুষের প্রাপ্য মজুরির ক্ষেত্রে পার্থক্য নিরসনের পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করবে।

২.৯ নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে কৃষিখাতের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় নিম্নে বর্ণিত অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে- যা নারীদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত করবেঃ

- **বিভিন্ন শস্য যেমন-ধান, গম ও ইক্ষু ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণঃ** এর মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি ও উৎপাদন পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- **মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও তার মান নির্ধারণঃ** এর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক কৃষক পরিবারে নারীদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।

- **উচ্চমূল্যের অর্থকারী ফসল যথা পাট, কেনাফ, মেশতা, ইক্ষু, তুলার জাতের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও কৃষকের মাঝে বিতরণঃ** এই কার্যক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীদের সম্পৃক্ত করা হবে, এর ফলে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ও আয় বাড়বে।

- **উচ্চফলনশীল আলু, ডাল ও শব্জীর উদ্ভাবন ও কৃষকের মাঝে বিতরণঃ** এর মাধ্যমে নারীরা সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারবে।

- **উন্নত শস্য উৎপাদন প্রযুক্তির বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম যথা-প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, র‍্যালী, মেলা ও গণমাধ্যমে প্রচারঃ** প্রশিক্ষণ, র‍্যালী ও ওয়ার্কশপে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

- **কৃষি ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ** এই কার্যক্রম জৈব এবং কম্পোস্ট সার উৎপাদনে নারীদের সম্পৃক্ত করবে এবং তাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করবে।

৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর উন্নয়ন ও অধিকারঃ

২.১০ নারীদের এক বড় অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত। সুতরাং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনেক কার্যক্রম নারীকেন্দ্রিক। এই মন্ত্রণালয়ে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে ধারনা লাভের জন্য ৩টি বিষয় দেখা যেতে পারেঃ

ক. কৃষি মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ;

খ. কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে পুরুষ ও নারী সুবিধাভোগী নির্ণয়; এবং

গ. কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ এবং ব্যয়ে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন।

২.১১ ক. **কৃষি মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণঃ** কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ কতটুকু তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এ বিভাগের গৃহীত কর্মসূচি, প্রকল্প ও নীতিমালা প্রণয়নে কারা ভূমিকা পালন করছে তা জানা প্রয়োজন। নিম্নের ২.১ সারণিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও এজেন্সীসমূহে কর্মরত জনবল কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। নারীকেন্দ্রিক নীতি থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, ২০১০ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দফতরে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা মাত্র ৪.৭% এবং পুরুষের সংখ্যা ৯৫.৩%। গত বছরের তুলনায় এই হার সামান্য নিম্নগামী। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যদিও চিত্র কিছুটা আশাব্যঞ্জক।

২.১২ সচিবালয়ে কর্মকর্তা পর্যায়ে ২০১০ সালে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে নারীদের অংশ ছিল ১১.২%, যা ২০০৯ সালে ছিল ১৫.৩%। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশী। অর্থকরী ফসল বিভাগে (তামাক ও পাট) কর্মকর্তাদের সবাই পুরুষ। এতে বোঝা যায়, কৃষি খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অধিক সংখ্যক অংশগ্রহণের প্রয়োজন।

সারণি ২.১

মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষের কাঠামো নিম্নরূপঃ

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
প্রশাসন								
সচিবালয়	৮৮.৮	১১.২	৮৬.০	১৪.০	৮৪.৭	১৫.৩	৮৫.০	১৫.০
কৃষি সেবাসমূহ								
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৯৩.০	৭.০	৯২.১	৭.৯	৮৫.০	১৫.০	৮৫.২	১৪.৮
ফিল্ড সার্ভিসেস বিভাগ	৯৮.০	২.০	৯৮.০	২.০	৮৯.০	১১.০	৮৯.০	১১.০
উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ	৯৮.০	২.০	৯৭.৮	২.২	৮৯.৩	১০.৭	৮৯.১	১০.৯
অর্থকরী ফসল বিভাগ-তামাক ও পাট	১০০.০	০.০	১০০.০	০.০	৮৮.৭	১১.৩	৮১.০	১৯.০
খাদ্য শস্য বিভাগ	৯৮.৬	১.৪	৯৮.৪	১.৬	৯৬.৬	৩.৪	৯৬.৫	৩.৫
কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৮৯.৮	১০.২	৮৯.৭	১০.৩	৯১.৫	৮.৫	৯১.০	৯.০
উপজেলা কৃষি কার্যক্রম	৯৭.৮	২.২	৯৮.০	২.০	৯১.০	৯.০	৯১.১	৮.৯
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	৮৪.০	১৬.০	৮৪.৬	১৫.৪	৯৪.৪	৫.৬	৯১.৯	৮.১
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৯২.০	৮.০	৮৯.৭	১০.৩	৯৭.০	৩.০	৯৭.৩	২.৭
কৃষি তথ্য সার্ভিস	৯৫.০	৫.০	৯৩.৩	৬.৭	৯৪.৬	৫.৪	৯৫.৯	৪.১

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	৮২.১	১৭.৯	৮২.১	১৭.৯	৮৬.৫	১৩.৫	৮১.৫	১৮.৫
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৮৬.১	১৩.৯	৮৬.১	১৩.৯	৯০.০	১০.০	৯০.০	১০.০
মোট	**৯৫.৩**	**৪.৭**	**৯৫.১**	**৪.৯**	**৯১.১**	**৮.৯**	**৯১.০**	**৯.০**

তথ্যসূত্রঃ অর্থ বিভাগ

২.১৩ **খ. কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে পুরুষ ও নারী সুবিধাভোগী নির্ণয়ঃ** সরকার কৃষি খাতের সফলতার জন্য বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করছে। এধরনের সরকারি সহায়তার মাধ্যমে কারা উপকৃত হচ্ছে সে প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। এবিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে নারী-পুরুষভিত্তিক সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। তবে, কৃষি মন্ত্রণালয় ৫টি খাতকে উচ্চ প্রাধিকার সম্পন্ন খরচের খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১০-১১ অর্থবছরের অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম সারণি ২.২ তে দেয়া হয়েছে এবং এই কার্যক্রম থেকে নারী কিভাবে উপকার লাভ করবে তাও আলোকপাত করা হয়েছেঃ

সারণি ২.২

মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচি

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচি	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. ধান, গম, ইক্ষুসহ অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমঃ শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছর প্রায় ১% হারে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য অধিক ফসল উৎপাদন অপরিহার্য। এ বাস্তবতায় ধান, গম, ইক্ষুসহ অন্যান্য ফসলের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং স্বল্প সময়ে অধিক ফসল বা সাথী ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।	মন্ত্রণালয়ের আওতায় পাঁচটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১১টি প্রকল্প, ৫টি কর্মসূচি এবং রাজস্ব বাজেটের গবেষণা মঞ্জুরী খাতে বরাদ্দের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে হাইব্রিড, উচ্চ ফলনশীল, বন্যা প্রবণ,মংগাপিড়ীত, লবণাক্ত এলাকার উপযোগী মোট ১৫টি ধান, ১টি গম, ৭৪টি উৎপাদন প্রযুক্তি, ৮টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং আগামী বছরগুলোতে ১৫টি ধান জাত, ২টি গম জাত, ৭১টি উৎপাদন প্রযুক্তি, ৬টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হবে। 'ডাল ও তৈলবীজ' গবেষণা প্রকল্পে ২৩ জন মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ এবং ৪৬১ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া, 'বি.এ.আর.আই. এর শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি গবেষণা জোরদারকরণ' প্রকল্পে ৮০০ জন এবং 'ফল ও শাকসজীর ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা, কীটনাশকের সফল ও নিরাপদ ব্যবহার কলাকৌশল' শীর্ষক প্রকল্পে ৪০৯৫ জন মহিলাকে অর্থাৎ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪০ শতাংশ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
২. মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং বীজের সঠিক মান নির্ধারণঃ অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য মানসম্পন্ন বীজ অপরিহার্য। তাই কৃষকের চাহিদা মোতাবেক মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন কার্যক্রমকে ২য় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	ভাল বীজ অধিক ফসল উৎপাদনের পুর্বশর্ত। মান সম্পন্ন ও উচ্চফলনশীল বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন ২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং বীজের সঠিক মান নির্ধারণের জন্য ৬টি প্রকল্প ও ৭টি কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে আগামী বছরগুলোতে ২,৭৪,৮৪৬ মে.টন বীজ উপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন- উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পে ২২,৭১৩ জন, বীজ বর্ধন খামার কর্মসূচিতে ২,৮৯,৫০০ জন এবং পাট বীজ কর্মসূচিতে ১,০৭,৭২৭ জন মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কর্মসূচিতে ১,০০০ জন, জাতীয় সজী বীজ কর্মসূচিতে ২০ জন, বীজের আপদকালীন মজুদ ও তার

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচি	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
	ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে ২২৫ জন এবং উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পে ১,৫৭০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৩. উচ্চমূল্যের ও অর্থকরী ফসল তথা - পাট, কেনাফ ও মেস্তা, ইক্ষু, তুলা ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের জাত উদ্ভাবন, সংরক্ষণ ও কৃষকদের মাঝে বিতরণঃ কৃষি ভিত্তিক শিল্পের বিকাশ, দেশীয় চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য উচ্চমূল্যের এবং অর্থকরী ফসল উৎপাদন অত্যাবশ্যক। এজন্য পাট, কেনাফ, মেস্তা, ইক্ষু, তুলা ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন এবং কৃষকদের মাঝে বিতরণের জন্য এ খাতকে ৩য় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।	আগামী বছরগুলোতে উচ্চমূল্যের ও অর্থকরী ফসল তথা - পাট, কেনাফ ও মেস্তার ৫টি জাত উদ্ভাবন, ৭,৬৫০ জনকে প্রশিক্ষণ, ১৫টি পাটের প্রযুক্তি উদ্ভাবন, এবং ৮,৭০০ কেজি পাট বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৩টি ইক্ষুজাত, ১১টি সাথী ফসল, ১,০৫০ টন ইক্ষু বীজ এবং তুলার ৬টি উন্নতজাত ও ৫টি হাইব্রিড জাতের উপর গবেষণা, ৫ মে. টন মৌল বীজ, ৬৫টি মে. টন ভিত্তি বীজ, ২৮০ মে. টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল অর্থকরী ফসলের জাত, উচ্চমূল্যের ও অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকল্প ও কর্মসূচিতে নিয়োজিত নারী কর্মকর্তা,কর্মচারি, অনিয়মিত শ্রমিক এবং কৃষিকাজে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত নারীর কর্মসংস্থান এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, সরকারী সম্পদ লাভ অর্থাৎ খাদ্য প্রাপ্তি (access to food),পুষ্টির উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে। এ সকল অর্থকরী ফসল রপ্তানী করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। এর প্রভাবে পরোক্ষভাবে নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থের উন্নতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসহ নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হবে।
৪. উচ্চফলনশীল আলু, ডাল ও শাকসব্জির জাত উদ্ভাবন ও কৃষকদের মাঝে বিতরণঃ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে আলু, ডাল ও শাকসব্জি। জনগণের আমিষের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে উচ্চফলনশীল আলু, ডাল এবং শাকসব্জির উন্নতজাত উদ্ভাবন এবং কৃষকদের মাঝে বিতরণের লক্ষ্যে এ খাতকে ৪র্থ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।	উচ্চফলনশীল আলু, ডাল ও শাকসব্জির জাত উদ্ভাবন ও কৃষকদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে এসব ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে জনগনের বিশেষ করে চাষীদের আমিষের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে এবং তাদের সুস্বাস্থ্য অর্জনের মাধ্যমে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার এবং শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পাবে।
৫. উন্নত শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস, র‌্যালি, মেলা গণমাধ্যমে প্রচার) ঃ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষকদেরকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী, মাঠদিবস, র‌্যালী, কৃষি মেলাসহ বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।	গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও প্রযুক্তি কৃষক/কিষাণীদের মাঝে সম্প্রসারণের ফলে দেশে সার্বিক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, র‌্যালী ও কৃষি মেলা আয়োজনে কিষাণীদের অংশগ্রহণের ফলে তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এতে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

২.১৪ গ. **কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ এবং ব্যয়ে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনঃ** নিম্নোক্তভাবে টেবিল ২.৩ এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটের ভর্তুকি ও অন্যান্য কার্যক্রমে নারী পুরুষভিত্তিক ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হ'ল।

সারণি ২.৩

২০১০-১১ অর্থবছরে আয় স্থানান্তর/সাবসিডি কর্মসূচিতে মহিলা উপকারভোগীর চিত্র নিম্নরূপঃ

বিভিন্ন আয় স্থানান্তর/সাবসিডি কর্মসূচি	মোট রাজস্ব (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
কৃষি ভর্তুকি	৪০০০	৩০.০০	১২০০.০০
কৃষি সেচ ও জলাবদ্ধতার জন্য বিশেষ কর্মসূচি	২০৪	৪০.০০	৮১.৬০
কৃষি পূনর্বাসন	৫৫	৪০.০০	২২.০০

তথ্যসূত্র: অর্থবিভাগ

২.১৫ এ অনুচ্ছেদে কতটুকু সরকারী বরাদ্দ এ সেক্টরে ব্যয় করা হয়েছে, কিভাবে এ বরাদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বমোট ব্যায়ের ২০.৫৩ শতাংশ (টাকা ১,৩৭৬.২০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দের ২৬.৫৩ শতাংশ (টাকা ১,৭৮৮.৪৭ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে ।

২.১৬ সারণি ২.৪ এ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে। সারণী ২.৪ এ দেখা যায় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট বরাদ্দের ২৬.৫৩ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৯.৩৫ শতাংশ মেয়ে এবং নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ থেকে প্রায় ৫০.২৬ শতাংশ নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে ।

সারণি ২.৪

সর্বোচ্চ বরাদ্দ সম্পন্ন ১০টি প্রকল্পের বরাদ্দ(২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট)

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
১. খামার যান্ত্রিকীরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	১১৯.২৫	৪০.০০	৪৭.৭০
২. ধান, গম ও ভুট্টার উন্নত বীজের উন্নয়ন প্রকল্প-বিএডিসি	৯১.৩৬	১০০.০০	৯১.৩৬
৩. বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৭০.০০	৫০.০০	৩৫.০০
৪. সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ প্রকল্প	৫৫.০০	৪০.০০	২২.০০
৫. গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৫০.০০	৪০.০০	২০.০০
৬. ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজি প্রজেক্ট (বার্ক অংশ)	৪৭.০০	৪০.০০	১৮.৮০
৭. সেচ এলাকা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায়	৪০.০০	৫০.০০	২০.০০
৮. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ (এলজিইডি অংশ)	৪০.০০	৪০.০০	১৬.০০
৯. কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর কমপ্লেক্স নির্মাণ	৩২.৬৯	৪০.০০	১৩.০৮
১০. ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজি প্রজেক্ট (ডিএই অংশ)	৩২.৬৭	২০.০০	৬.৫৩
১০টি প্রকল্পের মোট বাজেট বরাদ্দ	**৫৭৭.৯৭**	**৫০.২৬**	**২৯০.৪৭**
মন্ত্রণালয়ের মোট উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ	**১,০৫৪.১২**	**২৯.৩৫**	**৩০৯.৪০**
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ	**৬,৭৪২.১২**	**২৬.৫৩**	**১,৭৮৮.৪৭**

তথ্যসূত্র: অর্থবিভাগ

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ

ভূমিকা

৩.১ বাংলাদেশের জনজীবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু সম্পদের ক্ষতি, জন দুর্ভোগ বা দারিদ্র্য বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে না এর ফলে মানুষের ব্যাপক জীবনহানিও ঘটে। দারিদ্র্যদূরীকরণে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এ কারণে দুর্যোগ মোকাবেলা ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদারকরণে সরকার বদ্ধপরিকর।

৩.২ পদ্মা মেঘনা ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর অববাহিকায় বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। ১৪৭.৫৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫.০০ কোটি । এ দেশের ভৌগলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, অসংখ্য নদ-নদী এবং মৌসুমী জলবায়ু ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ দুর্যোগজনিত সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলের ভৌগলিক গঠন বিন্যাসও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এর ফলে বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলের জনসাধারণের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থবির করছে।

৩.৩ প্রাকৃতিক এবং মানব সৃষ্ট দুর্যোগ যেমন, বন্যা, সাইক্লোন, খরা, সামদ্রিক জলোচ্ছাস, টর্ণেডো, ভূমিকম্প, নদী ভাংগন, অগ্নিকান্ড, জলাবদ্ধতা, ফসলী জমিতে লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণসহ বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগ প্রতিনিয়ত এ দেশের মানুষকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বর্তমানে এ পরিবর্তন নগন্য প্রতীয়মান হলেও জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যতে জনদুর্ভোগ ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি করবে।

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্বে সম্পৃক্ত রয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক সকল স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতাকে গুরুত্ব প্রদান করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী দুর্ভোগ প্রশমনে দাতা সংস্থা, এনজিও, ব্যক্তিখাত এর সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের কৌশলগত বিজ্ঞানসম্মত এবং কার্যকর অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করেছে। সরকার জাতীয় দুর্যোগ নীতিমালা ও কর্মসূচির আলোকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৩.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা প্রদানের বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের মধ্যমেয়াদি কৌশলগুলো হলো ঃ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ;
- অতি দরিদ্রের কর্মসংস্থান;
- খাদ্যাভাব ও কর্মাভাবকালে দরিদ্র জনগণের খাদ্য প্রাপ্তি সহজতর করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ; এবং
- দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক ভৌতকাঠামো নির্মাণ।

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের নারী বান্ধব নীতি এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহঃ

৩.৬ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ দুর্যোগ সেক্টরের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৮-২০১৫ প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যগুলো হলো ঃ

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট বহুপাক্ষিক পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক জবাব দিহিতা নিশ্চিতকরণ।

৩.৭ নারীকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৮-২০১৫-তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

- সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক সম্পদে প্রবেশাধিকারে সীমাবদ্ধতা ;
- জীবন রক্ষায় নারীর সক্ষমতার অভাব;
- সহিংসতার ঝুঁকি, শারিরীক ক্ষতি ও স্বাস্থ্যগত অক্ষমতা;
- মানব সৃষ্ট দুর্ভোগ- যেমন বিবাহ বিচ্ছেদ, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী, সন্তান ও বয়স্কদের পরিত্যাগ করা;
- বয়স্ক ব্যক্তি বিশেষ করে বয়স্ক মহিলাদের মৃত্যুহার বৃদ্ধি;
- যথাযথ চিকিৎসা সুবিধার অভাব (দুর্যোগজনিত শারিরীক আঘাত ও অসুস্থ্যতা)।

৩.৮ সরকার দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকার কর্মসূচি নারীদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করছে ঃ

ক) **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণঃ** সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দরিদ্র জনসাধারণ ও অসচ্ছল মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ভি.জি.এফ. কর্মসূচি লক্ষ্যভিত্তিক নারী বান্ধব হওয়ায় সরকারি সেবায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণত: কর্মাভাবকালে দরিদ্র মহিলাদের খাদ্য প্রাপ্তি সহজতর করতে ভি.জি.এফ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একইসাথে টেস্ট রিলিফ এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে খাদ্য প্রাপ্তি সহজতর করে।

(খ) **দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমঃ** দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীর সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, রেস্পন্সম্যানেজমেন্ট শক্তিশালীকরণ কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়। দুর্যোগের সতর্ক বার্তার পর নারী ও শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া হয় এবং দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়। ফলে নারীর দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমান হ্রাস পায়, যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(গ) **বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণঃ** দুর্যোগে সকল নাগরিক বিশেষত নারী ও শিশুদের উদ্ধার কাজে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহায়ক। বন্যা ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে আশ্রয় কেন্দ্রে

আশ্রয় নিয়ে নারী ও শিশুর জীবন রক্ষা পায়। যাতায়ত ও পরিবহন সুবিধার সামগ্রিক সুফল নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

(ঘ) **অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণঃ** দুর্যোগ কবলিত মানুষের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩. নারী উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগঃ

৩.৯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের কার্যক্রম মুলত: চরম দরিদ্র, নিঃস্ব, অক্ষম এবং সামাজিকভাবে নাজুক জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হচ্ছে। এ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ হলো নারী। তবে এ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমে নারী সুবিধাভোগী বেশী হলেও নারীদের অবস্থান যথাযথভাবে চিহ্নিত করার জন্য ৩টি বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া যায়ঃ

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের কার্যক্রমে পুরুষ ও নারী সুবিধাভোগী নির্ণয়; এবং

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের বরাদ্দ এবং ব্যয়ে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন।

৩.১০ **ক.দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ কতটুকু তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এ বিভাগের গৃহীত কর্মসূচি, প্রকল্প ও নীতিমালা প্রণয়নে কারা ভূমিকা পালন করছে তা জানা প্রয়োজন। নিম্নের ৩.১ সারণিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের জনবল কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ বিভাগ ও অধস্তন অফিসে ৩.৯ শতাংশ নারী এবং ৯৬.১ শতাংশ পুরুষ কর্মরত আছেন। এ পরিসংখ্যান বিগত বছরের তূলনায় কিছুটা ভাল।

সারণি ৩.১

দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক নারী ও পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারি

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)
প্রশাসন								
সচিবালয়	৮৯.৯	১০.১	৯১.৩	৮.৭	৭৯.৮	২০.২	৭৯.৭	২০.৩
অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ								
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ অধিদপ্তর	৯৭.১	২.৯	৯৭.৬	২.৪	৭৮.০	২২.০	৯২.৫	৭.৫
উপজেলা ত্রাণ কর্মকর্তা	১০০.০	০.০	৯৭.৩	২.৭	৯৬.৯	৩.১	৯৮.৭	১.৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	৯২.৯	৭.১	৯২.৩	৭.৭	৯২.০	৮.০	১০০.০	০.০
মোট	**৯৬.১**	**৩.৯**	**৯৬.২**	**৩.৮**	**৯৩.৫**	**৬.৫**	**৯৩.৮**	**৬.২**

৩.১১ **খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের কার্যক্রমে নারী এবং পুরুষ সুবিধাভোগী নির্ণয়**

দক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কার্যকর সহায়তা প্রদান করে থাকে। জেন্ডার দৃষ্টিকোন থেকে কে সরকারী সুবিধা বেশী পেয়ে থাকে তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। জেন্ডার ভিত্তিক সঠিক তথ্য ও উপাত্তের অভাবে এ বিভাগের কর্মকান্ডে কারা বেশী উপকার পাচ্ছে তাও নির্ণয় করা কঠিন। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ ৪টি অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত চিহ্নিত করেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ সব কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে তা নিম্নের ৩.২ সারণির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

সারণি ৩.২
অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচি এবং নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব
১. **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণঃ** কর্মাভাব, খাদ্যাভাব ও দুর্যোগ জনিত কারণে দরিদ্র জনগণের খাদ্যপ্রাপ্তি সহজতর করতে ভি.জি.এফ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এসব বিবেচনায় এটিকে অগ্রাধিকার তালিকায় **১ম** স্থানে রাখা হয়েছে।	ভি.জি.এফ. কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারীদের লক্ষ্যভিত্তিক সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ভি.জি.এফ. কর্মসূচির আওতায় ২ লক্ষ দরিদ্র নারীকে খাদ্য সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে।
২. **দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় কর্মসংস্থানঃ** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দুর্যোগপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে কর্মাভাবকালে অতি দরিদ্র বিশেষত দরিদ্র ও দুঃস্হ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাকে অগ্রাধিকার তালিকার ২য় স্হানে রাখা হয়েছে।	কর্মাভাব কালে গ্রামাঞ্চলে অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি পায়। এ কর্মসূচি দরিদ্র নারীর জন্য লক্ষভিত্তিক ও নারী বান্ধব। অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী এ কর্মসূচিতে ৩০% নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে। এছাড়া টি.আর., কা.বি.খা. ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছর পল্লী অঞ্চলের প্রায় ৩ লক্ষ নারীকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের আয় বৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৩. **বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণঃ** দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে আশ্রয় কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং এর রক্ষণাবেক্ষণকে তৃতীয় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	আশ্রয় কেন্দ্র দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। ভয়াবহ দুর্যোগের সময় নারী ও শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্ধার করে সরিয়ে নেয়া হয়। এছাড়া টিআর, কাবিখা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছরে পল্লী অঞ্চলের প্রায় ৩ লক্ষ নারীকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের আয় বৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৪. **অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী যানবাহন এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণঃ** দুর্যোগ কবলিত মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গুরুত্ব বিবেচনায় উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এর সংরক্ষণকেও অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	দুর্যোগকালীন নারী ও শিশু সবচেয়ে বিপন্ন অবস্থায় থাকে বিধায় সরবরাহকৃত উদ্ধারকারী যন্ত্রপাতি নারী ও শিশুদের উদ্ধারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। এ সকল উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দুর্যোগ নীতিমালা অনুযায়ী দুর্যোগকালীন নারী ও শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তা বাড়ছে।

৩.১২ গ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের বরাদ্দ এবং ব্যয়ে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনঃ

এ অনুচ্ছেদে কতটুকু সরকারী বরাদ্দ এ সেক্টরে ব্যয় করা হয়েছে, কিভাবে এ বরাদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বমোট ব্যায়ের ৬৫.৮৩ শতাংশ (টাকা ৩,২৩৬.৩০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দের ৭৭.৮৩ শতাংশ (টাকা **৩,২৬৭.০১ কোটি**) নারীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

৩.১৩ সারণি ৩.৩ এ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬ টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে। সারণী ৯.৩ এ দেখা যায় যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দের ৭৭.৮৩ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৪৫.৮৩ শতাংশ মেয়ে এবং নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬ টি প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ থেকে প্রায় ৪৫.৫৩ শতাংশ নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

সারণি ৩.৩

সর্বোচ্চ বরাদ্দ সম্পন্ন ৬ টি প্রকল্পের বরাদ্দ(২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট)

প্রকল্পের নাম		প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
১.	গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	৯১.৪৩	৪০.০০	৩৬.৫৭
২.	কম্প্রিহেনসিভ ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম	৬০.৫০	৫০.০০	৩০.২৫
৩.	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেষ্ট্রোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি) ঃ ডিজাস্টার রিস্ক মিটিগেশন এন্ড রিডাকশন	২৮.০০	৫০.০০	১৪.০০
৪.	প্রকিউরমেন্ট অব ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ এন্ড রেসকিউ অপারেশন ফর আর্থ কোয়েক এন্ড আদার ডিজাস্টাস	১৮.০০	৫০.০০	৯.০০
৫.	বন্যা প্রবন ও নদী ভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	৬.২৩	৫০.০০	৩.১২
৬.	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেষ্ট্রোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি)ঃ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রেসপোন্স ফান্ড/ফ্যাসালিটি	০.৪২	৫০.০০	০.২১
	৬ টি প্রকল্পের মোট বাজেট বরাদ্দ	**২০৪.৫৮**	**৪৫.৫৩**	**৯৩.১৫**
	মন্ত্রণালয়ের মোট উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ	**২১৯.০৮**	**৪৫.৮৩**	**১০০.৪০**
	মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ	**৪,১৯৭.৮২**	**৭৭.৮৩**	**৩,২৬৭.০১**

তথ্যসূত্র: অর্থবিভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচনা

৪.১ মানব সম্পদ উন্নয়ন বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং গুণগত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি দারিদ্র্য বিমোচনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা খাতের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে এবং শিক্ষা খাতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাজস্ব খাত হতে সর্বাধিক বিনিয়োগে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। "সবার জন্য শিক্ষা" এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র অর্জনে শিক্ষা খাতে এই প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আবশ্যক। সরকারের "ভিশন ২০২১" বাস্তবায়নে এই মন্ত্রণালয় তার কার্যক্রমের মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

৪.২ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জনগণের জ্ঞানের ভিত্তি বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এটা প্রত্যাশিত যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি সত্যিকার জ্ঞান নির্ভর ক্ষমতায়িত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকাই দারিদ্র্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। শিক্ষা আয় দারিদ্র্যথেকে উত্তরণের একটি হাতিয়ার। বাংলাদেশের সরকার শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বিনিয়োগ করছে। বাজেটের মোট শতকরা ব্যয়ের ১৫ ভাগ এ সেক্টরে ব্যয় করা হচ্ছে, যা জিডিপি'র শতকরা ২.১ ভাগ।

৪.৩ শিক্ষার মাধ্যমে নারীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্যতা ও বঞ্চনা দূরকরণের জন্য সরকার শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। সে সাথে বিগত কয়েক বছরে সরকার ছাত্রী ও নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য নারী বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলসমূহে ছাত্রী অনুপ্রবেশ এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাপক উন্নতি অর্জন করেছে। শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি, নারী এর সুযোগ কাজে লাগিয়ে ঐতিহ্যগত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে তার জীবনকে পাল্টে দিতে সমর্থ হবে। শিক্ষা শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। পরিবারের আকার নির্ধারণে নারী শিক্ষা ভূমিকা রাখে। নারী যত বেশী বছর শিক্ষা গ্রহণ করে, তত কম শিশু গ্রহণে উৎসাহিত বোধ করে।

৪.৪ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য হলো- ছাত্রী ও নারীদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন। এক্ষেত্রে কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

- মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন;
- মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ;
- মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ এবং কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং উচ্চ ও পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
- দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষা সমাপনের হার উন্নয়ন;

- কিশোর, যুবক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার এবং ৬ষ্ঠ, সপ্তম শ্রেণীর সমপর্যায়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ের গ্রেডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্প খাতের সাথে সম্পর্কিত কার্যকর বাজার ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ডিগ্রীধারীদের চাকুরী প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি;
- পেশাগত ডিগ্রী কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি করে মানবিক/সামাজিক অনুষদের সাথে সাধারণ বিজ্ঞান, ফলিত এবং কারিগরি ও ব্যবসা শিক্ষায় অধিকতর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা;
- মেধা বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা শক্তিশালী করা;
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ;

২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নারী বান্ধব নীতিমালা ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ

৪.৫ সরকার সম্প্রতি খসড়া শিক্ষা নীতি-২০০৯ ঘোষণা করেছে। প্রফেসর কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে আধুনিক শিক্ষা নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি ০৮ এপ্রিল ২০০৯ গঠিত হয়েছে। উক্ত নীতির গুরুতপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলোঃ

- মাদ্রাসা শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষায় একীভূত করা;
- প্রাথমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে বাংলা, ইংরেজী, গণিত, বাংলাদেশ বিষয়াবলি, সামাজিক পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তন এবং তথ্য-প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা হবে;
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজনীয় বইসমৃদ্ধ লাইব্রেরী থাকবে;
- দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অধিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোনরূপ শারীরিক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা না রাখা;
- আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা;
- প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান;
- শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রমিতকরণ;
- শিক্ষকদের জন্য অধিক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ নির্ভর পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৪.৬ উক্ত শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা, যা প্রস্তাবিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- নারীর মধ্যে সচেতনতা ও আস্থা সৃষ্টি করা এবং নারীকে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয় সচেতন করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি;
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;

- নারীকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থান ও বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্তকরণ;
- যৌতুক প্রথা সমূলে উৎপাটন, নারী নির্যাতন বন্ধ ও সমঅধিকার নিশ্চিকরণে নারীর মধ্যে আস্থা সৃষ্টি;

৪.৭ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধির দ্বারা শিক্ষা খাতে ধনাত্মক উন্নয়ন প্রবাহ লক্ষ্যণীয়। গ্রামাঞ্চলে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান ও বেতন অবৈতনিক করার কারণে এ পার্থক্য কমানো সম্ভব হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ২৬.৩ মিলিয়ন ছাত্রীর মধ্যে ১৭৩৬৭.১ মিলিয়ন টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৪.৮ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রতিবছর ২৭.৫ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি এবং ৪.৮৩ লক্ষ (বেসরকারী) মহিলা শিক্ষককে এম.পি.ও. খাতে বেতন প্রদান করা হচ্ছে, যা সুবিধাভোগীদের পরিবারের দারিদ্র্যবিমোচনে সহায়তা করবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের অনুপ্রবেশ নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করবে, এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির অনুপাত দাঁড়াবে ৫০ঃ৫০।

৪.৯ সরকার মেয়ে ও নারী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মহিলাদের কারিগরি শিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য তিনটি মহিলা পলিটেকনিক ইন্স্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। নারীদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনও প্রক্রিয়াধীন। ক্রীড়া ক্ষেত্রে কিশোরী, যুবতীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারীর উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। নারীকে উৎসাহ প্রদান, নারীর অধিকার সম্বন্ধে ধারণা প্রদান এবং পরিবারে জন্য পুরুষের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা পদ্ধতিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪.১০ মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এস.ই.এস.ডি.পি.) সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সকল উপবৃত্তি কার্যক্রমে সুবিধাভোগীর পরিমাণ ও উপবৃত্তির হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন এবং প্রত্যয়ন সংস্থা (এন.টি.আর.সি.এ.) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা কাজ শুরু করেছে। এর উদ্দেশ্য হ'ল এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় সকল শিক্ষক যোগ্য শিক্ষক হিসেবে নিবন্ধিত ও প্রত্যায়িত হবে। একই রকম আরেকটি প্রতিষ্ঠান উক্ত শিক্ষকদের চাকুরীকালীন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবে। স্কুল নির্ভর মান যাচাই (এস.বি.এ.) এবং স্কুলের দক্ষতা নির্ভর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এস.পি.বি.এম.এস.) চালু করা হয়েছে।

৪.১১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত অগ্রাধিকার কর্মসূচি সনাক্ত করেছে, যা নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবেঃ

- বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, এর ফলে যোগ্য শিক্ষিকাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।
- অনগ্রসর এলাকায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে এ ধরণের দুর্গম গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের স্কুলে গমনের হার বৃদ্ধি পাবে, যা মৌলিক শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করবে।

- মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গরীব ছাত্রদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, এর মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে জেন্ডার ভারসাম্য নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে উচ্চ পর্যায়ে এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এ ধরণের কার্যক্রম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার ভারসাম্য রক্ষায় অর্জিত সাফল্য ধরে রাখতে সহায়তা করবে।
- বেসরকারী ও সরকারী বিদ্যালয়সমূহে আসন সংখ্যা, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানির সুবিধা এবং কমন রুমের সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে, এর ফলে মেয়েরা পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত হবে।
- সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ভৌগলিক ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ, এর ফলে সামগ্রিকভাবে নারীর উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ ঘটবে- কেননা বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীর সচলতা বাঁধাগ্রস্ত হয়।

৩. নারীর অগ্রগতি ও অধিকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪.১২ নারীর অগ্রগতি ও অধিকার বিষয়টি এ মন্ত্রণালয় কিভাবে এর কার্যক্রমের মাধ্যমে বিবেচনা করে তা অনুধাবনের জন্য আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি আলোকপাত করছিঃ

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ;

খ. সেবা প্রদান কার্যক্রমে নারী

গ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী ও পুরুষ সুবিধাভোগী;

গ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে বরাদ্দ এবং ব্যয়ে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন;

৪.১৩ **ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণঃ** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার মহিলা-পুরুষ শিক্ষক ও অন্যান্য নিয়োগে কর্মসংস্থান কাঠামো সারণি ৪.১ এ প্রদর্শন করা হয়েছে। নারী বান্ধব নীতি গ্রহণ করার কারণে শিক্ষা সেবায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও আশানুরুপ বাড়েনি। ২০১০ সালে শিক্ষা খাতে নিয়োজিত মোট কর্মকর্তার ২৫.৩% নারী, অবশিষ্ট ৭৪.৭% পুরুষ, যা গত বছরের তুলনায় সামান্য কম। কর্মচারিদের ক্ষেত্রে একই চিত্র বিদ্যমান।

৪.১৪ সচিবালয়ের কর্মকর্তা পর্যায়ে ১৭.৬% নারী, যা ২০০৯ সালে ১০.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে নারীর কর্মে অংশগ্রহণ অন্যান্য বিভাগের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী। মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষায় কর্মকর্তা পর্যায়ে শতভাগই পুরুষ কর্মকর্তা। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যমান সংস্থায় নারী কর্মকর্তার সংখ্যা ২০০৯ ও ২০১০ সালে নিতান্তই কম।

সারণি- ৪.১

দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক পুরুষ ও নারীদের কর্মসংস্থান কাঠামো

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
প্রশাসন								
সচিবালয়	৮২.৪	১৭.৬	৮৯.৪	১০.৬	৭৫.০	২৫.০	৯০.৪	৯.৬
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা								
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	৬৬.৬	৩৩.৪	৬৬.৬	৩৩.৪	৮৩.৯	১৬.১	৮৩.৯	১৬.১

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	৫৯.৮	৪০.২	৬০.১	৩৯.৯	৮৭.৫	১২.৫	৮৭.২	১২.৮
সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ	৪৯.৫	৫০.৫	৫১.৮	৪৮.২	৬৮.২	৩১.৮	৭০.৩	২৯.৭
সরকারী মহাবিদ্যালয়সমূহ	৭২.৯	২৭.১	৭৫.৪	২৪.৬	৮৫.৫	১৪.৫	৮৫.৫	১৪.৫
সরকারী মাদ্রাসাসমূহ	১০০.০	০.০	১০০.০	০.০	৮৬.১	১৩.৯	৮৬.১	১৩.৯
বাণিজ্যক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৭৩.৭	২৬.৩	৭৩.৭	২৬.৩	৯২.৩	৭.৭	৯২.৩	৭.৭
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	৭৪.৩	২৫.৭	৭০.২	২৯.৮	৭১.১	২৮.৯	৭০.২	২৯.৮
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	৬৯.৮	৩০.২	৬৯.৮	৩০.২	৮৫.১	১৪.৯	৮৫.১	১৪.৯
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউট	৭০.৮	২৯.২	৭০.৮	২৯.২	৯৩.৮	৬.৩	৯৩.৮	৬.৩
কারিগরি শিক্ষা								
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	১০০.০	০.০	১০০.০	০.০	৭৮.৬	২১.৪	৮০.৩	১৯.৭
কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	৬৯.২	৩০.৮	৬৯.২	৩০.৮	৮৮.২	১১.৮	৮৮.২	১১.৮
পলিটেকনিক ইন্স্টিটিউট	৯২.০	৮.০	৯২.৫	৭.৫	৯২.৯	৭.১	৯৩.১	৬.৯
কারিগরি স্কুল ও কলেজ	১০০.০	০.০	১০০.০	০.০	৯৬.০	৪.০	৯৫.৯	৪.১
অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৮.১	৬১.৯	৮১.১	১৮.৯	৮৯.৯	১০.১	৮৮.২	১১.৮
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা								
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	৮৫.৬	১৪.৪	৮৫.১	১৪.৯	৯১.৬	৮.৪	৯১.২	৮.৮
অন্যান্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান								
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	৯৭.২	২.৮	৯৭.২	২.৮	৯৪.৮	৫.২	৯৪.৮	৫.২
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	৯৭.১	২.৯	৯৭.১	২.৯	৮৭.৩	১২.৭	৮৭.৯	১২.১
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)	৭১.৯	২৮.১	৬৭.৬	৩২.৪	৮৮.১	১১.৯	৮৬.৯	১৩.১
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	৮২.৬	১৭.৪	৮৭.০	১৩.০	৮৮.৬	১১.৪	৮৯.১	১০.৯
মোট	**৭৪.৭**	**২৫.৩**	**৭২.০**	**২৮.০**	**৭৪.৩**	**২৫.৭**	**৭১.৬**	**২৮.৪**

৪.১৫ **খ. সেবা প্রদান কার্যক্রমে নারী** ঃ সারণি ৪.২ এ বিভিন্ন স্তরে সেবা প্রদানে নারীর ভূমিকা বর্ণনায় নারী ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মোট শিক্ষকের ৮০ শতাংশ পুরুষ এবং ২০ শতাংশ মহিলা। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ৯১ শতাংশের বেশী পুরুষ শিক্ষক রয়েছে অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী হিসাবে সার্বিকভাবে পুরুষের আধিপত্য আজও বিদ্যমান।

সারণি ৪.২

শিক্ষাস্তর অনুযায়ী পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক (২০০৮)

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও ধরণ	পুরুষ		মহিলা	
	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার	শিক্ষকের সংখ্যা	শতকরা হার
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮,৬২৫	৭৫.৭	৫,৯৮৩	২৪.৩
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১,৩৭,৭২৯	৭৮.৫	৩৭,৬১৩	২১.৫
স্কুল ও কলেজ (স্কুল পর্যায়)	৬,৩৫৪	৬৬.৬	৩,১৯২	৩৩.৪
মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা	**১,৬২,৭০৮**	**৭৭.৭**	**৪৬,৭৮৮**	**২২.৩**
স্কুল ও কলেজ (কলেজ পর্যায়)	৮,০৯০	৭৪.৪	২,৭৮৪	২৫.৬
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬,৯০৬	৮০.৪	৪,১২৬	১৯.৬

	পুরুষ		মহিলা	
স্নাতক (পাশ) মহাবিদ্যালয়	৩৫,২৮৮	৮১.৮	৭,৮৩২	১৮.২
স্নাতক (অনার্স) মহাবিদ্যালয়	৪,১৯০	৭৫.৪	১,৩৬৮	২৪.৬
মাস্টার্স কলেজ	৪,৯৬৮	৬৯.৭	২,১৬৩	৩০.৩
উচ মাধ্যমিক ও তদুর্ধ পর্যায়	**৬৯,৪৪২**	**৭৯.২**	**১৮,২৭৩**	**২০.৮**
দাখিল	৫৮,২০৭	৮৯.৯	৬,৫০৮	১০.১
আলিম	১৮,১৪২	৯১.৩	১,৭২১	৮.৭
ফাজিল	১৫,৬৩০	৯৩.৫	১,০৮৫	৬.৫
কামিল	৪,০৩০	৯৪.৮	২২২	৫.২
মাদ্রাসা শিক্ষা	**৯৬,০০৯**	**৯১.০**	**৯,৫৩৬**	**৯.০**
পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউট	২,২৪৮	৮০.০	৫৬১	২০.০
কারিগরি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়	১,১৭০	৮৬.৪	১৮৪	১৩.৬
বাণিজ্যিক কলেজ	৯১	৭৮.৪	২৫	২১.৬
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্‌স্টিটিউট	১৩	৮৬.৭	২	১৩.৩
গ্রাফিক্স আর্টস ইন্‌স্টিটিউট	৮	৭২.৭	৩	২৭.৩
সার্ভে ইন্‌স্টিটিউট	১৪	৯৩.৩	১	৬.৭
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬৪৭	৮২.১	১৪১	১৭.৯
টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউট	২৪২	৮৫.৫	৪১	১৪.৫
টেক্সটাইল ভোকেশনাল	২৮৩	৭৯.৫	৭৩	২০.৫
কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট	৬৮০	৮০.৩	১৬৭	১৯.৭
মেরিন টেকনোলজি	৪৬	৯২.০	৪	৮.০
এসএসসি ভোকেশনাল (উন্মুক্ত)	১,৬৪৯	৮০.৯	৩৮৯	১৯.১
এসএসসি ভোকেশনাল (একীভূত)	৩,৯৭৩	৭৬.৩	১,২৩৬	২৩.৭
এইচএসসি ভোকেশনাল /ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (উন্মুক্ত)	৩,৬৫৩	৮৩.১	৭৪৫	১৬.৯
এইচএসসি ভোকেশনাল /ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (একীভূত)	১,৮০৮	৭৪.৯	৬০৬	২৫.১
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	**১৬,৫২৫**	**৭৯.৮**	**৪,১৭৮**	**২০.২**

সূত্রঃ ব্যানবেইস

৪.১৬ **গ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীঃ** শিক্ষা প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের জন্য আমরা ৩টি চলকের উপর আলোকপাত করেছি। যেমন-শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ভর্তির হার, সমাপ্তির হার এবং ঝরে পড়ার হার।

৪.১৭ সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এবং উক্ত পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির হার অনুযায়ী শিক্ষা খাতে জেন্ডার ভারসাম্য কিছুটা অর্জিত হয়েছে। সারণি ৪.৩ এ পরিস্কার বুঝা যায় যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভর্তির হার অধিক। ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৪.১৮ উচ্চতর পর্যায়ে স্নাতক, স্নাতক (পাশ), অনার্স এবং মাস্টার্স পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির হার ছাত্রদের তুলনায় কম। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার ছাত্রদের তুলনায় অনেক কম। কারিগরি শিক্ষায় নারী ভর্তির হার কম হওয়ার কারণে নারীরা এ ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন সক্ষম হচ্ছে না।

সারণি ৪.৩

বিভিন্ন শিক্ষা স্তরে ভর্তি সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্রী ও নারী

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও ধরণ	ছাত্র		ছাত্রী	
	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১,৯২,০৯৮	৩৮.৮	৩,০৩,৬৩৭	৬১.২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭,৭৯,১৭৭	৪৬.৯	৩১,৫০,৮৫৭	৫৩.১
স্কুল ও কলেজ (স্কুল পর্যায়)	১,৮৭,০১৬	৪৭.৫	২,০৬,৯৬৩	৫২.৫
মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা	**৩১,৫৮,২৯১**	**৪৬.৩**	**৩৬,৬১,৪৫৭**	**৫৩.৭**
স্কুল ও কলেজ (কলেজ পর্যায়)	৬৭,৭১৬	৪৮.৪	৭২,০৭৯	৫১.৬
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১,০৩,৭৫৯	৪৯.৪	১,০৬,২৬৭	৫০.৬
স্নাতক (পাশ) মহাবিদ্যালয়	৩,৯১,৮১৫	৫৪.৭	৩,২৩,৮৯৭	৪৫.৩
স্নাতক (অনার্স) মহাবিদ্যালয়	১,৩৩,৮৮৪	৫৮.৩	৯৫,৬৩৩	৪১.৭
মাস্টার্স কলেজ	৩,৩৭,৬৪৯	৬০.২	২,২২,৯৩৪	৩৯.৮
উচ মাধ্যমিক ও তদুর্ধ পর্যায়	**১০,৩৪,৮২৩**	**৫৫.৮**	**৮,২০,৮১০**	**৪৪.২**
দাখিল	৪,৬৫,৫৩৯	৪২.০	৬,৪৩,১২৩	৫৮.০
আলিম	১,৬৭,৪৩১	৪৯.১	১,৭৩,৮৪৪	৫০.৯
ফাজিল	১,৯৩,২৩৪	৫৮.৭	১,৩৬,০৯৭	৪১.৩
কামিল	৯১,৪২৭	৭৮.২	২৫,৪১৬	২১.৮
মাদ্রাসা শিক্ষা	**৯,১৭,৬৩১**	**৪৮.৪**	**৯,৭৮,৪৮০**	**৫১.৬**
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	৭০,৫৬৪	৯২.৬	৫,৬৩৮	৭.৪
কারিগরি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়	২৭,৪৪৭	৮৬.৮	৪,১৭৭	১৩.২
বাণিজ্যিক কলেজ	৩,৭১৩	৭৭.১	১,১০২	২২.৯
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	৮২৬	৯৩.০	৬২	৭.০
গ্রাফিক্স আর্টস ইন্সটিটিউট	৪৮২	৮৮.৬	৬২	১১.৪
সার্ভে ইন্সটিটিউট	৬৮০	৯৫.২	৩৪	৪.৮
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫,১৩০	৭৬.৮	১,৫৪৬	২৩.২
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	৯,০২৭	৯৩.২	৬৫৬	৬.৮
টেক্সটাইল ভোকেশনাল	৪,৮৯৩	৮৭.৬	৬৯৫	১২.৪
কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	১৫,৯৭০	৭৯.৯	৪,০১৫	২০.১
মেরিন টেকনোলজি	৬৬৬	৯১.২	৬৪	৮.৮
এসএসসি ভোকেশনাল (উন্মুক্ত)	১৭,৬২৭	৯১.৮	১,৫৭৯	৮.২
এসএসসি ভোকেশনাল (একীভূত)	৮৯,৬২৩	৬১.৭	৫৫,৭৪৫	৩৮.৩
এইচএসসি ভোকেশনাল /ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (উন্মুক্ত)	৫৪,৯৪০	৯৫.৩	২,৭৩০	৪.৭
এইচএসসি ভোকেশনাল /ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (একীভূত)	৪৪,৬৯৩	৬০.৭	২৮,৯৮৯	৩৯.৩
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	**৩,৪৬,২৮১**	**৭৬.৪**	**১,০৭,০৯৪**	**২৩.৬**

সূত্রঃ ব্যানবেইস

৪.১৯ শিক্ষা সমাপন ও ঝরে পড়ার হার থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষার নিম্ন স্তরে মেয়েদের সমাপনের হার বেশী এবং ঝরে পড়ার হার কম। ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় যে, সার্বিকভাবে শিক্ষার সকল স্তরে ছেলেদের শিক্ষা সমাপনের হার ছাত্রীদের তুলনায় বেশী এবং ঝরে পড়ার হারে ছাত্রীদের হার ছাত্রদের তুলনায় বেশী। এ বৈষম্য নিরসনে আরো উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

সারণি ৪.৪
বিভিন্ন শিক্ষা স্তরে সমাপ্তকারী ছাত্রীর হার (২০০৮)

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও ধরণ	ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
	শতকরা হার	শতকরা হার	শতকরা হার
মাধ্যমিক স্তর (স্কুল)	৩৭.৫৫	৪১.৭১	৩৩.৮২
মাধ্যমিক স্তর (দাখিল)	৪২.৯৪	৫০.১১	৩৬.৩১
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (কলেজ)	৭৮.৭৯	৭৯.৩৩	৭৫.৬
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (আলিম)	৭৯.৯৬	৮৪.১৮	৭৩.৩৭

৪.২০ ২০১০-১১ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার খাতসমূহ নিম্নে ৪.৬ সারণিতে দেয়া হলো। মন্ত্রণালয় ৬টি অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করেছে। নিম্নের সারণীতে নিম্নোক্ত কর্মসূচীসমূহে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উন্নয়নের বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

সারণি ৪.৫
অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. **মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রোগ্রাম (এসইএসডিপি)ঃ** শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন স্টাডি পরিচালনা, বেইসলাইন ইন্ডিকেটর সার্ভে, কারিকুল্যাম ডেভেলপমেন্ট এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি রিফর্ম কার্যক্রম পরিচালনসহ অনগ্রসর এলাকায় নতুন বিদ্যালয় ও মডেল বিদ্যালয়, কলেজ এবং মাদ্রাসা স্থাপন করা। এছাড়া, নারী শিক্ষা প্রসারে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা। এসব কার্যক্রমে মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ খাতকে সর্বাধিক অগ্রধিকার দেয়া হয়েছে।	প্রত্যক্ষঃ ক) নতুন বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা স্থাপনের ফলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধি পারে। এতে আনুপাতিক হারে প্রায় ৫০ ভাগ ছাত্রী ভর্তি হবে, যা নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ প্রভ্যক্ষ প্রভাব ফেলবে। খ) ২৭.৫ লক্ষ ছাত্রী উপবৃত্তির আওতায় আসবে এর ফলে নারী শিক্ষার হার, নারীর উন্নয়ন, ঝড়ে পড়া হ্রাস করে নারীকে শ্রম বাজারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে প্রত্যক্ষ নারী উন্নয়ন প্রভাব ফেলবে। গ) মাধ্যমিক পর্যায়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে ৭৭১৯ জন (২০%) ভাগ নারী শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছে।
২. **বিদ্যমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়ণ এবং নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনঃ** দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে কর্মমূখী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীল মানব সম্পদে পরিণত করে বেকার সমস্যা দূর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ খাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	ক) বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৪১৭৮ জন (২০%) নারী শিক্ষিকা রয়েছে যা প্রত্যক্ষ নারী উন্নয়নে অবদান রাখবে। খ) বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ১,০৭,০৯৪ জন (২৩.৬২%) অধ্যয়নরত ছাত্রী কারিগরি শিক্ষা লাভ করছে, যা কারিগরি শিক্ষা নির্ভর শ্রম বাজারে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে নারীর প্রত্যক্ষ উন্নয়ন করবে। গ) কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং উচ্চ ও পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে নারীর যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদনশীল ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে নারীর সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। ফলে বিদ্যমান সংখ্যা থেকে প্রতি অর্থ বছরে ৫% করে ২০১৩ সাল নাগাদ আরো ২০% উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করবেন।

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
৩. **চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন টেকনোলজী/ট্রেডে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টিঃ** দেশের ও বিদেশের চাকুরী বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য প্রচলিত কারিকুলাম যুগোপযোগী করে ইমার্জিং ট্রেড/ টেকনোলজীতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। মাঠ পর্যায়ে আইসিটি (উপজেলা) ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের উদ্দেশ্যে এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	পরোক্ষভাবে বিভিন্ন টেকনোলজি ও ট্রেডে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সৃষ্টি হলে আনুপাতিক হারে প্রায় ৫০ ভাগ ছাত্রী এর সুবিধা পাবে। এর ফলে দেশের ও বিদেশের চাকুরী বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরী হলে দেশে ও বিদেশের চাকারী বাজারে নারীদের অনুপ্রবেশ ঘটবে। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীকে সম্পৃক্ত করে নারীর প্রত্যক্ষ উন্নয়ন ঘটবে।
৪. **সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত সুবিধার উন্নয়নঃ** বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের(স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা) নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার, অনগ্রসর এলাকায় নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। তবে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত সুবিধার **উন্নয়নের মাধ্যমে** বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের(স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা) নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার, অনগ্রসর এলাকায় নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হলে ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধি পাবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী শিক্ষিকা/কর্মচারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
৫. **মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানঃ** ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস করাসহ জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	২.৭৫ মিলিয়ন ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শতভাগ নারী উন্নয়ন, নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি ঝড়ে পড়া হ্রাস করা ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের মাধ্যমে শতভাগ নারী উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।
৬. **বিদ্যমান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ/ নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং কার্যক্রম জোরদারকরণঃ** সাধারণ শিক্ষার তুলনায় পেশাগত শিক্ষায় অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষা প্রদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীল জনশক্তি তৈরী এবং বেকার সমস্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	নির্মাণাধীন ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি স্থাপিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আনুপাতিক হারে ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধি পাবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে প্রযুক্তিগত চাকুরী বাজারে নারীর শতভাগ অনুপ্রবেশ ঘটবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

৪.২১ ঘ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরকারি বরাদ্দ ও ব্যয়ে জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজনঃ

এ অনুচ্ছেদে কতটুকু সরকারি বরাদ্দ এ সেক্টরে ব্যয় করা হয়েছে, কিভাবে এ বরাদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বমোট ব্যায়ের ১৮.২৯ শতাংশ (টাকা ১,৬৪০.৯০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দের ২৩.২৯ শতাংশ (টাকা ২,৩০২.৪১ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে ।

৪.২২ সারণি ৪.৮ এ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে। সারণি ৪.৮ এ দেখা যায় যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট বরাদ্দের ২৩.২৯ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫০.৭৬ শতাংশ মেয়ে এবং নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে । সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ থেকে প্রায় ৫৬.৯৫ শতাংশ নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে ।

টেবিল ৪.৬

২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
১. সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট	৩১৬.০২	১০০.০০	৩১৬.০২
২. সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড একসেস ইনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট	২৮৮.২৮	৪০.০০	১১৫.৩১
৩. স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৪০.২৩	৩০.০০	৪২.০৭
৪. টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট	১৩০.০০	৫০.০০	৬৫.০০
৫. মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্প	১২০.০০	৫০.০০	৬০.০০
৬. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান (৪র্থ পর্যায়)	৭২.৯৯	১০০.০০	৭২.৯৯
৭. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার গুণগত মান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আমব্রেলা প্রকল্প ১ম পর্যায়	৬৫.০০	২৫.০০	১৬.২৫
৮. হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি ইনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট	৬৫.০০	২৫.০০	১৬.২৫
৯. টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (টিভিইটি) রিফর্ম ইন বাংলাদেশ	৫০.০০	৪৫.০০	২২.৫০
১০. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন	৫০.০০	২৫.০০	১২.৫০
মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ১০টি প্রকল্পের বরাদ্দঃ	**১,২৯৭.৫২**	**৫৬.৯৫**	**৭৩৮.৮৯**
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট উন্নয়ন বাজেট (এডিপি)ঃ	**১,৬৮৫.৬৫**	**৫০.৭৬**	**৮৫৫.৫৫**
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)ঃ	**৯,৮৮৫.৩২**	**২৩.২৯**	**২,৩০২.৪১**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

পঞ্চম অধ্যায়

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সূচনাঃ

৫.১ পরিবেশ এবং মানব জীবন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্যের উপর জীবজগতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল অথচ মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে বৈশ্বিক পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণকারী যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নির্বিচারে বৃক্ষরাজি নিধন বৈশ্বিক পরিবেশ বিপর্যয় তথা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে বাংলাদেশ মুক্ত নয়। এর প্রভাব ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পড়তে শুরু করেছে এবং বসবাসরত উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এ প্রেক্ষিতে, সরকার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশগত বিভিন্ন ইস্যুর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে।

৫.২ দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড়করণের প্রেক্ষিতে সরকার পরিবেশ এবং উন্নয়ন সহায়ক সমন্বিত নীতি গ্রহণের প্রচেষ্টা নিয়েছে। উল্লেখ্য, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য-৭ অনুযায়ী একটি টেকসই পরিবেশ অর্জনের পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ অতিক্রম করা সহজ নয়। কেননা পরিবেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রই যথাঃ পানি এবং বায়ু, ভূমি এবং অ্যাকুয়াটিক ইকো সিস্টেম, চাষাবাদ, শহরায়ন ইত্যাদি ঝুঁকির সম্মুখীন। এছাড়া, দূর্বল পরিবেশ ব্যবস্থাপনাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুধু পরিবেশ এবং ইকো সিস্টেমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়না বরং এটি সার্বিকভাবে দারিদ্রের মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।

৫.৩ বাংলাদেশে মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগের মাত্রা ও সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। মানবসৃষ্ট কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যার ফলে ইকো সিস্টেমের উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে তার মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলোর উল্লেখ্যযোগ্য ঃ

- রাসায়নিক সার ও কীট নাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকার গুনাগুন নষ্ট হয়ে যাওয়া
- ভূমির অপরিকল্পিত এবং অতি ব্যবহার
- কৃষি এবং বাসস্থানের প্রয়োজনে বনভূমির পরিমাণ সংকোচন
- অপরিশোধিত বর্জ্য নির্গমনের ফলে পানি দূষণ
- আর্সেনিকের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ
- ভারত কর্তৃক উজান থেকে পানি প্রত্যাহার
- যানবাহনের গ্যাস নিঃস্বরণের মাধ্যমে বায়ু দূষণ
- জলাশয় এবং প্রাকৃতিক অন্যান্য প্রতিবেশের অত্যধিক ব্যাহারের ফলে জীব বৈচিত্র্য্য বিনষ্টকরণ

৫.৪ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ পরিবেশ ও বন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মত ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি অর্জনের আবশ্যকতা রয়েছে। বর্তমান সরকারের

নির্বাচনী ইস্তেহারে পরিবেশ দূষণ এবং এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলাসহ পানি সম্পদকে রক্ষার জন্য ‘‘রূপকল্প-২০২১’’ এর আলোকে সমন্বিত পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করেছে।

৫.৫ সুষ্ঠু বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাহ্যিক পরিবেশ রক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য এবং টেকসই ভূমিভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১৪ শতাংশ বনভূমি। ১৯৭৪ সাল থেকে বনভূমিকে কৃষি জমিতে দ্রুত রূপান্তর এবং শহরায়ন ইত্যাদির কারণে বনভূমির পরিমাণ কমে এসেছে। মোট বনভূমির প্রায় অর্ধেকই ম্যানগ্রোভ বন। কাঠ, জ্বালানী কাঠ, গোলপাতা, বাঁশ, মধু, মোম, বেত ইত্যাদি ম্যানগ্রোভ বন থেকেই আহরিত হয়ে থাকে। পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা এবং বনজ সম্পদের স্বয়ংসম্পূর্নতার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

২. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নমুখী নীতি এবং প্রধান কার্যাবলি

৫.৬ পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জাতীয় পরিবেশ নীতি ও বাস্তবায়ন কর্মসূচি ১৯৯২ প্রণয়ন করেছে। পরিবেশগত সমস্যা সামনে রেখে সরকার নিম্নবর্ণিত নীতি গ্রহণ করেছে ঃ

- জাতীয় ভূমি নীতি ২০০১
- জাতীয় পানি নীতি
- ইটভাটায় চিমনীর ধোঁয়া নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ, শিল্প এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জীব বৈচিত্র্য্য সংরক্ষণ
- পরিবেশ সংরক্ষণে এনজিওদের সম্পৃক্তকরণ

৫.৭ বর্তমান জাতীয় বন নীতির আওতাভুক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি ঃ

- ২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ভূমি বনায়নের আওতায় আনা
- বিদ্যমান বনভূমির উন্নয়নের মাধ্যমে পশু-পাখিদের আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা
- ভূমি ও পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি খাতে উন্নয়ন সাধন করা
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, চুক্তি ও আইনী বাধ্যবাধকতাসমূহ যথাযথ অনুসরণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং মেরুকরণ ইত্যাদি সমস্যার মোকাবেলা করা
- স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে বনসম্পদের অবৈধ দখলদার, বৃক্ষনিধন ও বন্য প্রাণীর শিকার রোধ করা

৫.৮ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিবেশ সমস্যার ফলে বাংলাদেশও নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এ জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পূর্ববর্তী নীতিসমূহ সংশোধন ও সময়োপযোগীকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

৫.৯ পরিবেশ ও বনের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে ঃ

- গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষনিধন রোধ এবং কৃষি ব্যবসায় মহিলাদের অংশগ্রহণে সরকার কর্তৃক উৎসাহিত করা
- বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সহায়তা যথা- সার, ঋণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, তথ্য, সামাজিক বনভূমির মালিকানা এবং এর লভ্যাংশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করা
- বিভিন্ন কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম যথা প্রশিক্ষণ, র‌্যালী এবং কর্মশালাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা
- মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ সরবরাহ করা

৫.১০ পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে মহিলাদেরও ভূমিকা রয়েছে এবং মহিলারা এই দূষণের অন্যতম শিকারও বটে। গৃহস্থালী উচ্ছিষ্ট যত্রতত্র ফেলার মাধ্যমে পরিবেশের দূষণ ঘটে। রান্নার প্রয়োজনে মহিলারা কাঠ ব্যবহার করে, এর ফলে সাধারণ বৃক্ষ সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার হয়। গ্রাম এলাকায় মহিলারা সাধারণ জলাশয় থেকে সম্পদ আহরণ করে এবং এক্ষেত্রে তারা সম্পদের অতিরিক্ত আহরণ করে। অন্যদিকে সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড় করণের ফলে দরিদ্র মহিলারা আরো বিপন্ন হয়ে পড়ে। এতে করে তাদের জীবন যাত্রা দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

৫.১১ মহিলারা খাদ্য, জ্বালানী এবং হস্তশিল্পের জন্য বনজ সম্পদের ব্যবহার করে। গ্রামীণ বাংলাদেশে গৃহাস্থলীর জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী সংগ্রহ মহিলারাই করে। বন-জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ এবং গবাদি পশুর গোবর সংগ্রহের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা পরিবারের জ্বালানী চাহিদা মেটায়। ১৯৯২-৯৩ সালে অসংগঠিত খাতের ২৬ শতাংশ জ্বালানীর উৎস ছিল গবাদি পশুর গোবর (বি.বি.এস. ১৯৯৫), বসতবাটি সংলগ্ন বৃক্ষায়নে মহিলাদের মূখ্য ভূমিকা থাকে। জ্বালানী কাঠ এবং গোবর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট গৃহ অভ্যন্তরীন বায়ু দূষণের ফলে মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

৫.১২ নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকার মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

- **জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি এবং কৃষি মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ফলে সমাজের অন্যতম দুর্বল অংশ হিসেবে মহিলারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশী। এ জন্য মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- **প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের উন্নয়ন ও সংরক্ষণঃ** বিদ্যমান জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় শতকরা ৫০ ভাগ স্থানীয় হতদরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এছাড়ও, স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি সমূহে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। এর ফলে দরিদ্র মহিলাদের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং মহিলাদের সামাজিক সচেতনতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।
- **বিদ্যমান বনজ সম্পদ সংরক্ষণ এবং নতুন বনভূমি সৃজনঃ** সামাজিক বনায়ন এবং বসতবাড়িতে চারা রোপন কাজে সম্পৃক্ত মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে। এছাড়া, বীজ বিতরণ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে এবং এর ফলে তারা সরাসরি আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হবার সুযোগ পাবে।

- **সাধারণ সম্পত্তি ও বন সম্পদ সৃজনে জনগণের অংশগ্রহণ** ঃ বন সৃজন এবং এর টেকসই আহরণে এ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত এ কর্মসূচির আওতায় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে এবং বৃক্ষরোপন মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। মহিলারা উপকারভোগী সদস্য হিসেবে লাভের অংশীদার হবে।

৩. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীদের অবস্থানঃ

৫.১৩ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে নারীদের অগ্রগতি ও অধিকার মূল্যায়ন বিষয়ে নিম্নোক্ত ৩টি দিক বিবেচনা করা যেতে পারে

ক. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ

খ. উপকারভোগীদের ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষ অনুপাত

গ. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সরকারি বরাদ্দ ও ব্যয়ে জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজন

৫.১৪ **ক. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণঃ** সারণি ৫.১ এ মন্ত্রণালয় ও অধিনস্ত বিভিন্ন দপ্তর ও পরিদপ্তরে কর্মরত মহিলা ও পুরুষের অনুপাত প্রদর্শন করা হয়েছে। পরিবেশ ও বন উপখাতের কার্যক্রমে মহিলাদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও তা পর্যাপ্ত নয়। ২০১০ সালের তথ্য পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্ত বিভিন্ন দপ্তর ও পরিদপ্তরে কর্মরত মোট কর্মকর্তাদের মাত্র ৬ শতাংশ মহিলা এবং অবশিষ্ট ৯৪ শতাংশ পুরুষ। যদিও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এর অনুপাত সামান্য বেড়েছে।

৫.১৫ এ মন্ত্রণালয়ে ২০১০ সালে সচিবালয় অংশে কর্মরত কর্মকর্তা পর্যায়ের মধ্যে ১৪ শতাংশ মহিলা যা ২০০৯ সালে ছিল ২৩.৫ শতাংশ। বনসম্পদ উপখাতে সকল দপ্তরের মধ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়ামে মহিলাদের সংখ্যা অন্যান্য দপ্তরের তুলনায় বেশী (৪১.৭%)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন।

সারণি ৫.১

মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষের কাঠামো নিম্নরূপঃ

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
প্রশাসন								
সচিবালয়	৮৬.০	১৪.০	৭৬.৫	২৩.৫	১০০.০	০.০	১০০.০	০.০
বন								
বন অধিদপ্তর	৮০.০	২০.০	৮০.০	২০.০	৮৬.৪	১৩.৬	৮৫.৩	১৪.৭
আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	৯৮.৭	১.৩	৯৫.৪	৪.৬	৯৮.৮	১.২	৯৮.৮	১.২
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট	৮৩.১	১৬.৯	৮৩.১	১৬.৯	৯৫.২	৪.৮	৯৫.৪	৪.৬
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম	৫৮.৩	৪১.৭	৫৭.১	৪২.৯	৮৭.৫	১২.৫	৮৭.৫	১২.৫
পরিবেশ								
পরিবেশ অধিদপ্তর	৯৪.৩	৫.৭	৯৩.৯	৬.১	৮৬.৯	১৩.১	৮৭.৩	১২.৭
মোট	**৯৪.০**	**৬.০**	**৮৮.৬**	**১১.৪**	**৯৮.২**	**১.৮**	**৯৮.২**	**১.৮**

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ

৫.১৬ **খ. উপকারভোগীদের নারী পুরুষ অনুপাত ঃ** পরিবেশ ও বন খাতে সরকার বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে থাকে। নিম্নের ৫টি খাতকে সর্বোচ্চ প্রাধিকার ব্যয় খাত হিসেবে চিহ্নিত ধরা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রাধিকার মূলক কার্যক্রমের বিবরণ সারণি ৫.২ এ দেওয়া হলো। টেবিল থেকে বোঝা যাবে এর সহায়তা থেকে মহিলারা কতটুকু উপকৃত হবে।

সারণি ৫.২

মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার খাত/ কর্মসূচি

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচি	নারী উন্নয়নের ওপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. **জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলাঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ হুমকি মোকাবেলা, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জনসচেতনতা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণার্থে এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় ০৮ টি টি.ভি. স্পট নির্মাণ ও প্রচারের জন্য ৫১২ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, যা তাদের কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধক কার্যক্রমে নিয়োজিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করবে। জৈব বর্জ্য হতে কার্বন/মিথেন নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যে অনুমোদিত একটি প্রকল্পে সিডিএম (CDM) কার্যক্রম বাস্তবায়নেও নারীদের সম্পৃক্ত করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি ও কৃষির উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে যার ফলে নারীরা সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগের স্বীকার হবে। অভিযোজনমূলক কার্যক্রম সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নারীদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। পরোক্ষভাবে ঔষধ শিল্পে গৃহীত প্রকল্পসমূহ নারীদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।
২. **উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের জীব-বৈচিত্র্যের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবিকার কারণে জীববৈচিত্র বিনষ্ট হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য জীববৈচিত্রর সংরক্ষণ প্রয়োজন। সংরক্ষিত বনাঞ্চল বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা, বিদ্যমান প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ রক্ষা, পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়ন, বন ও বন্য প্রাণীর জরিপ ও তথ্য সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ এবং ইকো-ট্যুরিজম, খাদ্য শৃংখলের (Food Chain) ভারসাম্য রক্ষা, বিভিন্ন জীবকূলের মধ্যে সমতা এবং বিকল্প জীবিকা সৃষ্টির মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় এবং সংকটাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির উপর আহরণ চাপ কমানো এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন বিধায় এই খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	ইন্টগ্রেটেড প্রটেকটেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ১৯টি প্রটেকটেট এরিয়াতে অংশগ্রহণমূলক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে ৫০% হতদরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলার অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটিসমূহে ন্যূনতম ৩০% নারী প্রতিনিধিত্ব রাখায় দরিদ্র মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করবে ও পরোক্ষভাবে নারীদের সামাজিক সচেতনতা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে।
৩. **দূষণ নিয়ন্ত্রন করা ঃ** পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ বাস্তবায়ন তথা দূষণ নিয়ন্ত্রণ, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উন্নয়নের জন্য	নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই । তবে পরিবেশ দুষণ বিশেষ করে বায়ু দুষণে প্রজনন স্বাস্থ্যসহ নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যহানী ঘটে। মোটরযানে নি:সরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণের ফলে এবং

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচি	নারী উন্নয়নের ওপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
বিশেষ ভূমিকা পালন করে বিধায় এ খাতকে যথাযথ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	ইটভাটায় নিঃসরণ কমানোর বায়ুদূষণ কমে যাবে, যা নারীর সাধারণ স্বাস্থ্যসহ প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
৪. **বিদ্যমান বন সংরক্ষণ করা ও নুতন নুতন বন সৃজন ঃ** ভূমির ক্ষয়রোধ, বনভূমির অবক্ষয় রোধ, নুতন জেগে উঠা চরভূমির স্থায়ীত্ব, ভূমির গুণগত মান বৃদ্ধি, পরিবর্তিত জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে জানমাল রক্ষা করা, উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের মধ্যে জীব-বৈচিত্রে'র উন্নয়ন সাধন, বনভূমির আয়তন ও আচ্ছাদন বৃদ্ধি করা, দারিদ্র্য বিমোচন করা এবং বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশে ভারসাম্য আনয়নকল্পে এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	২০১০-২০১১ আর্থিক সালে ১৭,০০০ হেক্টর ব্লক এবং ম্যানগ্রোভ, ৬১২৮ কি.মি. স্ট্রীপ বাগান সৃজনের মাধ্যমে ৩৬,৪৭,১০০ জনদিবসের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। উক্ত বনায়ন কার্যক্রমে প্রায় ৭০% পুরুষ এবং ৩০% মহিলার অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরী হবে। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার ফলে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবে। সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় চারা রোপণ ও বিতরণের ফলে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী সম্পদ ও সেবা লাভ, আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া পরোক্ষভাবে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে নারীর উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়ন হবে।
৫. **সরকারী সম্পদে জনগণের অংশগ্রহণ ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধি ঃ** টেকসই পদ্ধতিতে বনজ সম্পদ সৃষ্টি ও বনজ সম্পদ আহরণ করা, বৃক্ষরোপণে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, উপকারভোগী হিসাবে সম্পৃক্ত দরিদ্র জনগণের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ করার লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন সহ-ব্যবস্থাপনার (Co management) আওতায় গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে প্রায় ২৫% স্থানীয় হতদরিদ্র, নিঃস্ব নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখায় তাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। ফলশ্রুতিতে নারীদের ক্ষমতায়ন হবে। এ ব্যবস্থা সরকারি সম্পদে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করবে এবং নারীর ক্ষমতায়নে পরোক্ষ প্রভাব ফেলবে।

৫.১৭ গ. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সরকারি বরাদ্দ ও ব্যয়ে জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজনঃ

এ অনুচ্ছেদে কতটুকু সরকারি বরাদ্দ এ সেক্টরে ব্যয় করা হয়েছে, কিভাবে এ বরাদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বমোট ব্যায়ের ৩৫.৭২ শতাংশ (টাকা ৩০৪.৯০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দের ৪৪.২২ শতাংশ (টাকা ৫২৯.৯০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে ।

৫.১৮ সারণি ৫.৩ এ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে। সারণি ৫.৩ এ দেখা যায় যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট বরাদ্দের ৪৪.২২ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫৮.৩৯ শতাংশ মেয়ে এবং নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ থেকে প্রায় ৫৫.০০ শতাংশ নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

সারণি ৫.৩

সর্বোচ্চ বরাদ্দ সম্পন্ন ১০টি প্রকল্পের বরাদ্দ(২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট)

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
১. নির্মল বায়ু টেকসই পরিবেশ (ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অংশ)	৬০.১৪	৫০.০০	৩০.০৭
২. নির্মল বায়ূ ও টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ অধিদপ্তর)	২২.০০	৯০.০০	১৯.৮০
৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর	২০.০০	৩০.০০	৬.০০
৪. নির্মল বায়ু টেকসই পরিবেশ (ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড অংশ)	১৮.০৮	৫০.০০	৯.০৪
৫. কমিউনিটি বেইজড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ থ্রু কোস্টাল এ্যাফোরেস্টেশন ইন বাংলাদেশ	১১.৭৭	৩০.০০	৩.৫৩
৬. সাপোর্টিং ইমপিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজী এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি)	১০.০০	৫০.০০	৫.০০
৭. সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন	৯.৪২	৮০.০০	৭.৫৪
৮. চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়)	৮.২৪	৯০.০০	৭.৪২
৯. ফেজ আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দি ম্যানুফ্যাকচারার অব মিটারড ডোজ ইন হেলার (এমডিআই) ইন বাংলাদেশ	৬.১৫	১০.০০	০.৬২
১০. বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ইন্সটিটিউশনাল স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট	৪.৮৪	১০০.০০	৪.৮৪
১০টি প্রকল্পের মোট বাজেট বরাদ্দ	**১৭০.৬৪**	**৫৫.০০**	**৯৩.৮৫**
মন্ত্রণালয়ের মোট উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ	**২৪২.৫২**	**৫৮.৩৯**	**১৪১.৬১**
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ	**১,১৯৮.৪৬**	**৪৪.২২**	**৫২৯.৯০**

তথ্যসূত্র: অর্থবিভাগ

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সূচনাঃ

৬.১ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ খাতটি শ্রমঘন ও অতি স্বল্প বিনিয়োগে লাভজনক বিধায় দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে GDP তে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৩.৩ শতাংশ এবং প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ২.৭৩ শতাংশ। যদিও GDP তে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান সামান্য কিন্ত দৈনন্দিন আমিষের প্রয়োজনীয়তা পুরণে ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধিতে এ খাতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৬.২ এ খাতের অবকাঠামো, ঋণ সুবিধা প্রদান, গবেষণা ও গবেষণালব্দ জ্ঞান সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে সরকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। বিভিন্ন NGO ও এ খাতের উন্নয়নে খামারী/চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে এ খাতের উৎপাদন আশাব্যঞ্জকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানায় মাছের হ্যাচারী গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি দেশের বিদ্যমান গবাদি পশুর জাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে যেমন- কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র হাপন, গবাধি পশু প্রতিপালন ইউনিট হাপন, কৃত্রিম সিমেন উৎপাদন কার্যক্রম, এবং ফডার উৎপাদন। বর্তমান সরকার উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও প্রানি সম্পদে স্বয়ংসম্পন্নতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতির আমিষের চাহিদা পূরণে বদ্ধপরিকর।

৬.৩ এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্যে হলো মৎস্য প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্প্রসারন ও পূর্ণ সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যবসার সুযোগ উন্মুক্তকরণ এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস কল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বেসরকারী খাত এখানে প্রধান নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করবে, আর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান সহায়ক ভূমিকা রাখবে। প্রাণিসম্পদ উপখাতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ফলপ্রসু উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবলের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট এর গবেষণালব্দ ফলাফল জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের ব্যবহা নেবে এবং এ খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করবে। সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় প্রাণিসম্পদ নীতিমালা অনুমোদন করেছে। এই নীতিমালায় প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ডেইরী খামার উন্নয়ন ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি, পোল্ট্রি উন্নয়ন, প্রাণি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা উন্নয়ন, প্রাণি খাদ্য ও প্রাণি ব্যবহাপনা, ব্রীড উন্নয়ন, প্রাণি সম্পদজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ, এ খাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবহাপনা উন্নয়ন, ঋণ ও বীমার সুবিধা সৃষ্টি এবং গবেষণা ও গবেষণালব্দ ফলাফল সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া। এলক্ষে সরকার যে বিভিন্ন কার্যক্রমগুলো অর্জনের চেষ্টা করছে তা নিম্নরূপ-

- **ব্যয়ের সংগে সামজ্ঞস্যতা রেখে উন্নতমানের প্রানি খাদ্যের সরবরাহঃ** বাজারে বিভিন্ন ব্রান্ডের মান ও দামের প্রাণি খাদ্য রয়েছে। এ খাতের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সূলভমূল্যে মানসম্পন্ন পশু খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

- **সম্প্রাসারণ সহায়তা এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমঃ** গ্রাম পর্যায়ের নিবিড় পর্যবেক্ষণ, তত্বাবধান এবং পর্যায়ক্রমিক প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের কৌশল হিসেবে গবেষনা জোরদারকরণ, সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ সেবা বৃদ্ধিকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- **প্রাণিসম্পদ খাতে নারীদের কর্মসংহানের সুযোগ সৃষ্টিঃ** গৃহহালীয় খামার ব্যবহাপনার মাধ্যমে নারীদের কর্মসংহানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হবে। এ খাতে নতুন গবেষণা ও উন্নয়ন নারী উন্নয়নের পথকে সম্প্রসারণ করবে।

২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়ন সহায়ক নীতিমালা ও কার্যাবলি

৬.৪ বাংলাদেশের নারীরা ক্ষুদ্র আকারে মৎস্য চাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধামে মৎস্য খাতের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশেষতঃ বরিশাল এবং রাজশাহী জেলার নারীরা মৎস্য শিকারের সংগে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। মাছ থেকে শুটকি তৈরী, বহণ, বিপণন সম্প্রসারণ, স্থায়ী বাজারে অথবা সাপ্তাহিক বাজারে দোকানী ইত্যাদি বিভিন্নভাবে কার্যক্রমের সংগে নারীরা নীবিড়ভাবে জড়িত আছে। চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের অধিকাংশ চিংড়ি ও হিমায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী। প্রাচীনকাল থেকে মাছ ধরার জন্য জাল তৈরীতে এদেশের নারীরা প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং একইসংগে এটি অনেক পরিবারের আয়ের অন্যতম উৎস (F.A.O. ১৯৮০)। মাছ ধরার জাল তৈরী এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে নারীরা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পারিবারিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। N.G.O. ও সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় ভূমিহীন নারীরা লীজ নেয়া পুকুরে অথবা বাড়ীর আংগিনার বদ্ধজলাশয়ে এককভাবে ও যৌথ উদ্যেগে মৎস্য চাষের সংগে জড়িত।

৬.৫ বাংলাদেশের খামার ব্যবহাপনায় প্রাণিসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি খামারেই গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি গবাদিপশু প্রতিপালিত হয়। আর এ গবাদিপশুগুলো মূলতঃ চাষীদের অথবা খাবারীদের চাষাবাদের সুবিধার্থে প্রতিপালন করা হয়। এছাড়াও আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাগল ও হাঁস মুরগী প্রতিপালন করা হয়। সাধারণতঃ বাংলাদেশে নারীরা তাদের আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী প্রতিপালনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। নারীরা গবাদিপশু প্রতিপালন, গোয়ালঘর পরিস্কারকরণ, রাত্রিকালিন সময়ে গৃহপালিতপশুদের দেখাশুনা করা এবং স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। পুরুষরা সাধারণত গবাদিপশুদের মাঠে চড়ানোসহ ভারী কাজগুলো করে থাকে। যদিও নারীরা গবাদি পশু প্রতিপালনের কাজেই জড়িত তথাপিও গবাদিপশু ক্রয় বিক্রয়, গোবর সংগ্রহ ও তা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সার হিসেবে ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬.৬ চলতি বছরে মাছ, দুধ, মাংস (গরু, ছাগল এবং মুরগি) এবং ডিমের উৎপাদন বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদেও এ খাতে সম্পৃক্ত করা অত্যান্ত জরুরী কেননা, তারা এ কার্যক্রমগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল প্রতিপালন, মৎস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠাকরণ ও তার ব্যবহাপনা, ডেইরী ফার্ম, হাঁস-মুরগি এবং মৎস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসায় নারী উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে। আর এ সাফল্যের পেছনে অন্যতম কারণ হলো নারীর ক্ষমতায়ন ও তার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এখাতে সরকারের ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও মূলধন সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ। এ খাতকে আরও লাভজনক করার লক্ষ্যে সরকার আগত

বছরগুলোতে এ খাতে আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম ও মানবসম্পদ উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৬.৭ মৎস্য ব্যবহাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই জাতীয় মৎস্য নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। এ মৎস্য নীতিমালা গ্রহণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। মৎস্য নীতিমালায় আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় প্রাণিসম্পদ নীতিমালাটি ২০০৫ সালে গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতিমালার মূলত দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে-

- জনগণের প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রাণিজাত ও উপজাত পন্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে প্রাণিশক্তি ও প্রানিজ উচ্ছিষ্টের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে যা পূর্বের নীতিমালায় নেই। তাই নতুন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পূর্বে প্রণীত নীতিমালাসমূহের সংশোধনের ব্যবস্থ গ্রহণ করেছে।

৬.৮ এ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ও অন্যান্য দলিলপত্র অনুযায়ী নারী উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপঃ

- সরকার গ্রামীণ দরিদ্র নারীগোষ্ঠীর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান করবে। বিশেষতঃ কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে কেননা, এর মাধ্যমে তারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারবে;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে নারীদের সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ (যথা- প্রাণি খাদ্য, সার প্রাপ্তি, ঋণ প্রাপ্তি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি);
- প্রশিক্ষণ খামার র‌্যালি ও কর্মশালার মত বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও হাঁস-মুরগির খামার, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র আকারে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদান।

৬.৯ সরকার নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মৎস্য প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করেছে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীদের জন্য সুফল বয়ে আনবে-

১) **মৎস্য সম্পদে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** সমাজ ভিত্তিক অর্থাৎ এন.জি.ও.দের মাধ্যমে খাস জমি, খালবিল, নালা ও পুকুর লীজ নিয়ে দলগতভাবে মৎস্য নার্সারী গঠন করে মৎস্য সম্পদ ব্যবহাপনা এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারকাখানাসমূহে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় দশ লক্ষ নারীর আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২) **প্রাণিসম্পদে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিঃ** গবেষণা ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদি পশুর কৌলিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন এবং মৎস্য ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় পর্যায়ে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০১০-১১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় খামারীদের উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে (যার ৫০% নারী)। এ খাতে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন ঘটাবে।

৩) **খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নঃ** এর মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে ও তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে।

৪) **গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিঃ** নারীদেরকে এ খাতে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে কর্মসংহানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে।

৫) **মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি ও জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মহান সৃষ্টি করাঃ** এ ব্যবস্থা জাটকা আহরণকারী জেলে পরিবারগুলোর (মহিলা ও শিশু) জীবিকা নির্বাহের জন্য সহায়ক হবে।

৬) **মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠ ব্যবহাপনাঃ** চিংড়ী ও হিমায়িত মৎস্য উৎপাদন, সরবরাহ, প্রক্রিয়াজতকরণ, বিপণন ইত্যাদি প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এদেশে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিশ্চিত করাসহ একর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্তকরণের ফলে তাদের অবস্থর উন্নয়ন হবে।

৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন ও তাঁদের অধিকার নিশ্চিতকরণ

৬.১০ নারীদের একটি বড় অংশ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ খাতের কর্মকান্ডের সংগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। ফলে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যএমগুলো অনেকাংশেই নারী উন্নয়নমূখী। এ মন্ত্রণালয়ে নারীদের অবস্হান সম্পর্কে আরো গভীরভাবে জানতে আমরা তিনটি বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে পর্যালোচনা করবো। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন ও তাঁদের অধিকার আদায়ে কতখানি ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে দেখা যেতে পারে ঃ

ক. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ;

খ. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে পুরুষ ও নারী সুবিধাভোগী নির্ণয়;

গ. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরকারি বরাদ্দ ও ব্যয়ে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন।

৬.১১ **ক. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণঃ** এ মন্ত্রণালয়ের কার্যএমসমূহ নারী উন্নয়নমূখী ও দারিদ্র নিরসনে সহায়ক হতে পারে। মূলতঃ এ বিষয়গুলো মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সারণি ৬.১-এ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায়

কর্মরত নারী পুরুষ জবনলের তালিকা দেয়া হয়েছে। উক্ত টেবিল থেকে দেখা যে, যায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত মোট জবনলের ৫.৯ শতাংশ জনবল নারী এবং অবশিষ্ট ৯৪.১ শতাংশ পুরুষ।

৬.১২ ২০১০ সালের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় কর্মরত মোট জবনলের ১৮ শতাংশ নারী, যা ২০০৯ সালে ছিল ১৪ শতাংশ। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ভেটেনারী শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশী। বাংলাদেশ জিওলজিক্যাল সার্ভে ও চিড়িয়াখানায় কর্মরত জবনলের ১০০ শতাংশ পুরুষ। এ তথ্য হতে এটি পরিকার যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ সামগ্রিকভাবে বাড়াতে হলে আরও অধিক সংখ্যক নারী জনবলের প্রয়োজন রয়েছে।

সারণি ৬.১

মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংহাসমূহে কর্মরত নারী ও পুরুষ জবনলের তালিকাঃ

	কর্মকর্তা				কর্মচারী			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)
প্রশাসন								
সচিবালয়	৮২.০	১৮.০	৮৬.০	১৪.০	৮১.১	১৮.৯	৭৬.৫	২৩.৫
মৎস্য								
মৎস্য অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	-	-	-
মেরিন ফিসাবিজ একাডেমী	-	-	-	-	-	-	-	-
উপজেলা কার্যালয়সমূহ	-	-	-	-	-	-	-	-
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	৮০.০	২০.০	-	-	১০০.০	০.০	-	-
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর								
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৮৬.৫	১৩.৫	৮৭.৭	১২.৩	৯০.৬	৯.৪	৯১.৫	৮.৫
বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ	৯২.৩	৭.৭	৯২.৩	৭.৭	৮৮.২	১১.৮	৮৭.১	১২.৯
জেলা কার্যালয়সমূহ	৯২.৪	৭.৬	৯৬.৭	৩.৩	৯৫.৯	৪.১	৯৫.১	৪.৯
উপজেলা কার্যালয়সমুহ	৯৮.৮	১.২	৯৭.১	২.৯	৯৭.৯	২.১	৯৭.৫	২.৫
প্রাণি চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা	৭৪.৮	২৫.২	৭৬.৫	২৩.৫	৮৯.৩	১০.৭	৮৮.৩	১১.৭
প্রাণি হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ	৯৪.৪	৫.৬	৯২.৬	৭.৪	৯৬.৯	৩.১	৯৮.২	১.৮
সরকারী দুগ্ধ খামারসমূহ	৯৭.৫	২.৫	৯৭.৫	২.৫	৯৮.৬	১.৪	৯৮.৬	১.৪
সরকারী হাঁসমুরগির খামারসমূহ	৯৭.৮	২.২	৯৭.৮	২.২	৯৫.৭	৪.৩	৯৫.৭	৪.৩
প্রাণি জরিপ দপ্তর	১০০.০	০.০	১০০.০	০.০	০.০	১০০.০	৫০.০	৫০.০
চিড়িয়াখানা	১০০.০	০.০	১০০.০	০.০	৯৪.৮	৫.২	৯৭.০	৩.০
মোট	**৯৪.১**	**৫.৯**	**৯৪.২**	**৫.৮**	**৯৭.০**	**৩.০**	**৯৬.৮**	**৩.২**

৬.১৩ **খ. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে পুরুষ ও নারী সুবিধাভোগী নির্ণয়ঃ** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় নারী ও পুরুষ সুবিধাভোগীদের দক্ষ সেবা প্রদান এবং খামার ব্যবহাপনার উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ তথ্য হতে জনমনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগে যে, এ সেবা প্রদান ও সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে কারা উপকৃত হচ্ছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে কে কতখানি এ সহায়তা ভোগ করছে? এ সকল বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের

ডাটা বেইজ থেকে সামগ্রিক তথ্য চিত্র পাওয়া দুস্কর/কঠিন। যাহোক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তাঁর ৬টি অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয়ের খাতকে চিহ্নিত করেছে। সারণি ৬.২-এ প্রদত্ত অগ্রাধিকার খাত ও কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং কিভাবে তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীদের জন্য সুযোগ সুবিধা বয়ে আনবে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ৬.২

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes)

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
1. **মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** আবাসস্থল উন্নয়ন, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও প্লাবনভূমিকে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনায় আনয়ন, পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে প্রোটিনের ঘাটতি কমানো সম্ভব হবে, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে বিধায় এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• নারী উন্নয়নের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রতা রয়েছে। • মৎস্য চাষের মত আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বিধায় নারীর কর্মসংস্থান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। • সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন বা এন.জি.ও.দের মাধ্যমে খাস জমি, খাল বিল, পুকুর লিজ নিয়ে দলগতভাবে মৎস্য নার্সারী গঠন করে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ নারীর আয় বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। • চিংড়ী ও হিমায়িত মৎস্য উৎপাদন, সরবরাহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগই নারী। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত নারীদের উন্নয়ন হবে।
২. **পশুসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিঃ** জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুগ্ধ, মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে বিধায় এ কার্যক্রমকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।	• নারী উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্রতা রয়েছে। • গাভী, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ পালনের মত কার্যক্রমে নারীরা পূর্ব থেকেই নিয়োজিত আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত ৩,১২,৪৮৮ জন কৃষক ও খামারীকে গবাদিপশু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যার মধ্যে নারী অংশগ্রহণ ৫০ ভাগ (১,৫৬,২৪৪ জন)। এতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়বে এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
3. **খামার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নঃ** সরকারি ও বেসরকারি হাঁস মুরগীর খামার, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ খামার এবং ডেইরী খামার উন্নয়ন, পশুজাত ও উপজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ খাততে যথাযথ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।	• নারী উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্রতা রয়েছে। • প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৫,৪৪০ জন কৃষক ও খামারীকে হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যার মধ্যে নারী অংশগ্রহণ ৫০ (১৭,৭২০ জন) ভাগ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, সরকারি অনুদান প্রাপ্তি, সেবা লাভ ও নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
4. **গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিঃ** গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে	• নারী উন্নয়নের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রতা নেই, তবে পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলবে।

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভ্রূণ স্থানান্তর পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও ব্রীড আপগ্রেডেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্রিডিং বুল তৈরী, বীফ ব্রীড তৈরী, পশুপুষ্টি উন্নয়ন ও খামার ব্যবস্থাপনার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে এ খাতকে অগ্রাধিকার কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।	• পূর্বের চেয়ে অধিক সংখ্যায় নারীকে প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করা হবে বিধায় এ ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে ও তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাবে।
5. **মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি ও জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাঃ** এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে দেশে ইলিশের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে, দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণসহ ডিমওয়ালা মাছ ধরা বন্ধ হবে এবং মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে দেশে মাছের চাহিদা পূরণ এবং পাশাপাশি দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• নারী উন্নয়নের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব পড়বে না। তবে পরোক্ষ প্রভাব লক্ষণীয় হবে। বর্ধিত প্রাণিজ আমিষের একটি অংশ নারীরা ভোগ করবে, যা তাদের পুষ্টি চাহিদা পুরণ করবে।
6. **মৎস্য ও মৎস্য জাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাঃ** মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ এবং সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশীয় ভোক্তার চাহিদা পূরণ ও নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত হবে। ফলে বিদেশে দেশের মৎস্যজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের বাজার আরো সম্প্রসারিত হবে এবং দেশের রপ্তানি আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• নারী উন্নয়নের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব পড়বে না। তবে পরোক্ষ প্রভাব লক্ষনীয় হবে।

৬.১৪ গ. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরকারি বরাদ্দ ও ব্যয়ে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন ঃ

এ অনুচ্ছেদে কতটুকু সরকারি বরাদ্দ এ সেক্টরে ব্যয় করা হয়েছে, কিভাবে এ বরাদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বমোট ব্যায়ের ৩১.৫১ শতাংশ (টাকা ২২৮.৮০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দের ৩২.৬১ শতাংশ (টাকা ২৮০.৮৯ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে ।

৬.১৫ সারণি ৬.৩ এ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে। সারণি ৬.৩ এ দেখা যায় যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট বরাদ্দের ৩২.৬১ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫৭.৪৭ শতাংশ মেয়ে এবং নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ থেকে প্রায় ৬৬.৫৫ শতাংশ নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে

সারণি ৬.৩

২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের তালিকা

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
১. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	৪০.০০	৭০.০০	২৮.০০
২. ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)	৩০.০০	৭০.০০	২১.০০
৩. বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প	২৫.০০	৫০.০০	১২.৫০
৪. আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (নোয়াখালী কম্পোনেন্ট)	২০.৪০	৭০.০০	১৪.২৮
৫. ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন	২০.০০	৭০.০০	১৪.০০
৬. ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংগ)	১৯.০৪	৭০.০০	১৩.৩৩
৭. আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল কম্পোনেন্ট)	১৮.৫০	৭০.০০	১২.৯৫
৮. টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ	১৭.০০	৭০.০০	১১.৯০
৯. দ্বিতীয় অংশীদারিত্বমূলক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	১২.৮৯	৭০.০০	৯.০২
১০. ওয়েটল্যান্ড বায়ো-ডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন	১২.০৬	৫০.০০	৬.০৩
১০টি প্রকল্পের মোট বাজেট বরাদ্দ	**২১৪.৮৯**	**৬৬.৫৫**	**১৪৩.০১**
মন্ত্রণালয়ের মোট উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ	**৩৭৩.৪৬**	**৫৭.৪৭**	**২১৪.৬৪**
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ	**৮৬১.৪৮**	**৩২.৬১**	**২৮০.৮৯**

তথ্যসূত্র: অর্থবিভাগ

সপ্তম অধ্যায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সূচনা

৭.১ শুধু রোগ-ব্যাধি কিংবা দৈহিক দুর্বলতার অনুপস্থিতিকেই স্বাস্থ্য বলা যায় না। বরং শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক কল্যাণের পরিপূর্ণ বিকাশই হচ্ছে স্বাস্থ্য। বিশ্বজনীনভাবেই স্বাস্থ্য মানব উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে স্বীকৃত। অসুস্থ্যতা জীবিকা অর্জনের পথ ধ্বংস, উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, শিক্ষা খাতে অর্জন এবং সুযোগকে সীমিত করে এগুলো প্রকারান্তরে দারিদ্র্য পরিস্থিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এগুলো একই সাথে দারিদ্র্যের কারণ এবং ফলাফল। অসুস্থ্যতা দারিদ্র্যের ঝুঁকি বাড়ায় এবং দারিদ্র্যতা মানুষের রোগ-ব্যাধি ও অক্ষমতা বাড়ায়। জনসংখ্যা স্বাস্থ্য অবস্থা পরিমাপের একটি মৌলিক সূচক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বয়স কাঠামোর (age composition) প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

৭.২ স্বাস্থ্য মানব উন্নয়নের মৌলিক সূচক হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিকে প্রজাতন্ত্রের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর থেকেই সমগ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত স্বাস্থ্য সুবিধাদি বঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নানামুখি নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে। প্রত্যাশিত আয়ুস্কাল ২০০২ এ ৬৪.৯ এ দাঁড়িয়েছে। নিরংস্কুশ মৃত্যু হার (CDR) ২০০৩ সালে ৫.৯ এ হ্রাস পেয়েছে। মোট প্রজনন হার (TFR) ১৯৭৫ সালের ৬.৩৪ থেকে ২০০৪ সালে ৩.০ এ নেমে এসেছে। ২০০৩ সালে নবজাতকের মৃত্যু হার ৫৩-এ দাঁড়িয়েছে। এসব অর্জন সত্বেও এ খাতে আরো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে নবজাতক ও মাতৃ মৃত্যুর হার এখনও অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান এখনও নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। নিম্ন ক্যালোরি সম্পন্ন খাবার গ্রহণের ফলে বিশেষ করে নারী এবং শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। ডায়রিয়া একটি মরণব্যাধি হিসেবে এখন পর্যন্ত সক্রিয়। উপরন্তু সংক্রামক এবং দরিদ্র্য সংশ্লিষ্ট ব্যাধিসমূহ মৃত্যুর প্রধান ১০টি কারণ হিসেবে আজও প্রাধান্য পাচ্ছে।

৭.৩ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি মূলত নারীদের কাছে কম পৌঁছায়।স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত সুবিধার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধারণা করা হয় যে, আইনসিদ্ধ সর্বনিম্ন বয়সসীমার মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে। যদিও বিয়ে সংক্রান্ত সর্বনিম্ন বয়সসীমা (১৮ বছর) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। এর ফলে কম বয়সে গর্ভধারণের কারণে যে সকল মাতৃত্ব সেবা নারীদের পাওয়া প্রয়োজন তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। অধিকন্তু প্রশিক্ষিত ধাত্রীর অভাবও রয়েছে। প্রসবকালে দক্ষ ধাত্রীর সেবার অভাবে মাতৃ-মৃত্যু হার বেশী হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে মা ও নবজাতক শিশু অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রেও অসমতার কারণে বেশিরভাগ নারীকেই কষ্টকর বোঝা বহন করতে হচ্ছে। ফলে তারা অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। নারী যৌন কর্মীরা এইডস রোগের ভয়াবহতার শিকার হচ্ছে এবং তাদের মাধ্যমে এ রোগ ছড়াচ্ছে।

৭.৪ পরিবার পর্যায়েও মেয়েরা পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পায় না এবং খাদ্যের বন্টনও সেখানে সুষম নয়। স্বাস্থ্য খাতে নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রেও অনেক সময় তারা বৈষম্যের শিকার হয়। গর্ভকালীন এবং শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়ে যে ধরনের অনুকূল পরিবেশ দরকার কর্মক্ষেত্রে তার অভাব রয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে নারীদের জন্য কর্মপরিবেশ প্রত্যাশিত মানের নয়। সেখানে নিরাপত্তার অভাবও রয়েছে. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচিতে (এইচ.এন.পি.এস.পি.) যে জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়ার অঙ্গীকার রয়েছে বর্তমান ঔষধ নীতিতে তার যথার্থ প্রতিফলন দেখা যায় না। জেন্ডারভিত্তিক বিভাজিত তথ্য-উপাত্ত চিহ্নিতকরণ, প্রাপ্তি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আন্তঃখাত সমন্বয়হীনতা, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ইত্যাদিও নারীর যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে।

২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নারী-বান্ধব নীতি ও প্রধান কার্যাবলিসমূহ

৭.৫ বর্তমান সরকার কর্তৃক হালনাগাদকৃত জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ইতোমধ্যে ৯,৫২৫ টির কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু হয়েছে। গরীব, দুঃস্থ ও জটিল গর্ভবতী মহিলাদের উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৬টি উপজেলায় মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি (২০১০-২০২০) মাস্টার প্লানও গৃহীত হয়েছে।

৭.৬ নারীকে প্রভাবিত করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এমন প্রধান প্রধান মধ্যমেয়াদি কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

- **মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নঃ** ম্যাটারনাল হেলথ সার্ভিসেস ও মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীমের মাধ্যমে মহিলাদের বিশেষত গর্ভবর্তী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টির উন্নতিসাধন হবে। এ সকল কার্যক্রম নারীদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিধায় নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে।
- **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নঃ** পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ, মাঠ কর্মীদের ডোর-টু-ডোর ভিজিট, চাহিদা অনুযায়ী উপযোগী প্রজনন স্বাস্হ্যসেবা প্রদান-নারী ও কিশোরীদের স্বাস্হ্যের উন্নতির সহায়ক হবে। এসব কার্যক্রমের ফলে মহিলারা বিশেষ করে গরীব মহিলারা সঠিক সময়ে সন্তান ধারণ সম্পর্কে সচেতন হবেন। । সুস্থ ও কর্মক্ষম নারী ও কিশোরীরা অধিক হারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবেন। এর ফলে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে।
- **সাধারণ স্বস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নঃ** সাধারণ স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হলে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, যা নারী উন্নয়নে সহায়ক হবে। তাঁদের স্বাস্হ্য ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস পাবে এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা বাড়বে। বয়োজ্যেষ্ঠ নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের স্বাস্হ্য উন্নয়নে কার্যক্রম নেয়ায় বয়স্ক নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হবে।

- **বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানঃ** বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষায়িত স্বাস্হ্য সেবা পরিচালনা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমসমূহের আওতায় নারীর স্বাস্হ্যসেবা লাভের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হবে।

- **সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণঃ** সংক্রামক ব্যাধি ও অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় নারীর সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস পাবে। সংক্রামক ও অন্যান্য ব্যাধিতে নারীদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বিধায় নারীরা তুলনামূলকভাবে অধিক উপকৃত হবে।

- **নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি মান নিশ্চিতকরণঃ** পুষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদেরকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং তাঁরা অধিক মাত্রায় অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ফলে কর্মক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি পাবে। নিরাপদ ও সঠিক মানের খাদ্য গ্রহণ করায় নারী স্বাস্হ্য সুরক্ষিত হবে। সুস্থ ও কর্মক্ষম নারী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিক সম্পৃক্ত হতে পারবে। এ কার্যক্রম থেকে অধিক সংখ্যক নারী ও কন্যা শিশু উপকৃত হবে।

- **ঔষধ সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধিঃ** ঔষধ সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহের ফলে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে নারীদেরও ঔষধ-প্রাপ্যতাজনিত সমস্যা কমবে। ঔষধের মান বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রুত আরোগ্য লাভের মাধ্যমে নারী স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে। সুস্থ নারী অধিক আয় উপার্জনক্ষম হবে।

- **জনসাধারণের সাধারনের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিঃ** প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম কিশোরী ও নারীদের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করবে। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কিশোরী ও নারীর স্বাস্হ্য সুরক্ষিত হবে। ফলশ্রুতিতে সুস্থ থাকায় অধিক উপার্জনক্ষম নারীর সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।

- **বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদানঃ** সুলভে ও সহজে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি নারীরা সহজে গ্রহণ করতে পারবে। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমবে এবং একটি উপার্জনক্ষম নারীগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে।

- **চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নঃ** সুস্থ পরিবেশ নারী স্বাস্থ্য বান্ধব। নারীরা সুস্থ পরিবেশে থাকার কারণে অধিক সুস্থ থাকবে এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডে আরও অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

- **স্বাস্থ্য খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নঃ** প্রশিক্ষিত জনবলের দ্বারা স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির ফলে নারীদের উন্নত চিকিৎসা প্রাপ্তি সহজ হবে। ফলে তাঁদের ভোগান্তি দূর হবে এবং দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে।

৭.৭ নারীকে সম্পৃক্ত করে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহকে চিহ্নিত করেছে, যার মাধ্যমে নারীরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেঃ

- **কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানঃ** সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া এবং স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার

লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে নির্মিত সকল কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্মাণ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

- **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্হ্য উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা ঃ** পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ মৃত্যুর হার ও টি.এফ.আর. কমিয়ে এবং প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে আসা বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্হ্যের উন্নয়ন অন্যতম প্রধান শর্ত ।
- **হাসপাতালভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানঃ** জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের মাধ্যমে এসব হাসপাতালে সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। সুষ্ঠু রেফারেল পদ্ধতি কার্যকর করার মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। ফলে সাধারণ জনগণ উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে।
- **বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ঃ** সাধারণ ও রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের জটিল ও গুরুতর রোগের অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। ফলে উন্নত দেশের প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত সেবা স্বল্প খরচে এ দেশে প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে করে জনগণ বিপুল পরিমাণ শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।
- **চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ** চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিক্সদের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদান এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপযোগী একটি দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা হবে। কেননা একটি উন্নত স্বাস্হ্য সেবা মূলত নির্ভর করে একটি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনীর উপর ।
- **মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি ঃ** আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন, সুলভমূল্যে জনগণের কাছে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ঔষধ নীতি যুগোপযোগী করা হবে । ঔষধ খাতে স্বয়ংসম্পন্নতা অর্জন ও উৎপাদিত ঔষধ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

৩. নারী অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

৭.৮ নারীর উন্নয়ন ও অগ্রাধিকার রক্ষায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের অর্জন কতটুকু তার যথার্থতা নিরূপণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর দৃষ্টি দেয়া যেতে পারেঃ

ক. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সম্পৃক্ততা;

খ. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের আওতায় নারী ও পুরুষ উপকারভোগীর সংখ্যা;

গ. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরকারি বরাদ্দ ও ব্যয়ের জেন্ডার-ভিত্তিক বিভাজন।

৭.৯ ক. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সম্পৃক্ততা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ দপ্তরসমূহের নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সম্পৃক্ততার পরিসংখ্যান নিম্নের সারণি ৭.১-এ দেখানো হয়েছে। সারণি হতে দেখা যায় যে, নারী বান্ধব নীতি গ্রহণের কারণে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি. উল্লেখ্য, ২০১০ সালে স্বাস্থ্য খাতে নিয়োজিত মোট কর্মকর্তার ২৫.৩ শতাংশ নারী, অবশিষ্ট ৭৮.৯ শতাংশ হচ্ছে পুরুষ ।

সারণি ৭.১

দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক পুরুষ ও নারীর কর্মসংস্থান কাঠামো

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
প্রশাসন								
সচিবালয়	৮৭.০	১৩.০	৮৪.২	১৫.৮	৮৭.৩	১২.৭	৯২.৩	৭.৭
স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান								
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৯৬.৬	৩.৪	৯৬.৬	৩.৪	৮৮.৯	১১.১	৮৮.৯	১১.১
বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ	৭৭.৪	২২.৬	৭৭.৪	২২.৬	৮৫.২	১৪.৮	৮৫.২	১৪.৮
সিভিল সার্জনের কার্যালয়সমূহ	৯১.৩	৮.৭	৯১.৩	৮.৭	৯৬.১	৩.৯	৯৬.১	৩.৯
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৯০.৭	৯.৩	৯০.৭	৯.৩	৯৮.২	১.৮	৯৮.২	১.৮
ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর	৯২.৯	৭.১	৯১.৮	৮.২	৯৩.৯	৬.১	৮৯.৭	১০.৩
সেবা পরিদপ্তর	৭.৯	৯২.১	৭.৯	৯২.১	৮৪.৭	১৫.৩	৮৪.৭	১৫.৩
চিকিৎসা শিক্ষা								
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	৭২.২	২৭.৮	৭৪.৭	২৫.৩	৮০.৫	১৯.৫	৮০.৩	১৯.৭
প্যারামেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট	৭২.৪	২৭.৬	৭২.৪	২৭.৬	৮৩.৮	১৬.৩	৮৩.৮	১৬.৩
মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং সশুল	৯০.২	৯.৮	৯০.২	৯.৮	৮৬.১	১৩.৯	৮২.৪	১৭.৬
যক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট	৩৬.৮	৬৩.২	৩৬.৮	৬৩.২	৮৩.৭	১৬.৭	৮৩.৩	১৬.৭
ডেন্টাল কলেজ	৬৪.১	৩৫.৯	৬১.৪	৩৮.৬	৮৩.৩	১৬.৭	৮৩.৩	১৬.৭
নার্সিং কলেজ	০.০	১০০.০	০.০	১০০.০	৭২.৫	২৭.৫	৭২.৫	২৭.৫
সরকারি তিব্বিয়া কলেজ, সিলেট	১০০.০	০.০	১০০.০	০.০	৯০.৯	৯.১	৯০.০	১০.০
সরকারি ইউনানী আয়ুর্বেদিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল	৮৩.৩	১৬.৭	৮৩.৩	১৬.৭	৬৬.৭	৩৩.৩	৬৬.৭	৩৩.৩
সরকারি হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল	৭৪.৫	২৫.৫	৭৪.৫	২৫.৫	৬২.৬	৩৭.৪	৬২.৬	৩৭.৪
সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন	৬১.৫	৩৮.৫	৬১.৫	৩৮.৫	৮১.০	১৯.০	৮১.০	১৯.০
হাসপাতালসমূহ								
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ	৭৩.৪	২৬.৬	৭৮.৮	২১.২	৫০.২	৪৯.৮	৫২.৬	৪৭.৪
জেলা হাসপাতাল	৮৩.৬	১৬.৪	৮৩.৬	১৬.৪	৪২.৭	৫৭.৩	৪২.৭	৫৭.৩
অন্যান্য জেলা হাসপাতাল	৭৮.৪	২১.৬	৮৪.৩	১৫.৭	৪৯.২	৫০.৮	৪৮.৩	৫১.৭
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র	৮৬.১	১৩.৯	৮৭.৭	১২.৩	৭২.৮	২৭.২	৭২.৬	২৭.৪
ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালসমূহ	৬৫.০	৩৫.০	৬৮.৪	৩১.৬	৬৭.০	৩৩.০	৬৮.২	৩১.৮
বিশেষজ্ঞ হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান								
বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ইন্‌স্টিটিউট	৭৬.০	২৪.০	৭৮.৩	২১.৭	৫৬.৩	৪৩.৭	৫৭.৭	৪২.৩

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
জনস্বাস্থ্য								
মহামারী রোগ নিয়ন্ত্রণ	৫৬.৩	৪৩.৮	৬১.১	৩৮.৯	৭৭.৩	২২.৭	৭৫.৮	২৪.২
ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ								
যক্ষা কেন্দ্র	৭৭.৪	২২.৬	৭৭.৪	২২.৬	৭৮.৫	২১.৫	৭৮.৫	২১.৫
বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৭৭.৩	২২.৭	৭৭.৩	২২.৭	৭৮.৬	২১.৪	৭৮.৬	২১.৪
অন্যান্য সুবিধা	৪৯.২	৫০.৮	৫০.৮	৪৯.২	৭১.৫	২৮.৫	৭২.০	২৮.০
পরিবার কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা								
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৭৯.৬	২০.৪	৮২.৪	১৭.৬	৮২.৫	১৭.৫	৮৩.৩	১৬.৭
বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	৮৩.৩	১৬.৭	৬৬.৭	৩৩.৩	১০০.০০	০.০	১০০.০	০.০
জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	৮০.৬	১৯.৪	৭০.৯	২৯.১	৭৪.৫	২৫.৫	৮৩.২	১৬.৮
উপজেলা জনসংখ্যা কার্যালয়	৫৬.২	৪৩.৮	৫৯.০	৪১.০	২৫.০	৭৫.০	২৫.২	৭৪.৮
হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি	৩৮.৭	৬১.৩	৪৭.১	৫২.৯	১৭.৬	৮২.৪	১৯.৬	৮০.৪
অন্যান্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধাদি	৫০.০	৫০.০	৪১.২	৫৮.৮	৬৬.৭	৩৩.৩	৬৭.৮	৩২.৩
মোট	**৭৮.৯**	**২১.১**	**৭৯.৮**	**২০.২**	**৫৯.৫**	**৪০.৫**	**৫৯.৭**	**৪০.৩**

৭.১০ উপরের তথ্য থেকে আরো দেখা যায় যে, সচিবালয়ে কর্মরত নারী কর্মকর্তার সংখ্যা ২০০৯ সালের ১৫.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ১৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও নার্সিং কলেজসমূহে নারী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা শতভাগে উন্নীত হয়েছে।

৭.১১ খ. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের আওতায় নারী ও পুরুষ উপকারভোগীর সংখ্যা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যএক্ষমের আওতায় নারী ও পুরুষ সুবিধাভোগীদের দক্ষ সেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এক্ষেত্রে জনমনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ সকল সেবা প্রদান ও সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে মূলত কারা উপকৃত হচ্ছে? তাছাড়া নারী ও পুরুষর মধ্যে এ কার্যক্রমের সুফলভোগীর হারই বা কত? তবে এ সব প্রশ্নের বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার-ভিত্তিক বিভাজন থেকে সামগ্রিক তথ্য চিত্র পাওয়া দুসশুর। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬টি অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয়ের খাত চিহ্নিত করেছে- যা থেকে নারীর উপর এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে চিহ্নিত করা সম্ভব। সারণি -৭.২ এ সব অগ্রাধিকার খাত ও কার্যক্রমসমূহকে চিহ্নিতকরণ এবং কিভাবে তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বয়ে আনবে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ৭.২

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচি	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব
১. **কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান** সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম তৃণমূল	কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের প্রদত্ত সেবার মূল সুফলভোগী হচ্ছে নারী। সদ্য চালুকৃত ৯৫২৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে আনুমানিক ২ কোটি ৯০ লক্ষ নারী প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচি	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব
পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া এবং স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইত:পূর্বে নির্মিত সকল কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্মাণ করার ব্যবস্হা গৃহীত হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্হ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করতে এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	পরিকল্পনা সেবার আওতায় এসেছে। নির্মাণ ও মেরামতের জন্য প্রক্রিয়াধীন কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে পুরুষের পাশাপাশি নির্মাণ কাজে নারী শ্রমিকদেরও সাময়িক কর্মসংস্থান হবে। ৬৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারী এবং ১৩৫০০ জন হেলথ কেয়ার প্রভাইডার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ফলে অধিক সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন নারীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মজীবী নারীগোষ্ঠী তৈরী হবে এবং সমাজে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে। কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে ২ কোটি ২৫ লক্ষ নারীর পুষ্টিমান নিশ্চিত হবে। পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিতরণকৃত আয়রন বড়ি গর্ভবতী মহিলা ও কিশোরীদের রক্ত শূন্যতা/স্বল্পতা সমস্যা হ্রাস করবে। ৩৭১৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে আনুমানিক ৫ কোটি ৮৩ লক্ষ নারী পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা পাবে। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস পাওয়ায় নারী স্বাস্থ্য অধিক সুরক্ষিত হবে।
২. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্হ্য উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা** পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ মৃত্যুর হার, টি.এফ.আর. হ্রাস এবং প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে আসা বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অন্যতম প্রধান শর্ত বিধায় এ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় জন্ম নিরোধক সামগ্রি সরবরাহ, মাঠকর্মীদের ডোর-টু-ডোর ভিজিট, উপযোগী প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির সহায়ক হবে। এসব কার্যক্রমের ফলে বিশেষ করে দরিদ্র নারী সঠিক সময়ে সন্তান ধারণ সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং ফলশ্রুতিতে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে। বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীদের নিকট সময়মত প্রয়োজন অনুযায়ী জন্ম নিরোধক সামগ্রি পৌছানোর জন্য ৪০ কোটি টাকার জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রি ক্রয় করা হবে। এ কারণে নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহিতার হার বৃদ্ধি পাবে। প্রজনন সামগ্রি ব্যবহারের হার (সি.পি.আর.) ৬৫ শতাংশ থেকে ৭২ শতাংশে উন্নীত হবে। ইতোমধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০১০ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২২ হাজার মহিলা স্থায়ী পদ্ধতির আওতায় এসেছে। প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের ফলে বিশেষত কিশোরীদের অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ এবং মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রি ব্যবহারের ড্রপ আউট বর্তমানের ৪৪.২ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে ২০ শতাংশে হ্রাস পাবে। পরিকল্পিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রাপ্তির ফলে মোট প্রজনন হার (টি.এফ.আর.) বর্তমানের ২.৫ শতাংশ থেকে ২.৪ শতাংশে নেমে আসবে।
৩. **হাসপাতালভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান** জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের মাধ্যমে এসব হাসপাতালে সাধারণ ও জটিল রোগের	উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ২৮টি নতুন হাসপাতাল নির্মাণ ও ৩২টির মেরামত কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের সাময়িক কর্মসংস্থান হবে। ৪০০ টেকনোলজিস্ট, ২৬৭২ জন নার্স ও ৫০২২ জন চিকিৎসক পদে নিয়োগে নারীর

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচি	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব
চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। সুষ্ঠু রেফারেল পদ্ধতি কার্যকর করার মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সাধারণ জনগণ উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	কর্মসংস্থান হবে। হাসপাতালে ১২০০ শয্যা বৃদ্ধি এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। ফলে নারীর স্বাস্থ্য অধিক সুরক্ষিত হবে। নার্সিং পেশায় অগ্রাধিকার পাওয়ায় নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো বাড়বে। চিকিৎসক ও নার্সের অনুপাত কাঙ্খিত পর্যায়ে উপনীত হলে হাসপাতালে নারী স্টাফের সংখ্যা বাড়বে এবং হাসপাতাল অধিকতর নারী বান্ধব হবে। ৪৬টি উপজেলায় ২,৩০,৫০০ গবীব,দুঃস্থ ও জটিল গর্ভবর্তী মহিলার মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীমের আওতায় ভাউচার প্রদান করা হবে এবং উপজেলা পর্যায়ে তাঁদেরকে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে। এর মাধ্যমে দরিদ্র্য ও নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলা প্রসব সংক্রান্ত অপচিকিৎসা হতে রক্ষা পাবে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে জরুরী প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা হবে। ১২৫টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,৬৬,৩০৮ জন গর্ভবতী মহিলাকে সেবা প্রদান করা হবে। প্রসূতির সেবা প্রদানের হার ৩১ শতাংশ থেকে ৩৯ শতাংশে উন্নীত করা হবে। এছাড়া প্রসব পূর্ববর্তী সেবা ৫৪ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশে এবং প্রসব পরবর্তী সেবা ২৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ শতাংশে দাঁড়াবে। গর্ভবর্তী মহিলাদের জন্য প্রদত্ত এসব সেবার কারণে মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২.৭৫ থেকে ২.৫৬ -এ হ্রাস পাবে।
৪. বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সাধারণ ও রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের জটিল ও গুরুতর রোগের অত্যাধুনিক স্বাস্হ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। ফলে উন্নত দেশের প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত সেবা স্বল্প খরচে এদেশে প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে জনগণ বিপুল পরিমাণ শারীরীক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে এবং দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সক্ষম হবে। জনসাধারণের বিশেষ স্বাস্হ্য সেবা লাভের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যেই এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা ও এর সম্প্রসারণ কার্যক্রমসমূহের আওতায় ৮৫০টি শয্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আরো ১৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের ফলে সংক্রামক ব্যাধিসহ অন্যান্য বিশেষায়িত প্রকৃতির রোগে নারীর সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। মূলত: সংক্রামক ও অন্যান্য ব্যাধিতে নারীদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশী বিধায় নারীরা তুলনামূলকভাবে অধিক উপকৃত হবে। বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য পদে নারীদের কর্মসংস্থান হবে। ফলে নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
৫. চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিক্সদের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপযোগী একটি দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা হবে। একটি উন্নত ও প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে জনগণের উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে এ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	প্রশিক্ষিত চিকিৎসক, নার্স ও ধাত্রীর মাধ্যমে নারীর উন্নত চিকিৎসা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। কমিউনিটিভিত্তিক দক্ষ ধাত্রী তৈরীর লক্ষ্যে ২৫০০ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ফলে দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসব পূর্বের ৩০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ শতাংশে দাঁড়াবে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসবকালীন সেবা প্রাপ্তির ফলে মাতৃমৃত্যর হার হ্রাস পাবে। নারীর ভোগান্তি দূর হবে, দ্রুত আরোগ্য লাভ হবে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে।
৬. মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন, সুলভমূল্যে	ঔষধ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নারীদেরও কর্মসংস্থান হবে। মানসম্পন্ন ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধির

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচি	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব
জনগণের কাছে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ঔষধ নীতি যুগোপযোগী করা হচ্ছে। ঔষধ খাতে স্বয়ংসম্পন্নতা অর্জন ও উৎপাদিত ঔষধ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	কারণে নারীদের ক্ষেত্রেও ঔষধ প্রাপ্যতাজনিত সমস্যা কমবে। মানসম্পন্ন ঔষধ সেবনের মাধ্যমে দ্রুত আরোগ্য লাভের ফলে নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়ন হবে এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে। সুস্থ্য নারী অধিক কর্মক্ষম ও উপার্জনক্ষম হবে।

৭.১৩ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরকারি বরাদ্দ ও ব্যয়ের জেন্ডার-ভিত্তিক বিভাজন

এ অনুচ্ছেদে কতটুকু সরকারি বরাদ্দ এ সেক্টরে ব্যয় করা হয়েছে, কিভাবে এ বরাদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বমোট ব্যায়ের ৩২.৮৩ শতাংশ (টাকা ২,২৪৯.৭০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দের ৩২.৩৩ শতাংশ (টাকা ২,৬৩৪.২৮ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

৭.১৪ সারণি ৭.৩ এ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে। সারণি ৭.৩ এ দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট বরাদ্দের ৩২.৩৩ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫৪.১১ শতাংশ মেয়ে এবং নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ থেকে প্রায় ৫৮.৮৮ শতাংশ নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

সারণি ৭.৩

২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০ টি প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
১. ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট	৭৪৬.৮২	৫০.০০	৩৭৩.৪১
২. এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী	৪৩৫.০০	৬০.০০	২৬১.০০
৩. রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিসিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ	৩৩০.০০	৮০.০০	২৬৪.০০
৪. ইমপ্রুভড্ হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট	২৫৩.০০	৪০.০০	১০১.২০
৫. ন্যাশনাল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম	২২৫.০০	৫০.০০	১১২.৫০
৬. ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী	২১৯.৬৫	৫০.০০	১০৯.৮৩
৭. ফ্যামিলী প্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী	১৬৭.০০	১০০.০০	১৬৭.০০
৮. ম্যাটারনাল চাইল্ড এন্ড রিপ্রোডাকটিভ হেল্থ সার্ভিসেস ডেলিভারী	১০৪.৪০	১০০.০০	১০৪.৪০
৯. ম্যানেজমেন্ট ফর প্রোকিউরমেন্ট,লজিসটিকস এন্ড সাপাইজ	৯১.০০	৫০.০০	৪৫.৫০
১০. ন্যাশনাল এইড্স/এসটিডি প্রোগ্রাম এন্ড সেইফ বাড ট্রান্সমিশন	৮৫.০০	৩০.০০	২৫.৫০
মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ১০টি প্রকল্পের বরাদ্দ	**২,৬৫৬.৮৭**	**৫৮.৮৮**	**১,৫৬৪.৩৪**
মন্ত্রণালয়ের মোট উন্নয়ন বাজেট (এডিপি)	**৩,৪৭২.৯২**	**৫৪.১১**	**১,৮৭৯.০৬**
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	**৮,১৪৮.৯২**	**৩২.৩৩**	**২,৬৩৪.২৮**

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়

অস্টম অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমিকাঃ

৮.১ বাংলাদেশের মত একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এখনও জনসাধারণের জীবিকার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষি। ভূমির অপ্রতুলতা (Scarcity) বিবেচনায় রেখে ভূমি ব্যবহারের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ অপরিহার্য। এ দেশে নদী ভাঙ্গনের ফলে প্রতিবছর ব্যাপক পরিমাণ ভূমি বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নতুন চর জেগে ওঠার ফলে কিছু ভূমি জেগে উঠলেও তা জনসংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

৮.২ ভূমির নিবিড় ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র পরিবারসমূহের (Small holdings) ভূমি-নির্ভরশীলতা বিবেচনায় ভূমি সংস্কারের সনাতনী ধারণা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুনর্বন্টনের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন করা, যা অর্থবহ নীতি/বিধিমালা দ্বারা সমর্থিত হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে, এদেশের জনগণের আর্থিক ও সামাজিক জীবনযাত্রায় বিভিন্নভাবে জমি এখনও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভূমি প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহাপনার মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গতভাবে ভূমির ব্যবহার তথা দরিদ্র, মহিলা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সরকারি খাস জমি বিতরণ। ভূমি ব্যবহাপনায় উন্নত সেবাদান ও স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা ও আধুনিকায়নের জন্য ভূমি জরিপ, ভূমি রেকর্ড এবং ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম একই কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত করা প্রয়োজন।

৮.৩ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি জমি (খাস জমি) সায়রাত মহল (জলমহাল, চিংড়িমহাল ইত্যাদি), অর্পিত সম্পত্তি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবহাপনা ও বন্টন, ভূমি জরীপ ও মালিকানা স্বত্ব হালনাগাদকরণ। । তা'ছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ এ মন্ত্রণালয়ের অত্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সার্বিকভাবে দেশের জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে ভূমি প্রশাসন, ভূমি ব্যবহাপনা ও উন্নয়ন ই হচ্ছে এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব।

২. নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের মূল কার্যাবলি

৮.৪ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিম্নোক্ত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে

- চিংড়িমহাল ব্যবহাপনা নীতিমালা;
- জলমহাল ব্যবহাপনা নীতিমালা, ২০০৯;
- হোটেল ও মোটেলের জন্য খাসজমি বন্দোবস্ত (সংশোধিত) নীতিমালা;
- লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা; এবং
- জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১

৮.৫ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালার বিষয়বস্তু হচ্ছে জমির উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবহার, কৃষি (ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগী পালন), গৃহায়ন, বনায়ন, শিল্প কারখানা হাপন, রেলওয়ে এবং সড়ক, চা ও রাবার বাগান হাপন বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান। এ নীতিমালা মূলতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

(Constraints) সমূহ চিহ্নিত করে থাকে, যেমন অপরিকল্পিত ও অদক্ষভাবে ভূমি ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া, মাটির উর্বরতা হ্রাস, জলাভূমি ও জলজ জীব-বৈচিত্র হারিয়ে যাওয়া, প্রাকৃতিক বনভূমি ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়া এবং পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি।

৮.৬ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংহানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- **গৃহ নির্মাণ ও বিতরণঃ** ছিন্নমূল, ভূমিহীন, নদী ভাঙ্গনের ফলে ভূমিহীন, অতি দরিদ্র এবং দরিদ্র বস্তিবাসী গৃহহীন পরিবারকে গৃহ নির্মাণ ও পুনর্বাসন করা। ভূমি বন্দোবস্ত ও গৃহ বরাদ্দ দলিলে স্বামী ও স্ত্রীর নাম যৌথভাবে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে;
- **জমি বন্দোবস্তের জন্য খাসজমি চিহ্নিতকরণ, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও খাসজমি বিতরণঃ** খাসজমি বন্দোবস্তের ফলে কৃষি খামার, চা ও রাবার বাগান সৃজন, শিল্পায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর জন্য কর্মসংহাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
- **বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমি ব্যবহাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানঃ** ভূমি প্রশাসনে নিয়োজিত মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা হবে।

৩. নারীর অগ্রগতি ও অধিকার সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

৮.৭ ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ, জমির মালিকানাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ এবং সরকারি খাসজমি বিতরণ। জমি সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো নারীরা খুব কম ক্ষেত্রেই জমির মালিক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশ মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি প্রায় নারী এবং অন্যান্য ধর্মেও উত্তরাধিকার আইনে নারীরা পুরুষের সমান সম্পত্তির মালিক হয় না। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের কারণে নারীরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের আইনগত প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ দাবি করেনি এবং পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীরা দাবি করবে না-এটাই এ সমাজের কাম্য।

এ মন্ত্রণালয়ে নারীর অবহান বিষয়ে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছেঃ

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা;

খ. ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের সুবিধাভোগী সংখ্যা;

গ. ভূমি মন্ত্রণালয়ের সরকারি ব্যয়ে ও বাজেট বরাদ্দে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন।

৮.৮ ক. **ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীঃ** ভূমি মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা প্রণোয়ন, কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে কে ভূমিকা রাখছে, তা ৮.১ সারণিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডারভিত্তিক জনবল কাঠামো থেকে অনুধাবন করা যায়। ২০১০ সালে এ মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের ৫.৩ শতাংশ নারী এবং ৯৪.৭ শতাংশ পুরুষ কর্মরত, যা বিগত বছরের তুলনায় কিছুটা নেতিবাচক।

৮.৯ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে ২০১০ সালে ৭.৫ শতাংশ নারী কর্মরত যা বিগত বৎসরের অনুরূপ। ভূমি ব্যবহাপনা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ মহিলার অংশগ্রহণ এটাই প্রমাণ করে যে,

নারীরা অধিক হারে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। প্রাপ্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ভূমি প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিক হারে নারীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

সারণি ৮.১

দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক পুরুষ ও নারী জনবল কাঠামো

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
প্রশাসন								
সচিবালয়	৯২.৫	৭.৫	৯২.৫	৭.৫	৮৫.০	১৫.০	৮৫.০	১৫.০
কন্ট্রোলার অব একাউন্টস রেভিনিউ	৯৪.০	৬.০	৯৪.০	৬.০	৮০.৯	১৯.১	৮১.১	১৮.৯
ভূমি সংস্কার বোর্ড	৮৮.২	১১.৮	৮০.০	২০.০	৯৬.০	৪.০	৯৬.১	৩.৯
ভূমি আপীল বোর্ড	৮৮.৯	১১.১	৮৮.৯	১১.১	৭৬.৭	২৩.৩	৭৬.৭	২৩.৩
ল্যান্ড কমিশন	১০০.০	০.০	১০০.০	০.০	৭৫.০	২৫.০	৮০.০	২০.০
ভূমি ব্যবহাপনা								
জেলা অফিস সমূহ	৯৫.৪	৪.৬	৯৬.৪	৩.৬	৯১.০	৯.০	৯১.৬	৮.৪
উপজেলা অফিস সমূহ	৯১.৯	৮.১	৯১.৩	৮.৭	৯৪.৬	৫.৪	৯৪.৭	৫.৩
ইউনিয়ন ভূমি অফিস সমূহ	-	-	-	-	৯৬.৬	৩.৪	৯৬.৭	৩.৩
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৬০.০	৪০.০	৬০.০	৪০.০	৮০.০	২০.০	৮০.০	২০.০
ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর	৯৯.১	০.৯	৯৮.৬	১.৪	৯৩.৭	৬.৩	৯৪.০	৬.০
সর্বমোট	৯৪.৭	৫.৩	৯৪.৬	৫.৪	৯৪.৯	৫.১	৯৫.১	৪.৯

সূত্র ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৮.১০ **ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের নারী ও পুরুষ সুবিধাভোগীঃ** ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উন্নতির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরণের কার্যক্রমের ফলে কারা উপকৃত হচ্ছেন? ভূমি মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত জেন্ডারভিত্তিক তথ্যের মাধ্যমে এ ধরণের বিশ্লেষণ দুষ্কর। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যয়ের ক্ষেত্রে ০৬টি ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে সর্ব্বোচ্চ ব্যয়ের অগ্রাধিকার এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নোক্ত সারণি ৮.২ তে বিবৃত হলোঃ

সারণি ৮.২

বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত নারীবান্ধব কার্যক্রমসমূহ

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. **ভূমি রেকর্ড কম্পিউটারাইজেশনঃ** সনাতন পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করায় অস্বচ্ছতা এবং জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে তা দূরীকরণের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করার জন্য ভূমি রেকর্ড কম্পিটারাইজড করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	ভূমি রেকর্ড আধুনিকায়নের ফলে মালিকানা রেকর্ডে মহিলাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে নারী আর্থিকভাবে উপকৃত হবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।
২. **খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানঃ** দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বিধায় অগ্রাধিকার প্রদান করা	খাস জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের নামে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে বন্দোবস্তকৃত জমির

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
হয়েছে।	উপর নারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জমি ব্যবহারের মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত হয় যা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীকে শক্তিশালী করে। প্রতিটি পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রীর নামে বা পুত্র ও মায়ের নামে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক তাদের নামে কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১২৭৫৪ টি পরিবারকে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। ফলে ১২৭৫৪ জন মহিলা তাদের স্বামী বা পুত্রের সাথে কৃষি কাজে সহায়তা করে ও গবাদি প্রাণি, হাস-মুরগী পালন করে উপকৃত হয়েছে।
৩. রেকর্ড প্রণয়নঃ ভূমি মালিকদের স্বত্বলিপি হালনাগাদকরণের গুরুত্ব বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে	স্বত্বলিপি হালনাগাদ করণের ফলে ভূমিতে নারীর মালিকানা নিশ্চিত হবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন হবে।
৪. প্রশিক্ষণঃ ভূমি প্রশাসন সংস্কার ও আধুনিকায়নের প্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে	ভূমি প্রশাসনে নিয়োজিত মহিলা কর্মকর্তা/কর্মবচারীরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন, যার ফলে তাদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক। জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে গত ০৩ বছরে -----------জন মহিলা বিসিএস কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যারা ভূমি প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকেন।
৫. গৃহ ও ফ্ল্যাট প্রদানঃ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বিধায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে	ছিন্নমূল, ভূমিহীন ও বস্তিবাসী অতি দরিদ্র পরিবারকে বন্দোবস্তকৃত গৃহ ও জমির দলিলে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেরই নাম থাকায় সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। গুচ্ছগ্রাম (সি.ভি.আর.পি.) প্রকল্পের অধীন স্বামী ও স্ত্রীর নামে গৃহ নির্মাণ সহ জমির কবুলিয়াত দলিল প্রদান করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে গুচ্ছগ্রাম (সি.ভি.আর.পি.) প্রকল্পের অধীন ৩৩০ জন মহিলাকে আদর্শ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় গৃহনির্মাণসহ জমির কবুলিয়ত সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সাবলম্বি হওয়ার জন্য ঋণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল, বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্ত পরিবারের পুনবার্সনের জন্য বেসরকারী অংশীদারিত্বে সরকারী জমিতে ১২৫০টি ফ্ল্যাট এর জন্য ৬৫০টি আবেদন সঠিক প্যাওয়া গেছে যার মধ্যে ৩৫০ জন মহিলা অর্থাৎ মোট ফ্ল্যাটের বরাদ্দের ৫০% ভাগেরও বেশী মহিলাদেরকে বরাদ্দ দেয়া হবে।
৬. রাজস্ব আয় বৃদ্ধিঃ সঠিকভাবে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নেই

৮.১১ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনঃ

এ অনুচ্ছেদে কতটুকু সরকারি বরাদ্দ এ সেক্টরে ব্যয় করা হয়েছে, কিভাবে এ বরাদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বমোট ব্যায়ের ১৩.৪০ শতাংশ (টাকা ৭২.৮০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দের ১৮.৪০ শতাংশ (টাকা ১০২.৪৩ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

৮.১২ সারণি ৮.৩ এ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৭ টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে। সারণি ৮.৩ এ দেখা যায় যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট বরাদ্দের ১৮.৪০ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৯.০২ শতাংশ মেয়ে এবং নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে । সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৭ টি প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ থেকে প্রায় ২৮.৫২ শতাংশ নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

সারণি ৮.৩

২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৭ টি প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
১. গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলাইটেশন) প্রজেক্ট (সিভিআরপি)	৪৬.১৬	৪৫.০০	২০.৭৭
২. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব)	৩৫.০০	১০.০০	৩.৫০
৩. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ	৭.৫০	১০.০০	০.৭৫
৪. স্টাডি অব ডিটেইল্ড কোস্টাল ল্যান্ড জোনিং উইথ টু পাইলট ডিস্ট্রিক্টস অব পেইন ল্যান্ড	৩.২৮	০.০০	০.০০
৫. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (ভূমি মন্ত্রণালয় অংশ)	২.৪৩	৯০.০০	২.১৯
৬. ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভেস এন্ড মর্ডানাইজেশন অব ক্যাডাস্টাল মেপস স্ট্রং প্রিজারভেশন এন্ড রিট্রাইভাল সিস্টেম	২.০০	১০.০০	০.২০
৭. ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের ঢাকায় সরকারী জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন	০.৩৬	৫০.০০	০.১৮
মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ৭টি প্রকল্পের বরাদ্দ	**৯৬.৭৩**	**২৮.৫২**	**২৭.৫৯**
মন্ত্রণালয়ের মোট উন্নয়ন বাজেট (এডিপি)	**৯৯.০৫**	**২৯.০২**	**২৮.৭৫**
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	**৫৫৬.৬২**	**১৮.৪০**	**১০২.৪৩**

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়

নবম অধ্যায়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ভূমিকা ঃ

৯.১ পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধামে সরকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের জীবন ধারনের মৌলিক অধিকার যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ইত্যাদির সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এ কারণে সকল কৌশলগত পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সরকার মনে করে যে, একটি দেশের সার্বিক অগ্রগতির মূলে রয়েছে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন। বিভিন্ন নতুন কৌশল গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্পদ আহরণ, কর্মসংস্থান সৃজন , নারীদের ক্ষমতায়ন, টেকসই সামাজিক উন্নয়ন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে যা সরকারের নিরবিছিন্ন অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ইঙ্গিত বহন করে।

৯.২ পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা উন্নীত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সৃষ্টি করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ যতদূর সম্ভব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীদের সক্রিয় প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করছে । জাতীয় জীবনের সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। সকল সেক্টরের ভারসাম্য উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং বিতরণের মালিকানায় সমবায় ভিত্তিক মালিকানায় গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়েছে ।

২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নারী-বান্ধব নীতিমালা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ

৯.৩ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যে সকল কার্যাবলি নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা নিম্নরূপ

পল্লী এলাকায় বসবাসরত এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগণের জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলঃ

- **জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণঃ** স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল পরিকল্পনা নির্ধারণ, প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্ত্বায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হবে;
- **দারিদ্র্য বিমোচনঃ** পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দুরীকরণের উদ্যোগ অধিকতর পরিকল্পিত ও সুসমন্বিতভাবে গ্রহণ করা হবে;
- **পল্লীর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নঃ** দেশের প্রতিটি অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের চাহিদা ও রূপরেখা পুর্বাহ্নে নির্ধারণ করে গ্রাম প্ল্যানবই, ইউনিয়ন প্ল্যানবই এবং উপজেলা প্ল্যানবই প্রণয়ন ও সাম্প্রতিকীকরণ করা হবে;
- **গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থাঃ** সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সকল গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রসারণ করা হবে। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

- **পল্লী স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি উন্নয়নঃ** নারী-পুরুষ উভয়েরই জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে;

- **পল্লী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণঃ** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে মক্তব, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হবে;

- **গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নঃ** গ্রামীণ মহিলাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও অধিকার যথা: মুসলিম পারিবারিক আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত আইন, উত্তরাধিকার আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন নিরোধ আইন, মহিলা ও পুরুষের সমতা ও অধিকার সংক্রান্ত আইন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন সংক্রান্ত অধিকার, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার সংক্রান্ত অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে নারী-পুরুষ উভয়কে যৌথভাবে অবহিতকরণের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

- **গ্রামীণ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নঃ** গ্রামীণ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী এবং সমাজের অবহেলিত অংশের উন্নয়নে বর্ধিত সুযোগ এবং সম্পদের বর্ধিত অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে;

- **আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে স্বকর্মসংস্থানঃ** গ্রামীণ জনগণকে আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের তথা স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা হবে;

- **পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিঃ** দ্রুত এবং ফলপ্রসু উন্নয়নের স্বার্থে, বিশেষ করে পল্লীতে বসবাসকারী মানব সম্পদের উন্নয়নকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে;

- **পল্লী উন্নয়নে সমবায়ঃ** সংবিধানের বিধি-বিধানের সাথে সংগতিপুর্ণ করে একটি উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি, গ্রামীণ পুঁজিকে সংগঠিত করা, প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের সমবায় আন্দোলনকে আরো সক্রিয় ও অর্থবহ করা হবে;

- **বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য সহায়তাঃ** পল্লী অঞ্চলের পশ্চাৎপদ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের সহায়তা যেমন-গৃহহীন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য গৃহ নির্মাণ, বয়স্ক ভাতা প্রদান, চিকিৎসা ভাতা, বিনোদন সুবিধা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি প্রদান করা হবে।

৯.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিম্নোক্ত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে, যা নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রাখবেঃ

- **আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিঃ** নারীবান্ধব প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণের সুযোগ, নারীদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এর ফলে তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে;

- **নিরাপদ বাসস্থান এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করাঃ** এর মাধ্যমে পল্লী অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে আগমন কমে যাবে এবং পল্লী নারীদের তাদের স্থানীয় সমাজে বসবাসে উৎসাহিত করবে, যা তাদের সুস্বাস্থ্য এবং উন্নত জীবনযাপনে সহায়ক হবে;
- **গ্রাম এবং পেশাভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে পল্লী এলাকার জনগণকে সংগোঠিত করাঃ** সমবায় সমিতি গঠন এবং সমবায়ভিত্তিক কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে পল্লী এবং শহর এলাকার জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য দূর করা;
- **সমবায় সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করাঃ** পল্লী এলাকার নারীদের সেলাই, হাঁসমুরগী পালন, মৎস্যপালন ইত্যাদি বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, কৃষি এবং পরিবেশের উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার, সামাজিক উন্নয়ন, জেন্ডার, পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পল্লী অর্থনীতি এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সেমিনার ও ওয়ার্কসপের আয়োজন নারীদের অগ্রগতি সাধনে সহায়ক হবে;
- **প্রতিটি বাড়িকে একটি উৎপাদন ইউনিটে রূপান্তরকরণঃ** "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রায় ২০ লক্ষ নারীর প্রশিক্ষণ,উদ্বুদ্ধকরণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

৩. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে নারীর অগ্রগতি ও অধিকার

৯.৫ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতি এবং অধিকারের বিষয়সমূহ কতটুকু সহায়ক হচ্ছে তা অনুধাবন করতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা যায়ঃ

ক. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী;

খ. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমে নারী ও পুরুষ সুবিধাভোগী;

গ. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ব্যয় এবং প্রক্ষেপিত বরাদ্দে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের অংশ।

৯.৬ ক. **পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়** নারীঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নীতি, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে? সারণি ৯.১ এ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জনবল কাঠামোতে পুরুষ ও নারীর হার সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট নারী বান্ধব নীতি থাকা স্বত্বেও দেখা যায় যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে নারীর অংশগ্রহণ কম। ২০১০ সালের হিসাব মতে এ সেক্টরে সর্বমোট নিয়োজিত কর্মকর্তার মাত্র ৬.৬ শতাংশ নারী এবং ৯৩.৪ শতাংশ পুরুষ। যদিও এ অবস্থা তার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য বেশী।

৯.৭ সচিবালয়ের ২০০৯-১০ অর্থবছরে কর্মকর্তাদের পর্যায়ে ২০.০ শতাংশ নারী, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১২.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধার ১০০ শতাংশ পুরুষ কর্মকর্তারা ভোগ করছে। এ সংখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সেক্টরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আরও নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সারণি ৯.১

দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক নারী ও পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারি

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)
প্রশাসন								
সচিবালয়	৮০.০	২০.০	৮৭.১	১২.৯	৮৪.১	১৫.৯	৮২.১	১৭.৯
সমবায়								
সমবায় অধিদপ্তর	৮৫.৯	১৪.১	৯২.৭	৭.৩	৬৯.৯	৩০.১	৮৪.৭	১৫.৩
জেলা কার্যালয়	-	-	৯৩.৯	৬.১	-	-	৯২.৬	৭.৪
উপজেলা কার্যালয়	৯৫.৮	৪.৩	৯৪.৭	৫.৩	৮৯.৫	১০.৫	৯০.৫	৯.৫
সমবায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা	১০০.০	০.০	১০০.০	০.০	৯৩.৭	৬.৩	৯৩.৭	৬.৩
সর্বমোট	**৯৩.৪**	**৬.৬**	**৯৪.১**	**৫.৯**	**৮৬.১**	**১৩.৯**	**৯০.৮**	**৯.২**

সূত্র: সংস্থাপন মন্ত্রনালয়

৯.৮ **খ. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমে নারী ও পুরুষ সুবিধাভোগীঃ** সরকার পল্লীবাসির জীবন উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের সহায়ক সেবা প্রদান করছে। কারা এই সহায়ক সেবা থেকে সুবিধা পাচ্ছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ, কারা এ সুবিধা পাচ্ছে সে বিষয় জেন্ডারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা দুরুহ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সর্বাধিক অগ্রধিকারপ্রাপ্ত ৬টি খাত চিহ্নিত করেছে। সারণি ৯.২ এ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম বিধৃত হয়েছে। এ কার্যক্রমসমূহ থেকে নারীরা কতটুকু সুবিধা পাবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ৯.২

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত এবং নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. সমবায় ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিঃ পল্লী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সমিতি গঠন, উদ্বুদ্ধকরণ, সম্পদ বিতরণসহ ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে। এজন্য সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।	সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বার্ড, কুমিল্লার মাধ্যমে ৪৮২টি উপজেলার প্রতিটি উপজেলায় ৪টি নির্বাচিত ইউনিয়ন থেকে ৫টি গ্রামে সুফলভোগী চিহ্নিতকরণে বেইস লাইন সার্ভে পরিচালনা করার মাধ্যমে যে সুবিধাভোগী চিহ্নিত করা হবে তার প্রায় ২০ লক্ষ নারী। প্রতিটি বাড়িকে একটি উৎপাদন ইউনিটে রূপান্তর করার মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, উপকরণ সরবরাহ ও সম্পদ বিতরণ এবং পরবর্তীতে মার্কেটিং নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে নারীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে ২০ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত ও দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। সমবায় অধিদপ্তর, কৃষি উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি সংগঠন ও উপকরণ সরবরাহ মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদক হতে সরাসরি ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা করছে। উল্লেখ্য, দুগ্ধ উৎপাদনকারী ১,৬৮,০০০ জন সমবায়

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
	সদস্যের প্রায় ৮০% নারী, যা নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
২. দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিঃ দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল (P.R.S.) হিসেবে স্বীকৃত। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে বিধায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ।	ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানকে নারীবান্ধব করার মাধ্যমে আনুমানিক ১৭ লক্ষ নারীকে উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত করা হবে এবং তাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বি.আর.ডি.বি. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে ৬,৩০,৫০০ জনের সদস্যভুক্তি নিশ্চিত করবে. যার ৫৮% নারী। বি.আর.ডি.বি.'র 'সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি' মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের ঋণ কর্মসূচি'-র মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এছাড়া 'গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি', P.R.D.P.-2 এবং 'উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প'-র মাধ্যমে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্থানীয় ভিত্তিতে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বি.আর.ডি.বি. ২০১০-১১ অর্থবছরে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ৩৫,০০০ নারীকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে।
৩. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃজনঃ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন পল্লী উন্নয়ন নীতির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব বিধায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্হান ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃজনকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।	পল্লী এলাকায় নারীদেরকে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক যেমন- সেলাই, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার, সমাজ উন্নয়ন, জেন্ডার, পল্লী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পল্লী অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন নারীর উন্নয়নে সহায়ক হবে। প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তর ৬,৫০,০০০ জন মহিলাকে সমবায় কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করবে। এছাড়া বার্ড, কুমিল্লা ২০১০-১১ অর্থবছরে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৬৫০০ জন গ্রামীণ নারীদের আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে।
৪. পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচিঃ বিভিন্ন এলাকার বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উহার বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।	"চর জীবিকায়ন কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী বেষ্টিত ৫টি জেলার ২৮টি উপজেলার ১৫০টি ইউনিয়নের ৭.০০ লক্ষ নারী দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করবে। "ই.ই.পি. (Economic Empowerment of the Poorest in Bangladesh)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে চর, হাওড়, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা, মঙ্গাপীড়িত ও দারিদ্র্যপীড়িত পার্বত্যাঞ্চলের ৪.০০ লক্ষ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন করা হবে। 'উত্তরাঞ্চলে হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্পে' প্রায় ১২০০ জন নারীকে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। 'গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের' সুবিধাভোগীদের সংখ্যা ২,৪০০, যার ৮০% নারী। নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অবদান রাখবে। প.উ.স.বি. কর্তৃক ৫৮৮০৪ টি বসত ভিটা উঁচু করা হবে, ৮০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করা হবে এবং ৪৪,৩৮৫টি স্ল্যাব ল্যাট্রিন এবং ৪৬৭৭টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হবে। প.উ.স.বি.

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
	২০১০-১১ অর্থবছরে ১.৪৫ লক্ষ নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছে। প.উ.স.বি. কর্তৃক পরিচালিত জীবিকায়নের জন্য সম্পদ বিতরণ ও ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ৩০%-৪০% নারী, যা নারী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।
৫. পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনাঃ পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের বিভিন্নমুখী সমস্যা ও সমাধান চিহ্নিত করে উদ্ভাবনী ধারণা এবং ফলাফল সম্প্রসারণ করা হয়। এজন্য পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে বাস্তবধর্মী ও প্রায়োগিক গবেষণাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।	গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণার ফলে পল্লী এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা নারী উন্নয়নে পরোক্ষ প্রভাব রাখছে। বার্ড, কুমিল্লা ২২টি পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নতুন কৌশল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। আর.ডি.এ.,বগুড়া ৭টি প্রায়োগিক গবেষণার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রয়োজনের নিরিখে লাগসই নতুন ৫টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।
৬. সংগঠন সৃষ্টি, পুঁজি গঠন ও সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃজনঃ সংগঠন সৃষ্টি, পুঁজি গঠন ও সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃজন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। প্রতিটি গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশায় নিয়োজিত সকল বয়সের নারী-পুরুষকে একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় এনে স্বচেষ্টায় ও অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ডের ভিত্তিতে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন ও দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব বিধায় সমবায় কর্মকান্ডকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	মহিলা সমবায় সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। বাস্তবায়নাধীন "একটি বাড়ি একটি খামার" এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে তাদের প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রায় ২০ লক্ষ নারীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

৯.৯ **গ. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ব্যয় ও বরাদ্দে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের অংশঃ**

এ অনুচ্ছেদে কতটুকু সরকারী বরাদ্দ এ সেক্টরে ব্যয় করা হয়েছে, কিভাবে এ বরাদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বমোট ব্যায়ের ৬১.০৮ শতাংশ (টাকা ২৮৫.৩০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দের ৬২.২৮ শতাংশ (টাকা ৪২৬.২৯ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

৯.১০ সারণি ৯.৩ এ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে। সারণি ৯.৩ এ দেখা যায় যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দের ৬২.২৮ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৮৪.৫৬ শতাংশ মেয়ে এবং নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে । সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ থেকে প্রায় ৮৪.৪০ শতাংশ নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে ।

সারণি - ৯.২

২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০ টি প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
১. একটি বাড়ি একটি খামার	২৬৯.৭৭	৯০.০০	২৪২.৭৯
২. ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ(ইইপি)	১১০.৩৪	৯০.০০	৯৯.৩১
৩. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) - ২য় পর্যায়	২০.০০	৬০.০০	১২.০০
৪. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প	১০.০০	২০.০০	২.০০
৫. বাংলাদেশের কুমিলা জেলার বুড়িচং উপজেলার সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন	৯.০৫	৩০.০০	২.৭২
৬. পারটিসিপেটরী রুরাল ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)	৮.২৬	৯০.০০	৭.৪৩
৭. বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	৭.৯০	৪০.০০	৩.১৬
৮. পলী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়ার প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক কার্যক্রম জোরদারকরণ	৭.৩২	৩০.০০	২.২০
৯. উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	৭.১৫	১০০.০০	৭.১৫
১০. গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প	৫.৬৪	১০০.০০	৫.৬৪
দশটি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	**৪৫৫.৪৩**	**৮৪.৪০**	**৩৮৪.৩৯**
বিভাগের মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	**৪৬৮.৫৬**	**৮৪.৫৬**	**৩৯৬.২১**
বিভাগের সর্বমোট বাজেট	**৬৮৫.১৭**	**৬২.২৮**	**৪২৬.৬৯**

সূত্র: অর্থ মন্ত্রনালয়

দশম অধ্যায়

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ভূমিকাঃ

১০.১ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এ বর্তমান সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি ব্যাপক ও সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামো বিধৃত হয়েছে। এতে দেশের অতি দরিদ্র ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তনকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সরকার দারিদ্র্য নিরসনে ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর বিধায় বাজেটে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১০.২ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন, সমাজের অবহেলিত ও দুস্থ মানুষের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রোগ্রাম পরিচালনা করে থাকে। এগুলোর মধ্যে বয়স্ক ভাতা, দুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা, এসিডদগ্ধদের জন্য সাহায্য মঞ্জুরি ইত্যাদি অন্যতম। এসব কর্মসূচি উন্নয়ন সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা এবং দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ মন্ত্রণালয় রূপকল্প-২০২১ এ বর্ণিত অঙ্গীকারের অনুবৃত্তিক্রমেই দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি ও প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে আসছে।

১০.৩ দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কর্মসূচিসমূহ সরাসরি অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি লক্ষ্যভিত্তিক করে নেয়া হয়েছে, বিশেষ করে নারীর অগ্রাধিকারকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। অবহেলিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে অনগ্রসর নারী সমাজ যাতে সমাজে পিছিয়ে না পড়ে এবং সমাজের মূল স্রোতের অংশীদার হতে পারে সেজন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

২. নারীবান্ধব নীতি ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

১০.৪ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় অতি দরিদ্র, সামাজিকভাবে অবহেলিত, দুস্থ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে সেগুলি সমাজকল্যাণ নীতি ২০০৫ এর আলোকে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়। এ নীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- আর্থ-সামাজিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক;
- শিশুদের জন্য কল্যাণমূলক;
- সামাজিক অন্যায় ও অপরাধ কার্যক্রমের সাথে জড়িতদের সংশোধন ও পুনর্বাসনমূলক;
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক;
- কল্যাণধর্মী ও সেবামূলক;
- প্রতিবন্ধীদের জন্য কল্যাণমূলক;
- অনৈতিকতা রোধমূলক;
- প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক;
- বিশেষ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত।

১০.৫ গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশ সরকার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বহুবিধ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলোর অন্যতম কয়েকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ও আওতা নিম্নরূপঃ ঃ

ক) **বয়স্ক ভাতাঃ** বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২৪.৮০ লক্ষ বৃদ্ধ/বৃদ্ধা আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন এবং এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপকারভোগী নারী। একটি পৌরসভা বা ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে এ প্রোগ্রামের উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। সাধারণত ৬৫ বছর উর্ধ্ব বয়সীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এছাড়া বয়স্ক ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এ প্রোগ্রামের আওতায় বিশেষভাবে বিবেচিত হন। এর আওতায় উপকারভোগীরা মাসে ৩০০/- টাকা করে ভাতা পেয়ে থাকেন। এ বয়স গ্রুপের সকল দুস্থ অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

খ) **বিধবা, দুস্থ ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাঃ** এ প্রোগ্রামের আওতায় বর্তমানে উপকারভোগীর সংখ্যা ৯.২০ লক্ষ, যা এ পর্যায়ের লক্ষ্যভেদী (targeted) জনগোষ্ঠীর মাত্র ৪০%। এ প্রোগ্রামের আওতায় অগ্রাধিকার প্রাপ্তরা হলেন- দুস্থ ও বয়স্ক মহিলা, ১৬ বছরের নীচে দু'সন্তানের মা ও দুস্থ মহিলা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, অক্ষম ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলা। এর আওতাধীন উপকারভোগীরা প্রতি মাসে ৩০০/- টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।

গ) **অসহায় প্রতিবন্ধী ভাতাঃ** এ প্রোগ্রামের আওতায় বর্তমানে ২.৮৬ লক্ষ উপকারভোগী রয়েছে। দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী যেসব ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৬,০০০/- টাকার নীচে এবং বয়স ৩০ বছরের উপর সে সব ব্যক্তি এর আওতায় ভাতা প্রাপ্য হন। তবে উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিলেকশন কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হয়।

ঘ) **দরিদ্র মাদের জন্য মাতৃত্ব ভাতাঃ** বর্তমানে এ প্রোগ্রামের উপকারভোগীর সংখ্যা ৮০ হাজার। গ্রামীণ সকল দরিদ্র মাদের এ প্রোগ্রামের আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এ প্রোগ্রামের উপকারভোগীরা প্রতি মাসে ৩৫০/- টাকা করে ২ বছর মেয়াদের জন্য এ ভাতা প্রাপ্য হন।

ঙ) **সরকারি এতিমখানায় বসবাসরতদের বিশেষ অনুদানঃ** সরকারি শিশু পরিবার এবং অন্যান্য বেসরকারি এতিমখানায় বসবাসরত এতিমরা এ অনুদান পেয়ে থাকে। বর্তমানে ৬৪ হাজার এতিম এ প্রোগ্রামের উপকারভোগী। দরিদ্র পরিবারের ৬ থেকে ৯ বছর বয়সী এতিম মাসে ১,০০০/- টাকা করে এ প্রোগ্রাম অনুদান পেয়ে থাকে।

চ) **অক্ষম ছাত্রদের শিক্ষামূলক বৃত্তিঃ** সকল পর্যায়ের অক্ষম/প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় মাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ২০০/- টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩০০/- টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪০০/- টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাসিক ৬০০/- টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে এ জন্য ৮ কোটি টাকা করা হয়েছে এবং এ প্রোগ্রামে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১৯ হাজার। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন অনুযায়ী এ প্রোগ্রামের উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই প্রতিবন্ধী হতে হবে। এছাড়া পারিবারিক আয় বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকার নীচে, ভূমিহীন, গৃহহীন ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিশুরা এ প্রোগ্রামের আওতায় বৃত্তি

লাভে অগ্রাধিকার পাবে। তবে প্রোগ্রামের বৃত্তি পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে ৫০% উপস্থিতি এবং বার্ষিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল অর্জন করতে হবে।

১০.৬ বর্ণিত প্রোগ্রামসমূহের অধিকাংশই অতিদরিদ্র, এবং সামাজিকভাবে অনগ্রসর ও শারীরীক প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের অবস্থার পরিবর্তন করার লক্ষ্যে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলো একইসাথে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরী করছে এবং সরাসরি জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসন করে সামাজিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে দরিদ্র নারীর অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর ও প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টি করছে। তাই সরকার আগামী অর্থবছরের বাজেটে এসব নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ১০% হারে বাড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৩. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নারীর উন্নয়ন ও অধিকার সংক্রান্ত অবস্থা

১০.৭ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের টার্গেট গ্রুপ হল প্রধানত অতি দরিদ্র, দুস্থ, প্রতিবন্ধী ও সামাজিকভাবে ঝুঁকির মাঝে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। এ জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ মেয়ে শিশু ও নারী বিধায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে প্রকৃতিগতভাবেই নারী মুখিনতা প্রাধান্য পেয়েছে। তাই সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক, যা নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করা যেতে পারেঃ

ক. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী;

খ. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রোগ্রামে নারী-পুরুষ সুবিধাভোগীর অনুপাত;

গ. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সরকারি ব্যয় ও প্রাক্কলিত বরাদ্দের জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজন।

১০.৮ **ক. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী**

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় নীতি, প্রোগ্রাম ও প্রকল্প বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নারী-পুরুষের পরিসংখ্যান সারণি ১০.১ এ দেখা যেতে পারে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। ২০১০ সালে মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত মোট কর্মকর্তা-কর্মচারির মাত্র ২৩.২% নারী এবং ৭৬.৮% পুরুষ। সামগ্রিকভাবে গত বছরের তুলনায় নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর আনুপাতিক হার কিছুটা কমেছে মর্মে লক্ষ্য করা যায়।

সারণি - ১০.১

দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক নারী ও পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারি

	কর্মকর্তা				কর্মচারী			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)
প্রশাসন								
সচিবালয়	৬৮.৪	৩১.৬	৭৬.৩	২৩.৭	৮৪.৬	১৫.৪	৮৪.৮	১৫.২
সামাজিক সেবাসমূহ								
সমাজসেবা অধিদপ্তর	৬৩.২	৩৬.৮	৬৮.৮	৩১.৩	৭৯.৫	২০.৫	৭৭.৬	২২.৪
জেলা কার্যালয়সমূহ	৬৭.৯	৩২.১	৬৮.৩	৩১.৭	৬৪.৫	৩৫.৫	৬৮.৩	৩১.৭

	কর্মকর্তা				কর্মচারী			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)
উপজেলা কার্যালয়সমূহ	৯১.৮	৮.২	৮২.৬	১৭.৪	৬৫.০	৩৫.০	৫৭.৬	৪২.৪
মোট	**৭৬.৮**	**২৩.২**	**৭৪.০**	**২৬.০**	**৬৫.৬**	**৩৪.৪**	**৬১.৬**	**৩৮.৪**

সূত্র ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

১০.৯ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে ২০১০ সালের কর্মরত জনবল কাঠামোতে ৩১.৬% নারী, যা গত ২০০৯ সালের ২৩.৭% হতে অপেক্ষাকৃত বেশী। সমাজসেবা অধিদপ্তরের নারী কর্মকর্তা-কর্মচারির হার অন্যান্য সংস্থা/দপ্তরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। তবে উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে কর্মরতদের ৯১.৮% পুরুষ, যা গত বছরের তুলনায় বেশী। এসব পরিসংখ্যান হতে সহজেই অনুমেয় যে, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আরো অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

১০.১০ খ. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিনণ প্রোগ্রামে নারী ও পুরুষ উপকাভোগীর সংখ্যা

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপকারভোগীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের অনুপাত (সারণি ১০.২) থেকে দেখা যায় যে, এর দু'টি বৃহৎ কর্মসূচির ৬০% উপকারভোগীই নারী এবং ৬টি কর্মসূচির অনুকূলে প্রদত্ত মোট বাজেট বরাদ্দের গড়ে ৫৯% নারীর কল্যাণে ব্যয় হয়ে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের "বিধবা, অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতা" শীর্ষক বৃহৎ কর্মসূচির অনুকূলে (যা ইতোপূর্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হতো) আগামী বছরের বরাদ্দ ৩৩১.২০ কোটি টাকা এবং এতে ১০০% উপকারভোগীই মহিলা। এর আওতায় মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৯.২০ লক্ষ এবং এটি সারাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে দেশের গ্রামীণ মহিলাদের এ প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

সারণি ১০.২

নারী উপকারভোগীর সংখ্যা (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আয় স্থানান্তরমূলক কর্মসূচির ভিত্তিতে)

বিভিন্ন আয় স্থানান্তরমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	পুরুষ (কোটি টাকায়)	নারী (কোটি টাকায়)	মোট উপকারভোগীর মধ্যে নারীর শতকরা অংশ
বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি	৮৯১.০	৩৩৮.৬	৫৫২.৪	৬২.০
বিধবা, অসহায় ও দুস্থ মহিলা ভাতা	৩৩১.২	--	৩৩১.২	১০০.০
অসহায় প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	১০৩.০	৬১.৮	৪১.২	৪০.০
দরিদ্র মাদের মাতৃত্ব ভাতা	২৫.৭	১২.৯	১২.৯	৫০.০
সরকারি এতিমখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এতিমদের জন্য বিশেষ অনুদান	৮.৮	৫.৩	৩.৫	৪০.০
প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ভাতা	১৩৫৯.৭	৪১৮.৫	৯৪১.২	৬৯.২
সর্বমোট	৮৯১.০	৩৩৮.৬	৫৫২.৪	৬২.০

১০.১১ দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করছে। এসব লক্ষ্যভিত্তিক প্রোগ্রাম হতে কারা উপকৃত হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তবে এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ/প্রাক্কলনের জেন্ডারভিত্তিক উপাত্ত বিভাজন করা অসুবিধাজনক (বিশেষ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে)। অর্থাৎ বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত আর্থিক সুবিধার প্রকৃতই কতখানি নারীর জন্য ব্যয় হচ্ছে তা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত পাওয়া সম্ভব হয় না। তবে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অগ্রাধিকারমূলক ব্যয়ের যে ৬টি সুনির্দিষ্ট খাত চিহ্নিত করা হয়েছে তা থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় কি পরিমাণ নারী উপকার লাভ করছে এবং তার প্রভাব কতখানি সে সম্পর্কে একটি ধারনা নেয়া সম্ভব। বিষয়টি নীচের সারণি ১০.৩ থেকে আরো সুস্পষ্ট হবেঃ

সারণি ১০.৩

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. **সামাজিক নিরাপত্তাঃ** সমাজের অনগ্রসর ও বিপন্নতম জনগোষ্ঠী প্রবীণ, **বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা এবং** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে বয়স্কভাতা, **বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা,** অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সমগ্রিকভাবে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষায় বিশেষ অবদান রাখবে এ বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ নারী অন্তর্ভুক্ত থাকায় ১১.০০ লক্ষ জন নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বয়স্কভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতকরা ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অর্ন্তভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় ১২.৫৫ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে। ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দারিদ্র্য ঝুঁকি হ্রাস হচ্ছে। বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা এবং প্রতিবন্ধী নারীদের বাসস্থান, পরিধান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২. **ঋণ কার্যক্রমঃ** দেশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সংগঠিত করে তাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ার মাধ্যমে নিম্ন আয়ের এ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচনে এ কার্যক্রম বিশেষ অবদান রাখবে বিবেচনায় এটিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	পল্লী সমাজসেবা, শহর সমাজসেবা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন প্রভৃতি কার্যক্রমে শতকরা ৫০ ভাগ এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে শতকরা ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় বার্ষিক গড়ে ৪.০০ লক্ষ নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, স্বকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।
৩. **সরকারি ব্যবস্থাপনায় এতিম, অসহায় শিশু সুরক্ষাঃ** এতিম ও বিপন্ন শিশুদের সুরক্ষা প্রদান, তাদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তাদের আবাসন, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজের এ বিপন্নতম শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত হবে বিবেচনায় কার্যক্রমটিকে তৃতীয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।	সরকারি শিশু পরিবার, ছোটমণি নিবাস, দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র, প্রাক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং দুস্থ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত এতিমখানাসমূহে সুবিধাবঞ্চিত মেয়ে শিশুদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার রয়েছে। ফলে বার্ষিক গড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫,০০০ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৭,০০০ বালিকা শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা, বাসস্থান, পুষ্টি, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত হচ্ছে এবং প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ হিসাবে তারা সমাজে স্বকর্মসংস্থান, চাকুরী ও বিবাহের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হচ্ছে।
৪. **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনঃ**	প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তর্ভুক্তিতে অগ্রাধিকার থাকায় তা প্রতিবন্ধী নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে, যার ফলে প্রতিবন্ধী নারীর সামাজিক

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের অনগ্রসর ও বিপন্ন অংশ। বিশেষ চাহিদার দাবিদার এ সকল ব্যক্তিকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় একত্রিত করার মাধ্যমে তাদের অধিকার সুরক্ষা হবে। এছাড়া এ কার্যক্রম দেশের উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে এ কার্যক্রমটিকে চতুর্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।	নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিবন্ধী নারীর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তি ও কর্মসংস্থান, প্রতিবন্ধী নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নে ইতিবাচক এবং প্রতিবন্ধী নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।
৫. সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নঃ সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিপদাপন্ন শিশু, এসিডদগ্ধ নারী ও শিশুদের চিকিৎসাসহ দুঃস্থ ব্যক্তি শিশু, নারী ও বয়স্কদের সামাজিক (কমিউনিটি) চিকিৎসাদান এবং এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় এ খাতকে পঞ্চম সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।	চিকিৎসা সহায়তা সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৫০% নারী, যা নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। গর্ভবতী, দরিদ্র্য নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার থাকায় তা নারীর সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রাদানকৃত রোগীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধী নারীকে অর্ন্তভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.১২ **গ. সরকারি ব্যয়ের জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলিত বরাদ্দঃ** সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বিবেচনায় ছোট হলেও এর কার্যক্রম ও কার্যক্রমের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। কেননা এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে দেশের অতি দরিদ্র ও সামাজিকভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন জনগোষ্ঠীর কিছুটা সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

১০.১৩ এ অনুচ্ছেদে কতটুকু সরকারী বরাদ্দ এ সেক্টরে ব্যয় করা হয়েছে, কিভাবে এ বরাদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বমোট ব্যায়ের ১৭.৪১ শতাংশ (টাকা ২০৮.৮০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দের ১৯.৯১ শতাংশ (টাকা ৩৮২.৭০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে ।

১০.১৪ সারণি ১০.৪ এ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে। সারণি ১০.৪ এ দেখা যায় যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দের ১৯.৯১ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫০.০৫ শতাংশ মেয়ে এবং নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে । সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ থেকে প্রায় ৫০.৮৩ শতাংশ নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে ।

সারণি ১০.৪

২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
১. শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হসপিটাল এবং নার্সিং কলেজ (১ম পর্যায়)	৮৫.০০	৫০.০০	৪২.৫০
২. এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি কারিগরী প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন সংশোধিত	৩৩.০০	৫০.০০	১৬.৫০
৩. প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটি টু দ্যা ডিজএবল্ড পারস্ন ইন বাংলাদেশ	২৮.৫১	৫০.০০	১৪.২৬
৪. প্রোটেকশন অব চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক সংশোধিত	১৫.৩৯	৫০.০০	৭.৭০
৫. ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য সেবা প্রদান কার্যক্রম	১৪.৫০	৫০.০০	৭.২৫
৬. আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল	১২.৫০	৫০.০০	৬.২৫
৭. ইনস্টিটিউট অব অটিস্টিক চিলড্রেন এন্ড বাইন্ড ওল্ড হোম টিএন মাদার চাইল্ড হসপিটাল (সংশোধিত)	৭.১২	১০০.০০	৭.১২
৮. চালু ২০টি সরকারী শিশু পরিবার আধুনিকীকরণ সংশোধিত	৭.০০	৪০.০০	২.৮০
৯. ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ইনষ্টিটিউট অব কমিউনিটি এন্ড ফ্যামিলি হেলথ শক্তিশালীকরণ	৬.৮৩	৪০.০০	২.৭৩
১০. সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প ফরিদপুর	৩.৯৬	৪০.০০	১.৫৮
মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ১০টি প্রকল্পের বরাদ্দ	**২১৩.৮১**	**৫০.৮৩**	**১০৮.৬৯**
মন্ত্রণালয়ের মোট উন্নয়ন বাজেট (এডিপি)	**২৩৪.৬৬**	**৫০.০৫**	**১১৭.৪৪**
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	**১,৯২২.৩৪**	**১৯.৯১**	**৩৮২.৭০**

একাদশ অধ্যায়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকাঃ

১১.১ ভৌগলিক অবহান, ভূমির প্রকৃতি অসংখ্য নদী-নালার প্রবাহ এবং মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের সর্বত্র পানি প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। গঙ্গা, ব্রক্ষ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর প্রবাহ ধারা থেকে বদ্বীপ ভূমি বাংলাদেশের জন্ম। বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রায় ৮০০ টি নদী প্রবাহিত হয়েছে এবং সর্বদক্ষিণে রয়েছে বিতীর্ণ সমদ্র তটভূমি। সহস্রাধিক বছর যাবৎ এসকল নদীর অববাহিকায় মানব সভ্যতা গড়ে উঠছে। আর সে সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছিল ব্যবসা, যোগাযোগ ব্যবহা ইত্যাদি। পানি হচ্ছে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহের অন্যতম। এদেশের অন্যান্য সম্পদের মত এ সম্পদটিও যথাযথ ব্যবহাপনার অভাবে সম্পদ না হয়ে আপদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

১১.২ আমাদের দেশের নদীগুলোর সমতল তটভূমি, প্রবল/অতি বর্ষণ এবং অপর্যাপ্ত পানি ধারণ ক্ষমতার কারণে অস্বাভাবিক পানি প্রবাহের সৃষ্টি হয় এর ফলশ্রুতিতে বর্ষা মৌসুমে বন্যা/জলপ্লাবনের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও এদেশে পানি সম্পদ নিয়ে দ্বৈত সমস্যার সৃষ্টি হয়- একদিকে বর্ষা মৌসুমে নদীগুলোতে অতি মাত্রায় পানি প্রবাহের কারণে বন্যার সৃষ্টি হয়, আবার শুদ্ধক মৌসুমে পানি স্বল্পতার কারণে প্রায়শইঃ খড়ার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও এদেশে নদীর তীরবর্তী এলাকায় অতিরিক্ত পানি প্রবাহ, সাইক্লোন, ঝড় এবং লোনা পানির অনুপ্রবেশের ফলে আকস্মিক বন্যা ও প্লাবনের সৃষ্টি হয়। সামগ্রিক সমস্যাগুলো সামনে রেখে পানি সম্পদ সংএক্ষান্ত ব্যবহপনায় তাই কিছু গুরক্ষত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যথা- বন্যা, পানি নিদ্ধকাশনজনিত সমস্যা, খড়া, যৌথ নদীসমুহের প্রবাহ, নদী ভাঙ্গন ও নদীর তলদেশ ভরাট হওয়া, সাইক্লোন, পানির গুনগত মান ও অধিকার, ভূউপরিহ পানির লবনাওক্ষতা, ভগর্ভহ পানির গুনগত মান, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় ব্যবহাপনা।

১১.৩ পানি বাংলাদেশের জনগনের জীবন নির্বাহের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। জনগণের সর্বাধিক কল্যান নিশ্চিত করতে পারে এমন সম্পদগুলোর অন্যতম হচ্ছে পানি, আর একারণেই সরকার উন্নয়নমূলক নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এর সুষম উন্নয়ন ও ব্যবহাপনার উপর জোর দিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ভঙ্গুর পরিবেশগত বিপর্যয় হতে পানিই লক্ষ মানুষের জীবন নির্বাহের ব্যবহা করতে পারে। দেশের সমগ্র পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহাপনার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের অন্যতম অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে। এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কার্যাবলি হচ্ছে- সেচ এলাকার সম্প্রসারণ, পানি সংরক্ষণ, ভূউপরিস্থ ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার, নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ, লবনাক্ততা রোধকল্পে ব্যবহা গ্রহণ, নদী পুনরুদ্ধার/খনন, বাঁধ ও পোল্ডার রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি। পানি সম্পদ খাতের উন্নয়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বহুমুখী কার্যক্রমের সংগে জড়িত। হানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং পানি সম্পদের উপর নির্ভরশীল মন্ত্রণালয়গুলোর সংগে সম্পর্কিত কার্যক্রমের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ এলাকার সম্প্রসারণ, পানি নিষ্কাষণ ব্যবহার উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গন রোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার, নদী প্রবাহ সম্প্রসারণ, সীমান্তবর্তী নদীগুলোর পানির যথাযথ হিস্যা আদায় এবং হাওড় এলাকায় সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

২. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নমুখী প্রধান কার্যক্রমসমূহ

১১.৪ পানি খাতের সংগে সম্পৃক্ত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন ও দিক নির্দেশনার জন্য ১৯৯৯ সনে Ô জাতীয় পানি সম্পদ নীতিমালাÓ গৃহীত হয়। জাতীয় পানি সম্পদ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সব ধরনের পানির উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং এ সব সম্পদের দক্ষ ও সুসম ব্যবহার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;
- দরিদ্র ও অনগ্রসর অংশসহ সমাজের সভার জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নারী ও শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দেয়া;
- পানি ব্যবহারের অধিকার নিরূপণ ও পানির মূল্য নির্ধারণরসহ উপযুক্ত আইনগত আর্থিক এবং উৎসাহমূলক ব্যবহাদি গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পানি সরবরাহ পদ্ধতি টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;
- পানি ব্যবহাপনা বিকেন্দ্রীকরণ এবং পানি ব্যবহাপনায় নারীর ভূমিকা বর্ধিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধন;
- বিকেন্দ্রীকরণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যবহাপনা প্রক্রিয়া এবং পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতে অনুকূল বিনিয়োগ পরিস্থিতি বিকাশের লক্ষ্যে একটি আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক দক্ষতা, নারী পুরুষ সাম্য, সামাজিক ন্যায় বিচার ও পরিবেশগত সচেতনতা সম্বলিত ভবিষ্যৎ পানি পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশকে সাবলম্বি করার জন্য জ্ঞান ও সমার্থ্যের উন্নয়ন।

১১.৫ নারীদের কর্মসংহানের সুযোগ সৃষ্টিসহ তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকারভিত্তিক নিম্নরূপ কার্যক্রমের তালিকা তৈরী করেছে যা, প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে নারীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে-

- **সেচ খালসমূহের খনন/পুনঃখননঃ** পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী মাটির কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নূন্যতম ২৫% কোটা সংরক্ষণ করা হয়। এটি গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে;
- **বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং পুরাতন বাঁধ ও পোল্ডারসমূহের মেরামত রক্ষনাবেক্ষণঃ** এ কার্যএক্ষমের মাধ্যমে নারীদের সম্পদসমূহ রক্ষা পাবে যা, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে । এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
- **পানি ব্যবহাপনার লক্ষ্যে গ্রুপ গঠন ও তার উপর বিভিন্ন সেবা বাবদ চার্জ/অর্থ আদায়ের দায়িত্ব অর্পনঃ** পানি ব্যবহাপনার লক্ষ্যে গঠিত গ্রুপ/দলে ও বিভিন্ন স্থানীয় প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালন সংক্রান্ত নীতি অনুযায়ী পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে ৩৩% নারী সদস্যের সংস্থান রয়েছে। এর ফলে নারীদের ক্ষমতায়নের সংগে তাদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে;

- **সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় অতি বাধ নির্মাণ করে সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধারঃ** এ ব্যবহাপনায় হাওড় এলাকার লবনাক্ততা দূরীকরণ ও সমুদ্র হতে জমি পুনঃরুদ্ধার নিশ্চিত করবে। পুনঃরুদ্ধারকৃত খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং সেখানে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সহযোগী বাস্তবায়ন সংস্থার মাধ্যমে গুচ্ছগ্রাম প্রস্তুত করে দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করা হবে। উদ্ধারকৃত ভূমি দুঃস্থ নারীদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বন্টনের মাধ্যমে তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হবে। চর ও জলাভূমি এলাকায় নির্মিতব্য ঘরবাড়ি দুঃস্থ নারীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন ও তাঁদের অধিকার নিশ্চিতকরণ

১১.৬ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতি এবং অধিকারের বিষয়সমূহ কতটুকু সহায়ক হচ্ছে তা অনুধাবন করতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা যায়ঃ

ক. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী;

খ. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রোগ্রামে নারী-পুরুষ সুবিধাভোগীর অনুপাত;

গ. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরকারি ব্যয় ও প্রাক্কলিত বরাদ্দের জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজন।

১১.৭ **ক. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণঃ** পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে ? সারণি **১১.১**-এর বর্ণনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সংহায় কর্মরত নারী পুরুষ উভয় জনবলের তালিকা দেয়া হয়েছে। প্রদত্ত টেবিলে উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, পানি সম্পদ সংক্রান্ত খাতে কর্মরত নারী জনবলের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তবে তা আশানুরূপ নয়। ২০১০ অর্থবছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত মোট জনবলের ১৪ শতাংশ নারী এবং অবশিষ্ট ৮৬ শতাংশ পুরুষ। এ পরিস্থিতি বিগত বছরগুলোর তুলনায় ভাল বলে প্রতীয়মান হয়।

সারণি ১১.১

মন্ত্রণালয়ে কর্মরত নারী ও পুরুষ জবনলের তালিকা

	কর্মকর্তা				কর্মচারি			
	২০০৯-১০		২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০০৮-০৯	
	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)
প্রশাসন								
সচিবালয়	৮৬.০	১৪.০	৮৭.৮	১২.২	৮৩.৩	১৬.৭	৮৫.৭	১৪.৩
মোট	৮৬.০	১৪.০	৮৭.৮	১২.২	৮৩.৩	১৬.৭	৮৫.৭	১৪.৩

তথ্য সূত্রঃ সংহাপন মন্ত্রণালয়

১১.৮ **খ. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় নারী ও পুরুষ সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ** পানি সম্পদ খাতের ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করছে। পানি সম্পদ খাতে প্রদত্ত তথ্য হতে জনমনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগে যে, এ সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাভোগী

নারী ও পুরুষ সদস্যের মধ্যে কে কতখানি সুবিধা ভোগ করছে? পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তাঁর ৬টি অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যয়ের খাতকে চিহ্নিত করেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে অগ্রাধিকার খাত ও কর্মসূচিসমূহের একটি তালিকা সারণি ১১.২-এ দেয়া হয়েছে। প্রদত্ত তালিকায় অগ্রাধিকার খাত ও কার্যক্রমসমূহ নারীদের জন্য কতখানি সুযোগ-সুবিধা বয়ে আনবে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি - ১১.২

নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রমসমূহ

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব)
১. **কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নদী ও খাল খনন/পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণঃ** ফসল উৎপাদনে তথা কৃষি উন্নয়নে সেচ-পানি একটি অন্যতম উপকরণ। কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পানির প্রধান উৎসই হলো নদী ও খালসমুহ। অন্যদিকে, দেশের নদী ও খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার পথে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো খনন ও পুনঃখনন অপরিহার্য। এ বিবেচনায়ই সেচ সুবিধা বৃদ্ধি তথা কৃষি উন্নয়নের জন্য খাল/নদী খনন/পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসুচিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• নারী উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্রতা রয়েছে। • পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ কার্যক্রমে গ্রামীণ নারীগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রায় ০.৭৪ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। • I.P.S.W.A.M. প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গ্রুপে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা হবে। পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুসারে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ৩৩% সদস্য নারী অন্তর্ভুক্ত থাকার বিধান রয়েছে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তাঁদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। পা.উ.বো.'র প্রকল্পের ২৫% মাটির কাজ নারীদের দ্বারা সংগঠিত Landless Contracting Society (L.C.S.) এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে বিধায় তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। I.P.S.W.A.M. প্রকল্পে ৪৫% হতে ৫০% মাটির কাজ নারী L.C.S. দ্বারা সম্পাদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
২. **জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানি সম্পদ খাতে যে ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা আছে সে বিষয়ে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং উপকূলীয় এলাকার বিদ্যমান বাঁধ/অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কর্মসূচিঃ** উপর্যুপরি জলোচ্ছাস, ঝড়, বন্যা, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে মানব জীবন, বন, মৎস্য, পশু ইত্যাদি অমূল্য সম্পদ রক্ষার্থে এবং উপকূলীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপকুলীয় এলাকায় বিদ্যমান বাঁধ, অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কার্যক্রকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার সম্পন্ন কর্মসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	• নারী উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্রতা রয়েছে। • পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে লবনাক্ততা থেকে জলাভূমি/সুন্দরবন সংরক্ষণ এবং সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার সম্ভব হবে। এসব কার্যক্রমে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সি.ডি.এস.পি.-৩ প্রকল্পের আওতায় বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্ধারকৃত খাস জমির মালিকানা বন্টন করা হবে। সহযোগী বাস্তবায়ন সংস্থার মাধ্যমে গুচ্ছগ্রাম প্রস্তুত করে দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হবে। উদ্ধারকৃত ভূমি দুঃস্থ নারীদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের মাধ্যমে তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হবে। চর ও জলাভুমি এলাকায় নির্মিতব্য ঘরবাড়ি দুঃস্থ নারীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। সমুদ্র হতে উদ্ধারকৃত ৫৫৫০ হেক্টর জমিতে ৯৫৮৬টি পরিবারকে (প্রায় ৬১০০০ লোক) পুনর্বাসন করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে। মোট জনসংখ্যার ৫০% নারী । এর মাধ্যমেও ৫০% নারী পুনর্বাসিত হবে। সে হিসেবে ৩০৫০০ জন নারীকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে।

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব)
৩. অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপুর্ণ এলাকা, জনগণের জান-মাল রক্ষা ও কৃষি জমির ফসল রক্ষাকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণঃ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপুর্ণ এলাকা যেমন- হাট/বাজার, শিল্প কলকারখানা, জনগণের জান-মাল এবং কৃষি জমি বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বাভাবিক কারণেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর বর্তায়। এ দায়িত্ব বিবেচনায় এবং বিশেষ করে বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে অর্থনীতির গতিধারা স্বাভাবিক রাখার প্রয়াসেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা হয়েছে।	• বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্বাসন এবং নিষ্কাশন খাল খনন/ পুনঃখনন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (স্লুইস/রেগুলেটর) নির্মাণ/মেরামত এর ফলে নারীদেরও সম্পত্তি রক্ষা পাবে, যা তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
৪. গুরুত্বপুর্ণ শহর ও স্থাপনা রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা কাজঃ দেশের অনেক গুরুত্বপুর্ণ শহর যেমন-চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি ও স্থাপনা (মুল্যবান কলকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) নদী ভাঙ্গনের কারণে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, আক্রান্ত অঞ্চল তথা দেশ প্রভূত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই গুরুত্বপুর্ণ শহর ও স্থাপনা রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা কাজ ও বাঁধ নির্মাণ কর্মসূচিকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• নারী উন্নয়নের সঙ্গে পরোক্ষ যোগসূত্রতা রয়েছে। • নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারীদের সম্পৃক্তকরণের ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।
৫. পানি সম্পদ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রমঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি পানি সম্পদ বিষয়ক উন্নয়ন কার্যাবলি সংক্রান্ত পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য পানি সম্পদ বিষয়ক নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তি একান্ত প্রয়োজন। এতদোপলক্ষ্যে পানি সম্পদের বিভিন্ন দিকের উপর প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করতে হয়। এ বিবেচনায়ই উল্লিখিত কার্যক্রমটি অগ্রাধিকার প্রাপ্তির দাবীদার।	• নারী উন্নয়নের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব পড়বে না। তবে পরোক্ষ প্রভাব লক্ষণীয় হবে।
৬. সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তিঃ সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির স্বার্থে এতদ্অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর গতিপথ, বন্যা শুষ্কতা ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য দ্বিপাক্ষিক-বহুপাক্ষিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং গবেষণা পরিচালনা একটি জরুরী বিষয় বিধায় এ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	• নারী উন্নয়নের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব পড়বে না। তবে পরোক্ষ প্রভাব লক্ষণীয় হবে।

১১.৯ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরকারি ব্যয় ও প্রাক্কলিত বরাদ্দের জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজনঃ

এ অনুচ্ছেদে কতটুকু সরকারী বরাদ্দ এ সেক্টরে ব্যয় করা হয়েছে, কিভাবে এ বরাদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে জেন্ডারভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বমোট ব্যায়ের ৩৫.৮৬ শতাংশ (টাকা ৭০০.২০ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দের ৩৯.১৬ শতাংশ (টাকা ৮০২.৩৮ কোটি) নারীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

৯.১০ সারণি ১১.৩ এ সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে। সারণি ১১.৩ এ দেখা যায় যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট বরাদ্দের ৩৯.১৬ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫৩.৩৯ শতাংশ মেয়ে এবং নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ থেকে প্রায় ৬২.৯৩ শতাংশ নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে ।

সারণি ১১.৩

২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০ টি প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	নারী উন্নয়নের অংশ (%)	নারী উন্নয়নে বাজেট (কোটি টাকায়)
১. পানি ব্যবস্হাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত)	১৯০.০০	৭০.০০	১৩৩.০০
২. সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট (ফেজ-২), কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, বি-বাড়িয়া ও সুনামগঞ্জ শহর	১১৭.০০	৭০.০০	৮১.৯০
৩. গড়াই নদী পুনঃ উদ্ধার	৯০.৪৪	৫০.০০	৪৫.২২
৪. বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)	৮০.০০	৫০.০০	৪০.০০
৫. ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ	৮০.০০	৫০.০০	৪০.০০
৬. যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (এডিবি সাহায্যপুষ্ট)	৭০.৭০	৭০.০০	৪৯.৪৯
৭. মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৭০.০০	৭০.০০	৪৯.০০
৮. দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্হাপনা প্রকল্প	৭০.০০	৭০.০০	৪৯.০০
৯. পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	৬০.০০	৫০.০০	৩০.০০
১০. ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্থ (সিডর) কাজের জরুরী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প	৫০.০০	৭০.০০	৩৫.০০
মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ১০টি প্রকল্পের বরাদ্দ	**৮৭৮.১৪**	**৬২.৯৩**	**৫৫২.৬১**
মন্ত্রণালয়ের মোট উন্নয়ন বাজেট (এডিপি)	**১,৪০৬.৭৩**	**৫৩.৩৯**	**৭৫১.০৮**
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	**২,০৪৮.৯৯**	**৩৯.১৬**	**৮০২.৩৮**

সূত্রঃ অর্থ মন্ত্রণালয়